★ শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ★

পদাবলী



শ্রীরায় শেখর বিরচিতা

শ্রীগোবিন্দদাসকৃতৈকপঞ্চাশৎ পদান্বিতা

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

প্রকাশক, মুদ্রক :—
শ্রীহরিদাসশাস্ত্রী
শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস,
শ্রীহরিদাস নিবাস, কালিয়দহ,
পোঃ—বৃন্দাবন, জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

প্রকাশন তিথি—

ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীমদ্ বিনোদবিহারী গোস্বামী
মহোদয়ের তিরোভাব তিথি।
পৌষ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া। ১২।১২।৮১
গৌরাঙ্গাব্দ—৪৯৫

প্রকাশন সহায়তা—১০.০০ টাকা

প্রথম সংস্করণ

★ শ্রীশ্রীগদাধরগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ★

পদাবলী

শ্রীরায় শেখর বিরচিতা
শ্রীগোবিন্দদাসকৃতৈকপঞ্চাশৎ পদান্বিতা

শ্রীধামবৃন্দাবনবাস্তব্যেন ন্যায়বৈশেষিকশাস্ত্রি, নব্যন্যায়াচার্য্য,
কাব্য, ব্যাকরণ, সাংখ্য, মীমাংসা, বেদান্ত,
তর্ক, তর্ক, তর্ক, বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ,
বিদ্যারত্নাদ্যুপাধ্যলঙ্কৃতেন
শ্রীহরিদাস শাস্ত্রিণা
সম্পাদিতা।

সদ্গ্রন্থ প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাসশাস্ত্রী
শ্রীগদাধরগৌরহরি প্রেস,
শ্রীহরিদাস নিবাস, কালিয়দহ,
পোঃ—বৃন্দাবন, জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

সূচী-পত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

ইতি শ্রীরায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা শত-ত্রয়োবিংশ
পদের সূচীপত্র সমাপ্ত।



★ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ ★

বিজ্ঞপ্তিঃ

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের করুণায় "শ্রীরায় শেখরের পদাবলী" এবং শ্রীগোবিন্দদাসকৃত "একান্ন পদ" প্রকাশিত হইল। রায় শেখরের পদাবলীর শেষে পরিশিষ্ট ১০৫ পৃষ্ঠায় সময়োপযোগী পদসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ভাবাবেশ পদ, রসালস নিদ্রা, প্রত্যূষ লীলা, রসোদগার, বাৎসল্যোচিত জাগরণ, গোষ্ঠ গমন, সূর্য্য পূজা, হিন্দোল লীলা, মধুপান, জলক্রীড়া, পাশাখেলা, উত্তর গোষ্ঠ, রাজসভা গমন অভিসার, রাস বিলাস, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা, মদন মদালস, জাগরণ প্রকার বর্ণিত আছে।

শ্রীরায়শেখরের পদাবলী ১২৩ পদে পূর্ণ হইয়াছে। ব্রজবুলি মিশ্রিত রচনাই ইহার বৈশিষ্ট্য, বিশেষতঃ শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের অবলম্বনে কবি হৃদয়ে স্ফুরিত লীলামালাই ইহাতে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দৈনন্দিন প্রতি দণ্ডের আস্বাদন দানেই ইহার তাৎপর্য্য। তজ্জন্য ইহার নাম দণ্ডাত্মিকা লীলা।

রায় শেখরের নাম—শশী শেখর রায়। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিঃসীম কৃপাভাজন খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের অন্তেবাসী, ও বৈদ্য জাতি, কিন্তু পিতার নাম ও জন্মভূমির সম্যক্ পরিচয় অজ্ঞাত।

মানবগণ যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে সর্ব্বত্র মমত্ব স্থাপিত হইতে পারে তাহাই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত উত্তমা ভক্তি, ইহার দ্বারাই মানব হৃদয়ের একতা স্থাপিত হয়; এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকারে বৈষম্য বিদূরিত হয় না। ইহাই রাগানুগীয়ভক্তি, মনোমূলই সংসার। উত্তম আদর্শে মন অনুপ্রাণিত হইলে, মানব মন, নিজেকে এবং অপরকে মহান্ করিতে পারে। তজ্জন্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্ট যামিকা লীলানুশীলনই একমাত্র জীবাতু।

কিন্তু উক্ত অনুশীলনও দুরূহ ব্যাপার। যদ্যপি শ্রীমদ্ ভাগবতাদি শাস্ত্র ও শ্রীশ্রীষড়্‌গোস্বামি গণের এবং তৎপরবর্ত্তি

মহাজনগণের প্রাদুর্ভাবিত লীলাবারিধি বিশেষ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে মনোনিমগ্ন হইলে পুনর্ব্বার মন ব্যক্তিগত স্বার্থে উদ্বুদ্ধ হয় না, তথাপি তত্তৎ গ্রন্থ শ্রবণাদি অনায়াস লভ্য নহে, প্রথমতঃ তত্তৎ গ্রন্থাভিজ্ঞ পণ্ডিত জন অতি বিরল, অনুশীলনের যোগ্যতাও সুদুর্ল্লভ।

এই নিমিত্ত কলি পাবনাবতার পরম করুণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেবের লীলা সম্বরণের অব্যবহিত পরেই কতিপয় পরহিতব্রতী কবি জন্মগ্রহণ করিয়া অতি বিস্তৃত অষ্ট যামিক লীলা গ্রন্থ হইতে সার সঙ্কলন করতঃ অষ্ট কালিক লীলার পদাবলী প্রণয়ন করেন। এই পদকর্ত্তাগণের মধ্যে শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, বলরাম কবিরাজ, রায় বসন্ত এবং রায় শেখরের পদাবলী সৎসমাজে সম্যক্ সমাদৃতা। এই পদকর্ত্তা চতুষ্টয়, এক সময়েই জন্মগ্রহণ করেন, এবং পরস্পর এক ভাবাক্রান্ত স্বান্তত্ব বশতঃ অসীম সৌহার্দ্দশৃঙ্খলায় আবদ্ধ ছিলেন।

একান্ন পদ রচয়িতা শ্রীগোবিন্দ দাস বা দাস গোবিন্দ। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম—চিরঞ্জীব, মাতার নাম—সুনন্দা দেবী, জাতি বৈদ্য, শ্রীপাট—তিলিয়া, বুধুরী। পত্নীর নাম—মায়াদেবী, পুত্রের নাম—দিব্যসিংহ। গোবিন্দের মাতামহের নাম—দামোদর কবি।

চিরঞ্জীব সেন
├── রামচন্দ্র কবিরাজ
└── গোবিন্দ কবিরাজ
    └── দিব্যসিংহ
        └── ঘনশ্যাম
            └── স্বরূপ নাথ
                └── হরিদাস

শ্রীল চিরঞ্জীব সেন খণ্ডবাসী দামোদর কবিরাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া শ্রীখণ্ডে নিবাস করেন। তথায় তাঁহার রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামক পুত্র দ্বয়ের জন্ম হয়। ইঁহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় পিত্রালয়,—কুমার নগরে চলিয়া যান। পরে তেলিয়া বুধুরীতে বাস করেন।

বর বেশে সুসজ্জিত সুপুরুষ রামচন্দ্রকে দেখিয়া আচার্য্য প্রভু বিবাহের চমকপ্রদ লৌকিক মঙ্গলাচারের মধ্যে পারলৌকিক অমঙ্গল পরিপূর্ণরূপে নিহিত আছে বলিয়া বিবাহে তীব্র দোষোদ্ঘাটন করেন, তাহা শুনিয়া রামচন্দ্র তৎ পরদিনই আসিয়া শ্রীআচার্য্য প্রভুর চরণে চিরদিনের জন্য শরণ লইলেন। উত্তর কালে ইনিই শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের প্রিয়তম সুহৃদ্ হইয়াছিলেন। ইনি মাতামহের প্রভাবে শাক্ত হইয়াছিলেন। বারংবার মাতৃকৃপা বিজৃম্ভিত শ্রীকৃষ্ণ ভজনের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিয়াও যখন গোবিন্দের মন শক্তি উপাসনা হইতে বিরত হইল না, তখন দৈবক্রমে জটিল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আসন্ন মৃত্যু জ্ঞানে অধীর হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকট ব্যাধির বিষয় নিবেদন পূর্ব্বক শেষকালে শ্রীআচার্য্য প্রভুর চরণদর্শন জন্য উৎকট লালসা জানাইলেন। রামচন্দ্র আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে বুধুরী আসিয়া একেবারে গোবিন্দের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। শ্রীআচার্য্য প্রভু গোবিন্দের মস্তকে চরণ দিলে গোবিন্দ আনন্দে আত্ম বিস্মৃত হইলেন। পর দিবস গোবিন্দের দীক্ষা হইল। মৃত্যু শয্যাশায়ী গোবিন্দ পুনরুজ্জীবিত হইয়া নূতন ভাগবত জীবন লাভ করিলেন। তাঁহার তাৎকালীন প্রথম পদটী কত মধুর, কত রসাল! গোবিন্দ যে স্বভাব কবি ছিলেন—তাহা এই পদ দেখিলে সহজেই অনুমিত হয়।

ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দ নন্দন
অভয় চরণারবিন্দরে।
দুলহ মানুষ, জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ ভব সিন্ধুরে॥

শীত আতপ কত বরিখন
এ দিন যামিনী জাগিরে।
বিফলে সেবিনু কৃপণ দুরজন
চপল সুখলব লাগিরে॥
এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন
ইথে কি আছে পরতীত রে॥
নলিনী দল জল জীবন টলমল
ভজহুঁ হরিপদ নিতরে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন
পদ সেবন দাসীরে।
পূজন সখীজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে॥

গোবিন্দ দাস ত তখনই দেহ ব্যাধি মুক্ত হইলেনই, পরন্তু স্বয়ং ভবব্যাধি মুক্ত হইয়া শ্রীআচার্য্য প্রভুর কৃপায় শ্রীগৌর কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী রচনায় মনোনিবেশ করিলেন, ক্রমে ক্রমে ইঁহার কবিত্ব শক্তি বঙ্গের ইতস্ততঃ বিস্তারিত হইতে লাগিল।

ভক্তি রত্নাকরে লিখিত আছে—ইনি হরিনারায়ণ রাজার আদেশে শ্রীরামচরিত্র গীত বর্ণনা করিয়াছেন। খেতরির রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে **"সঙ্গীত মাধব"** নাটক বর্ণন করিয়া অতুলনীয় কাব্যশক্তির পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন। **অষ্টকালীয় একান্ন পদ ইঁহারই রচিত।**

ইঁহার কবিত্ব শুধু বঙ্গ দেশেই সীমাবদ্ধ রহিল না,—ক্রমশঃ শ্রীবৃন্দাবন বাস্তব্য শ্রীজীব পাদ প্রমুখ বৈষ্ণব মণ্ডলও ইঁহার অসাধারণ কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া পত্র প্রেরণ করিতেন। এমনকি বৃন্দাবন বাসী গোস্বামিগণ একত্র হইয়া তাঁহাকে কবিরাজ বা কবীন্দ্র উপাধিতে গৌরবান্বিত করেন এবং নিম্ন শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

"শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্‌বসন্তানিলে-
নানীতঃ কবিতাবলী পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্।

শ্রীমজ্জীব স্বরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্থাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্ ॥

শ্রীল বীরভদ্র গোস্বামী একবার—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী করে ধরি।
বলে তুয়া কাব্যের বালাই লঞা মরি ॥"

তিলিয়া বুধুরীর পশ্চিম পাড়ায় ইহার বাস ছিল।

"বুধুরী পশ্চিমে পশ্চিম পাড়া নাম। (ভক্তি ৯।১৭৬)

বর্ত্তমান পদ্মা নদীর তীরে উক্ত গ্রামকে লোকে "বুবোড়" বলে। ইনি শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে সিনিলার অন্তর্গত বিসকী গ্রামে কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতির শ্রীপাঠ দর্শন করেন ও বহু পদ উদ্ধার করিয়া আনেন।

ইনি বুধুরীতে অবস্থান সময়ে পক্ক পল্লীর রাজা নরসিংহের এবং যশোহরের প্রসিদ্ধ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজসভায় গমন করিতেন। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায়ের সহিত ইহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। ১৫৩৪ শকের আশ্বিনী কৃষ্ণা-প্রতিপৎ তিথিতে ইনি দেহ রক্ষা করেন।

গোবিন্দ দাসের স্থাপিত শ্রীগোপাল বিগ্রহ এবং ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিত্য স্মরণীয় বন্দনীয় অর্চ্চনীয় অষ্ট কবিরাজের মধ্যে গোবিন্দও একতম।

"শ্রীরামচন্দ্র গোবিন্দকর্ণপূর নৃসিংহকাঃ
ভগবান্ বল্লবীদাসো গোপীরমণগোকুলৌ।
কবিরাজা ইমে খ্যাতা জয়ন্ত্যষ্টৌ মহীতলে
উত্তমাভক্তি সদ্রত্নমাল্যদানবিচক্ষণাঃ ॥"

পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাস ভণিতায় প্রায় ৪৩০টা ব্রজবুলির পদ আছে। পদামৃত সমুদ্রেও অনেক পদ আছে। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে ৭৫ টী পদ দেখা যায়।

গোবিন্দদাস যে গীতাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা পদামৃত সমুদ্রের টীকার ১৭ পৃষ্ঠায় "তৎকৃত গ্রন্থে" এই অংশ হইতে জানা জায়। ব্রজবুলি কবিদের মধ্যে গোবিন্দই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,

এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইনি যে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার পদাবলী হইতেই বেশ বুঝা যায়। যেহেতু শব্দালঙ্কার অর্থালঙ্কার প্রভৃতিতে ইঁহার পদাবলী প্রায়শঃই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। ছন্দোমাধুর্য্যের সহিত যতি, তাল, তানমাধুরী মিলিয়া তাঁহার পদাবলীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

যদিও তিনি প্রায়শঃই অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য কবির ন্যায় তাঁহার রচনাকে বিসদৃশ না করিয়া অতি সুন্দরই করিয়া তুলিয়াছে। নায়ক নায়িকার বিলাস বর্ণনায় তাঁহার অতুলনীয় বর্ণনা ভঙ্গী প্রশংসনীয়ই বটে। পদাবলীর শ্রুতিমধুরতা ও তালে তালে শব্দ বিন্যাস প্রভৃতি ব্রজবুলির কৃত্রিমতাকে আচ্ছাদন করিয়া মহামধুরতাই সমর্পণ করিয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে বর্ণিত শৃঙ্গাররস বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ অবলম্বনে যাবতীয় মানসব্যাপারের বিশ্লেষণ ও অনুশীলন পূর্ব্বক গীতামৃত রচনা করায় তিনি জনমণ্ডলীর এত সমাদর লাভ করিয়াছেন বলিয়াই সুধীগণের ধারণা।

শ্রীজয়দেবের ন্যায় গোবিন্দদাসের পদ কাব্যেও পদ মাধুর্য্য ও অনুপ্রাস প্রিয়তাদি দৃষ্ট হয়। যথা—অঞ্জন গঞ্জন, জগজন রঞ্জন জলদপুঞ্জ জিনি বরণা। মুকুলিত মল্লী মধুর মধু মাধুরী মালতী মঞ্জুল মাল,—প্রভৃতিতে গোবিন্দদাস যে সুমধুর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তুলনাস্থল কেবল গীতগোবিন্দই। স্থলে স্থলে বৈশিষ্ট্যও আছে, যথা—কুবলয় কন্দল কুসুম কলেবর, কালিম কান্তি কলোল, ইত্যাদি পদ্যে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একই বর্ণের অনুপ্রাস আছে। তাঁহার পদাবলী গীত হইলে যে মাধুরী বর্ষিত হয়, তাহা কেবল সহৃদয় অনুভব বেদ্যই বটে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

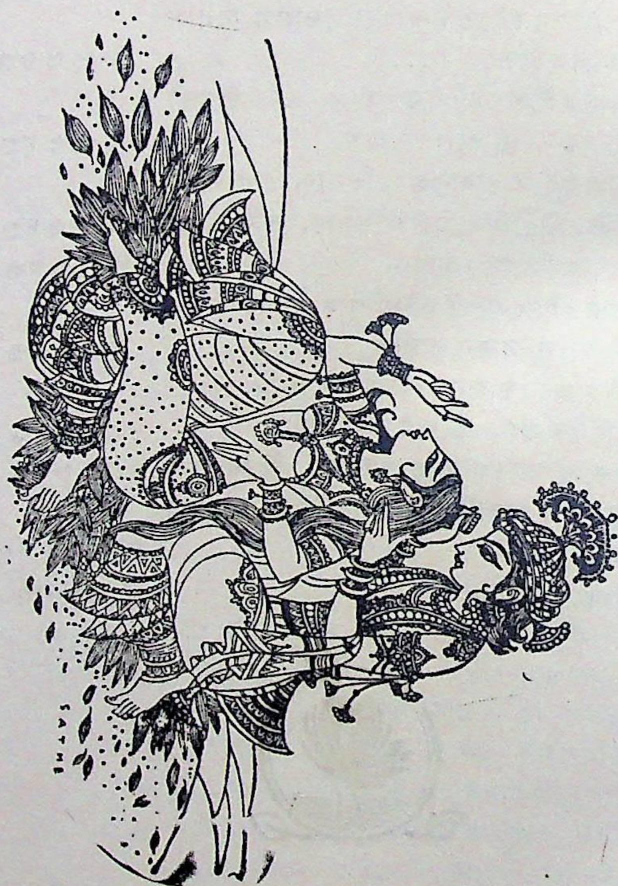
দণ্ডাত্মিকা

সূর্য্যোদয় হইতে নন্দালয়ে ভোজন বিলাস প্রাতঃকাল হইতে	দিবা ৬ দণ্ড
গোষ্ঠ হইতে গোবর্দ্ধন পর্য্যন্ত, এবং শ্রীমতী রাধিকাদির যাবট আসা পর্য্যন্ত ...	দিবা ৬ দণ্ড
গোষ্ঠ হইতে রাধাকুণ্ড অভিসার, এবং যাবট হইতে শ্রীমতীরাধিকাদির অভিসার, ভোজন, শয়ন—	দিবা ৬ দণ্ড
পূর্ব্বাহ্ণ বিলাস সমাধান ...	দিবা ৬ দণ্ড
গোষ্ঠ হইতে যাবট হইয়া গৃহে গমন, ভোজন গাভি দোহন প্রভৃতি ...	দিবা ৬ দণ্ড
শ্রীকৃষ্ণের ভোজন, রাজসভায় গমন, এবং শ্রীমতীর ভোজন, প্রদোষ কাল পর্য্যন্ত.	রাত্রি ৬ দণ্ড
উভয়ের অভিসার ও অনুরাগ, শ্রীবৃন্দাবন	রাত্রি ৬ দণ্ড
শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা, বনবিহার, জলকেলি ভোজনাদি, শয়ন ...	রাত্রি ১২ দণ্ড
উভয়কে জাগান ...	রাত্রি ৬ দণ্ড








SATHE

★ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ ★

রায় শেখরের পদাবলী

অষ্ট কালীয় গৌরচন্দ্র

নিশি অবশেষে গোরা ঘুমের আলসে
শয়নে পালঙ্কোপরে।
হেন জন নাহি, বারেক সে শোভা
দেখিয়ে পরাণ ধরে॥
প্রভাতে উঠিয়া নিজ পরিকর
বেষ্টিত অঙ্গনে বসি।
জগজন মন হেলায় হরিয়া
হিয়ায় থাকয়ে পশি॥
দণ্ড ধাবনাদি সারি পুর নদী
সিনান আনন্দাবেশে।
নিজজন সহ ভোজন কৌতুক
শয়ন মন্দির শেষে॥
পূর্ব্বাহ্ণ সময় শুক্লাম্বর আদি
ভকত জনের ঘরে।
ভাবের আবেশে অবশ হইয়া
বিবিধ বিলাস করে॥
মধ্যাহ্ন সময়ে গদাধর সহ
পুষ্পের উদ্যান মাঝে।
কত কত রঙ্গ তরঙ্গে বিভোর
সঙ্গে পারিষদ্ সাজে॥
অপরাহ্নে পহুঁ ভক্তগণ মেলি
অতি অপরূপবেশ।
নদীয়া নগরে ভ্রমণ বিনোদ
শোভার নাহিক শেষ॥
সন্ধ্যাকালে পুনঃ গৃহে আগমন,
অতি অপরূপ রীত।

দেব বন্দনাদি করয়ে যতনে
যাহাতে মায়ের প্রীত ॥
প্রদোষে শ্রীবাস ভবনে গমন
অধিক উল্লাস হিয়া ।
তথা প্রিয়গণ মন অনুরূপ,
করয়ে বিবিধ ক্রিয়া ॥
নিশায় সকল ভকত লইয়া
সুখে সংকীর্ত্তন করি ।
পুনঃ নিজ গৃহে শয়ন আনন্দে
কহে দাস নরহরি ॥

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ ।
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।

শ্রীরায়শেখরের অষ্ট কালীয় পদাবলী ।

বিচ্ছেদোৎকণ্ঠা শয়নরত

প্রভাত স্নান যাবট

রাগ বিভাষ।

কহহুঁ তুলহ সঙ্গ ভৈগেল বিচ্ছেদ ।
মন মাহা গাঢ়হুঁ বাঢ়ল খেদ ॥
ঝর ঝর লোচনে শশীমুখী রোই ।
অলখিতে আওল লখই না কোই ॥
সহচরী গণ মেলি সেজ বিছাই ।
অলসে অবশ ধনি শুতলি তাই ॥
অন্তরে গরগর শ্যামর নেহ ।
সখীগণ সত্বরে আওলি নিজ গেহ ॥
সব জন পূরল নিজ জন সাধ ।
কহে কবি শেখর রস মরিয়াদ ॥১॥

যথা রাগ

নিন্দে নিন্দায়লি বালা।
নিশিবাসর জাগি ভৈ গেল দুবলা॥
তড়িৎ লতিকা সম রামা।
রতি রণ ছরমে ঘরমে ভেলিশ্যামা॥
অলসিনী অঙ্গ অথির।
সম্বর না করে পীতম চীর॥

"ধ্রু"

মনসিদ্ধি সাধই রাধা।
অলখিতে আয়ল না পড়ল বাধা॥
কহে কবি শেখর রায়।
ধরম ভরম লাগি ওরস নিভায়॥২॥

অরুণোদয়ে দেব্যা গমনং গৃহে শয্যোত্থানং
চাটূক্তি রসবিলাসবিলক্ষণগোপনঞ্চ।

যথা রাগ

ভগবতী দেবী, সময় সে জান।
রাইক মন্দিরে করল পয়ান॥
শুতলি দেখলি অতি বিপরীত।
গুরুজন বচনে নামানয়ে ভীত॥
তপসিনী করলহি কত অনুমান।
কর পরশই রাই জাগান॥
চমকি উঠই ধনী থরহরি কাঁপি।
পীত বসনে সবহুঁ তনু ঝাঁপি॥
রতি বিপরীত চিহ্ন করলহি গোই।
রাগ রতনে তনু বেকত না হোই॥
কর জোড়ি কামিনী প্রণতি করু দেবি।
আজু সফল দিন তুয়া পদ সেবি॥

কামিনী কাহিনী কহুঁ কত বন্দে।
দেবতী মঙ্গল দেই কত সুছন্দে॥
কহে কবি শেখর শুন সুকুমারি।
পীত বসন তুহুঁ রাখহ সমারি॥৩॥

জরতী উক্তি

আজু বিপরীত ধনী দেখলু তোয়।
সমুঝি না পারই সংশয় মোয়॥
তুয়া মুখ মণ্ডল পুনমিক চাঁদ।
কাহে লাগি ভৈগেল এহেন ছাঁদ॥
নয়ন যুগলে ভেল কাজর বিথার।
অধর নিরস করু কোন গোঁয়ার॥
পীন পয়োধরে নখরেখ দেল।
কনক কুম্ভ জনু ভগনহুঁ ভেল॥
অঙ্গে বিলেপন কুমকুম ভার।
পীতাম্বর ধরু ইথে কি বিচার॥
সুজন রমণী তুহুঁ কুলবতী বাদ।
কা সঞে ভুঞ্জলি মরমক সাধ॥
কামিনী কাতর দেবী সংবাদে।
শেখর কহলহি বড় পরমাদে॥৪॥

যথা রাগ

তুয়া অঙ্গে পীতম চীরে। কুচ যুগ দংশল কীরে॥
অধর বিম্বুফল তোরি। কো রস নেল নিঙ্গারি॥
বচন বলসি আন ভাঁতি। কা সঞে বঞ্চলি রাতি॥
হৃদয় নয়ন গতি রীত। হেরইতে পায়লি ভীত॥
ইহ রস কাহিনী কহই। জরতী উঠি তহি চলই॥
রায় শেখর অনুমানে। রাইক অমিয় সিনানে॥৫॥

অথ মঞ্জরী প্রক্রিয়া
যথা রাগ

নিশি অবসানে সব দাসীগণে
সতরে করয়ে কাজ।
বেশের মন্দির মাজল সুন্দর
রাখল বেশের সাজ॥
কি না সে. দাসীর রীত।
জানিয়া মরম করয়ে করম,
যাহাতে আপন জিত॥
"ধ্রু"
দশন মাজনি রসনা শোধনী
থুইল থালিয়ে ভরি।
কর্পূর সহিত মরিচ চূর্ণিত,
যতন করিয়া ধরি॥
নির্মল সলিল সুগন্ধি শীতল,
পুরিয়া গাগরি সারি।
মুখ পাখালিতে সিনান করিতে
বেদির উপরে ধরি॥
গামছা কাচিয়া সুখান করিয়া
রাখল পৃথক্ করি।
এ তৈল আমলা আনল শ্যামলা
থালিয়ে বেলিয়ে ভরি॥
উবটন করি, কনকমঞ্জরী
আনল রাইর তরে।
মঞ্জরী রতন করিয়া যতন
আনল সিনান চীরে॥
গুণবতী তথি কর্পূর মালতী
সুগন্ধি শীতল করি।

বিধি অগোচর পানা উপহার
থালিয়ে থালিয়ে ভরি ॥
বিচিত্র বসন তাহাতে ঢাকন
করল পরম সুখে।
রাইর ইঙ্গিতে রাখল গোপতে,
যেন আন নাহি দেখে ॥
কর্পূর তাম্বুল মালতীর মাল,
শেখর যতন করে।
সে পীত বসন আনিয়া তখন,
আপনা আবাস ঘরে ॥

দিবা অর্দ্ধদণ্ডে তথা কারুণ্যামৃত স্নানং
একদণ্ডাবধি কান্ত মোহন বেষঃ।

রাগ বিভাষ।

পাইয়া অবসরে রাই সে সতরে,
আইল সখীর মাঝ।
সব সখীগণ খসাঞে ভূষণ,
পরান সিনান সাজ।
সখি ! দেখনা রাইক রঙ্গ।
রতি পতি কতি বিকিয়া যুবতী
অভরণে দিল ভঙ্গ ॥
"ধ্রু"
হাস পরিহাসে বসিয়া আবাসে,
মুখানি মাজল নীরে।
মাজল যতনে রসনা দশনে,
শোধিল মরিচ চূরে ॥
তৈল আমলকী দিল সব সখী,
উবটনে তুলি মলা।

সুগন্ধি সলিলে সিনান করিয়া,
শীতল হইল বালা॥
গা খানি মুছিতে গামছা আনিতে,
কহয়ে তরা যে বাণী।
পরম হরিষে মনের উল্লাসে,
শেখর জোগায় আনি॥৭॥
গামছা আনিয়া গা খানি মুছিয়া
পরাল নীলিম বাস।
বেশের মন্দিরে পশিল সত্বরে,
সখীগণ করি পাশ॥
সে কাল বিচার, ষোড়শ শৃঙ্গার,
তাম্বূল পূরল মুখ।
উপহার লৈয়া করে পরশিয়া
পায়ল পরম সুখ॥
করে রঙ্গ লতা, শোন ধনী কথা,
তোমারে নিবার তরে।
কুন্দ লতা হেন পেখলু এখন,
পশিল জটিলা ঘরে॥
সে সব কাহিনী শুনে বিনোদিনী,
পুলকে পুরল গায়।
রাইর ইঙ্গিতে বারতা বুঝিতে,
চলল শেখর রায়॥৮॥
নন্দীশ্বর পূরে ব্রজেশ্বর্য্যা উৎকণ্ঠা,
প্রভাতে কার্য্যানুসারেণ নিজ নিজ নিযুক্তিক্রিয়া চ।
নিশি অবসান জানি নন্দের ঘরণী
দাস দাসী ডাকিয়া কহয়ে প্রিয় বাণী,
আমার জীবন ধন কানাই বলাই,
লালিবে পালিবে তারে তোমরা সবাই।

যার যেই কাজ বাছা কর মনদিয়া,
আমি আর কি বলিব করিবে বুঝিয়া।
রাণীর উদার বোল শুনি দাস দাসী
আবেশে করয়ে কাজ প্রেমানন্দে ভাসি।

পাঠান্তর।

কহে রঙ্গ লতা আর এক কথা
শুনহুঁ রাজার ঝি।
কুন্দ লতা ধনি আনিব এখনি
হেনই বাসিতেছি॥
দেখ একজন বুঝহ কারণ
জটিলা নিকটে যাই।
বুঝিতে সত্বর হইল শেখর
রাইর ইঙ্গিত পাই॥
কুন্দ লতা আনি কথা কহে যশোমতী।
রাধারে আনহ যাইয়া বুঝাইয়া জরতী॥
জটিলা নিকটে ঝাট চলিলা যুবতী।
রোহিণী কহয়ে আইস শেখর সংহতি॥৯॥
তথা অরুণোদয়ে কুন্দলতায়া আগমনং

বিভাষ।

দেখিয়া কুন্দলতা জটীলা উনমতা
পরম আনন্দে নাচই।
ধরিয়া করিল কোলে তিতল আঁখি নীরে
কুশল বারতা পুছই॥
আমোর বাছনি সতহ কাহিনী
কহবি নিকটে মোরে রে!
তো হেন কুলবতী না পাওো যতিসতী
ঘোষই লখিমী সমাজ রে॥

হরষি কুন্দ লতা ভরসি কহ কথা
কত হুঁ বিনয় বেভারই।

পাঠান্তর

ও মোর বাছানি সত্য হি কাহিনী
কহবি নিকটে মোহেরি।
তুহুঁ সে কুলবতী জগতে কীরিতি
আমারী বিসোয়াস তোহারী।
গোপপুর ভরি যতহুঁ সুন্দরি
কাহুকো না রহু লাজরী॥
চতুর শেখর জরতী অন্তর
কতহুঁ যতনে শুধাবই॥১০॥

তথা দিবা অর্দ্ধদণ্ড সময়ে জরতী পরিচর্য্যা।

বিভাষ।

যশোদা সুন্দরী না জানে চাতুরী
পরম উদার সেহ।
যখনি যা বোলে তখনি তা ভোলে
সভারে সমান নেহ॥
হেদে গো আরীজা মা।
সে জন আমারে পাঠাইল সত্বরে
দেখিতে তোমার পা॥ ধ্রু
চুল খড় ধরি দর্শন উপরি
সে সব কহিলা রাণী।
সে সব শুনিতে হেন লয় চিতে
পাষাণ গলয়ে জানি॥
রাণীর চরণে কহিয়া বচনে
গোপতে আনিবা পহুঁ।

অলক্ষিত পথে আনিবা তুরিতে
যেমন না দেখে কেহুঁ ॥
শুনিয়া মিনতি উলসে জরতী
চলিলা রাইর ঘরে।
কুন্দলতা করে সঁপিয়া বধূরে
রাণীরে আশিষ করে ॥
ধনী কর লৈয়া নিজে শীরে দিয়া
কহয়ে কাতর বোল।
কুলের ধরম পুতের সরম
সকলি রাখবি মোর ॥
যশোদা তনয় না মানে বিনয়
তাহাতে আমার ডর।
নিভৃত কেতনে রাখিবে যতনে
যেমনে হা হাঁসে পর ॥
কুন্দলতা কহে তুমি দেব মোহে
চরণ পরশ তোর।
শেখরের ঠাঁই কোন ডর নাই
এ বোলে ভরসা মোর ॥১১॥

বিভাষ।

একদণ্ড সময়ে জরতী যত্নঃ।

জরতী যতন করি কহে শুন সুন্দরী
সখী সঙ্গে করহ পয়ান।
ওড়নী ঘোড়নী মাথে দেখিয়া চলিবে পথে
লখিতে পারে যেন আন ॥
বড়ারি সিয়ারী বট, কুলে শীলে নহ ছোট,
সব গুণে হও পরবীন।

থাকিয়া সভার মাঝে   বুঝিবে আপন কাজে
আমি আর জীব কতদিন ॥
সদয়ে বিদায় করি   জটিলা চলিলা ঘরি,
উলসিত রসবতী রাধে।
রঙ্গিনী সঙ্গিনী তার   লই সব উপহার,
চলিল পুরাইতে সাধ ॥
গজেন্দ্র গমন জিনি   চলে রাই বিনোদিনী
গড় সখীর হেলি অঙ্গে।
এ কবি শেখর রায়   পুছিতে পুছিতে যায়,
রজনি বিলাস রসরঙ্গে ॥১২॥

অথ দ্বিতীয় দণ্ডে সখী বিতর্কঃ।

যথা রাগ

এ ধনী এছনি কহবি মোয়।
কৈছন কৈছন দেখবি তোয় ॥
নয়ন বয়ান আনহুঁ ভাঁতি।
কহসি কাহিনী ভুলসী পাঁতি ॥
সুরঙ্গ অধর বিরঙ্গ ভেলি।
কাঁসঙ্গে কামিনী কয়লি কেলি ॥
কাহেকো কামিনী করসি কাজ।
বেকত ভৈ গেল গোপত কাজ ॥
সঘনে জঘন কাঁপয়ে তোর।
মদন মথন করল জোর ॥
গৌর পয়োধরে ভেলহুঁ রাতা।
নখের আঁচর লাগল কোথা ॥
ছেনহুঁ ছেনহুঁ হেরঙ্গ তোই।
অলস আকুল উঠতি হাঁই ॥

পুলকে পূরিত তোহারি গা।
চলসি মন্থর অথির পা॥
অমিয়া সাগর তুঁহু সে রাই।
মুকুন্দ মাতঙ্গ বিহার পাই॥
কহই শেখর না কর লাজ।
কহহুঁ কাহিনী সখীর মাঝ॥১৩॥

ততোরসোদ্গার।

পট মঞ্জরী

কি কহব রে সখি ! তোহারি সমাজ।
কহইতে কাহিনী লাগয়ে লাজ॥
সুতলু ঘুমলু হাম অগেয়ান।
অলখিতে আয়ল নাগর কান॥
এ পীন পয়োধরে দেলহি হাতা।
তুরিতে লুকায়ল দেহই গাথা॥
তৈখনি অধর রস পিবই মোর।
জাগরি মনমথ আকরি চোর॥
থর থর কাঁপই কোরে আগোরি।
তব হাম ছোটল নিন্দক তোরি।
করব কোপ জানি ছৈল সুজান।
যোই কহল মোহে মুই সে জান॥
লাগল বেরি মোরে মুঁদল আঁখি।
তবহুঁ যো ভৈগেল শেখর সাখি॥১৪॥

শ্রীরাগ

হাম অবলা নারি কিয়ে গুণ জান।
সো রসময় তনু ছৈল সুজান॥
কতহুঁ যতনে মোরে কোরে বসাই।
বাঁধল বেণী কিরে কবরী খসাই॥

কঞ্চুক দেয়ল কুচযুগে মোর।
পরশি পয়োধর ভৈ গেও ভোর॥
কণ্ঠে পিন্ধায়ল মতিম হার।
অঙ্গে চড়ায়ল কুম্‌কুম ভার॥
বসন পরায়ল করি কত ছন্দ।
কিঙ্কিণী জালে করল নিবি বন্দ॥
নিজকর পল্লবে মঝু মুখ মাজি।
সাজল নয়ন কিয়ে কাজর আঁজি॥
অলকা তিলক দেই চমকি নেহারি।
কহে কবি শেখর জাঙ বলিহারি॥১৫॥

শ্রীরাগ

চিরণী করে ধরি কেশ বেশ করি,
শীঁথায় দেওত সিন্দুর।
নাস বেশ করি বসন পরাই
পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥
চিবুক ধরি মুখ সঘন নেহারই,
যে কিছু কহই মধুর।
অধর নীরস হেরি দিব্য দেই বন্ধু
মুখমেলি খাওয়ায়ে তাম্বুল॥
সে মোর শ্রমজল আঁচরে মোছই
দেওত পালক বায়।
মলিন চম্পক মাল সমতনু হিয়াবিনু
সে মোহে সেজেনা সোয়ায়॥
রসের আবেশে নয়ন মুদি রহু,
চমকি সঘনে জাগায়।
নাহক পীঠে দেই কেহ নাহি সুতই,
ঘুজি ঘুমে আঁখিনা বুজায়॥

বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর করি,
রজনি দিবস নাহি জান।
কৃপণ ধনসম তিলেক না ছারই
রায় শেখর পরমাণ॥১৬॥

অথ প্রভাত সময়ে নন্দীশ্বরমধ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য
নিজালয়ে অলক্ষিত গমনং শয়নং চ।

বিভাষ।

রসবতী সঙ্গে জাগি রস রঙ্গে।
অরুনিম রঙ্গে নয়ন বিভঙ্গে॥
মদন তরঙ্গে অঙ্কিত অঙ্গে।
বসন বিভঙ্গে পহিরলি ঢঙ্গে॥
আওলি নিঃশঙ্কে, শুতলি পালঙ্কে।
কাহু নাহি শঙ্কে, তনু ঘন বঙ্কে॥
মদন বিভঙ্গে যুবতী কলঙ্কে।
কিয়ে ভেল শোভ, শেখর মনলোভা॥১৭॥

বিভাষ।

রামকেলি

সভারে সকল কাজে নিয়োজিয়া
আনন্দে নন্দের রাণী।
কানুর শয়ন ভবনে আসিয়া
কহয়ে মধুর বাণী॥ ধ্রু
উঠহ বাছনি মো জাও নিছনি
অলস করহ দূর।
আসিয়া ছাওয়াল আঙ্গিনা ভরল
উদয় করল সূর॥
রামের বসন পরিল কখন
কে নিল বসন তোর।

রতন উৎপল নয়ন যুগল,
হেনই দেখিয়ে ঘোর ॥
নীল নলিন আতপ, মলিন কি লাগি,
তেমতি তোমার দেহ ।
উনমত হৈয়া বুলহ ধাইয়া
কুদিঠি দিল বা কেহ ॥
হিয়ার উপর কণ্টক আঁচর
গেছিলি কেমন বনে ।
আমার কপালে না জানি কি ফলে,
পরাণে মরিব মেনে ॥
দেবতা কতেক দানব যতেক
ফিরয়ে গহন বনে ।
সে সব দেখিল তাহা যে হইল,
হেনই বসিয়ে মনে ॥
দেবের কারণ মঙ্গলাচরণ,
পূজিব সিনান করি ।
এ দধি ওদন করিয়া যতন,
ভুঞ্জিবে উদর ভরি ॥
মায়ের বচনে জাগিয়া তখনে
হাঁসয়ে গোকুল রায় ।
দেবতী সে বেলি আসিয়া পশিলি
যশোদা বন্দিল পায় ॥
রাণীর নন্দন গৌরীর চরণ,
সঘনে জপন করে ।
শেখর যুকতি শুন যশোমতী
কি ভয় তাহার তরে ॥১৮॥

দিবার্দ্ধ দণ্ডে দেব্যা গমনং শ্রীকৃষ্ণস্য গৃহে শয্যোত্থানম্ ॥
মুখ প্রক্ষালনং গো দোহনঞ্চ

বিভাষ।

দেবতী আসিয়া ঘরেতে পশিলা
শয়নে দেখল কান।
হাত দিয়া তাহারে জাগাইয়া
করাইল সাবধান ॥
সত্বরে উঠিয়া বুড়িরে বলিয়া
নয়ন কচালে হাতে।
আশীষ পাইয়া বাহির হইয়া
মিলিলা সখার সাথে ॥
যত দাসগণ করিয়া যতন,
ধোয়াইল মুখ চান্দে।
দেখিয়া বদন মরয়ে মদন,
ফাঁপরে পড়িয়া কান্দে ॥
সখাগণ সঙ্গে নানা রস রঙ্গে
খড়িকে আইলা হরি।
গাভী বৎস সব করে হাম্বা রব
দোহন মটকী ভরি ॥
দোহন মোহন না যায় কহন
আনন্দে আকুল গাই।
শেখর আসিয়া কহয়ে হাসিয়া
ওই না আসিছে রাই ॥১৭॥

অথ দ্বিতীয়দণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্মিলনং।

বিভাষ।

রজনী কাহিনী কহিতে রমণী
পুলক পূরল দেহা।

কনক বরণী কি হৈল না জানি,
সঙরি সে সব নেহা ॥
অঙ্গের বসন খসায়ে যখন,
নয়নে ভরল মোর।
বিপদে বিকল বিসরি সকল
চরণ চালয়ে থোর ॥
হৃদয় মন্দিরে পীরিতি পালঙ্ক,
রসের বালিশ তায়।
আরতি তোষণি তাহাতে পাতুনি
সুওল সুখড় রায় ॥
পিয়ার পীরিতি কহয়ে যুবতী
ধরিয়া সখীর করে।
শেখর সত্বরে দেখায় রাধারে
খড়িকে নাগর বরে ॥২০॥

তৃতীয় দণ্ডে নাগরস্য উন্মত্ততা তথা
শ্রীমত্যা রাজমন্দিরে প্রবেশঃ ॥

যথা রাগ

রাধা মুখ বাঁশী, হেরইতে আকুল
ভৈ গেল নন্দকিশোর।
নিজ কুল করম ধরম সব বিছুরল
বিছুরল ছাঁদন ডোর ॥
হরি হরি ইহ কিয়ে ভেলহি রঙ্গ।
বিছুরল সুদাম শৃঙ্গ বেত্র বেণু
বিছুরল অগ্রজ সঙ্গ ॥ ধ্রু
বিছুরল সুদাম মধু মঙ্গল
বিছুরিল যুদ্ধক যণ্ড।

মন মাহা মদন মহোদধি উছলল,
বিছুরল দোহন ভাণ্ড ॥
হেরইতে ভাবিনী সো রূপ লাবনি
তনু মন যে করু বন্ধে।
খিড়ীক সমীপে সুধামুখি বিলসে
রায় শেখর পড়ু ধন্ধে ॥২১॥

পূর্ব্বাহ্লে মিলনং, চকিতাবলোকনং
সখিনাং চাতুর্য্যাৎ রাজমন্দির প্রবেশশ্চ।

মানসী

পথ মহুঁ মিলন দুঁহু রাধাকান।
দুঁহু মনে মনসিজ পূরল সন্ধান ॥
দুঁহু মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
সময় না বুঝই অচতুর চোর ॥
বিদগধ সঙ্গিণী সব দিগ জান।
কুটিল নেহারি করল সাবধান ॥
চলল রাজপুর দোঁহে উরুঝাই।
কহে কবি শেখর সখী চতুরাই ॥২২॥

নন্দালয়ে রন্ধন ক্রিয়া ॥

বিভাষ।

নিশি অবসানে দাস দাসীগণে,
ত্বরায় করয়ে কাজে।
যার যেবা কাম করে অনুপাম
সভাই সভারে তাজে।
দেব পুরঃন্দর জিনি তার ঘর,
রন্ধন মন্দির সাজে।
ধনিষ্ঠা সুন্দরী রন্ধন সামগ্রী
রাখিল তাহার মাঝে।

জালিতে ইন্ধন আনন্দ চন্দন,
রাখন যতন করি।
বসিতে আসন জলের ভাজন,
তাহার নিকটে ধরি॥
সুশীলা সুন্দরী রসের চাতুরী
সুন্দর রন্ধন জানে।
বিধি অগোচর নানা উপহার
করল আপন মনে॥
কর্পূর মালতী করল যুবতী
মনলোভা মনোহরা।
কোমল কদলী যবের চূরণী
মতিচুর সুমধুরা।
অমৃত কেলিকা বিবিধ লড্ডুকা,
চাকি খণ্ড পদ্ম জিনি।
গুজা খাজা পেড়া চনা চন্দ চূড়া,
মিছরি মারিয়া ফেনি॥
লুচি পুরি করি রস পাকে ভরি,
সর ভাজা সর পুরি।
মাটিরি শাকরা সর রস পুরা
যতন করিয়া করি॥
রসালা মাখনি করল রমণী
খণ্ড মণ্ডা আদি যত।
লছিমি কেতনে নাহিক যতনে,
রাজার ঘরের মত॥
সুগন্ধি শীতল করিয়া নির্মল,
পূরিয়া সোনার থালি।
ভোজন ভবনে রাখল যতনে
ঢাকিয়া নেতের ফালি॥

দধি দুগ্ধ যত আর গাবি ঘৃত,
নূতন বাসনে ছানা।
নারিকেল জল করিয়া শীতল
নবীন বাসনে পানা॥
আম্রের আচার কত পরকার
কলা পানিফল আদা।
ভাজনে ভরিয়া রাখল ঢাকিয়া
রাণির মনের সাধা॥
সবে করে কাম নাহিক বিশ্রাম
আনন্দে আকুল চিত।
একতান হইয়া মধুর করিয়া
গাওয়ে রসাল গীত॥
নিজ কাজ সারি সকল সুন্দরী
রাণীরে কহিতে যায়।
রাধিকা দুলালি আইলা সে বেলি,
সঙ্গতি শেখর রায়॥২৩॥

অথ চতুর্থ দণ্ডে গোদোহনং সমাপ্য গৃহাগমনং, স্নানবেষাদি করণং গণসহিত ভোজনলীলা চ।

সুহই রাগ

রাধারে দেখিয়া উনমত হইয়া
যশোদা করিল কোরে।
মুখানি মুছিয়া চুম্বন করিতে,
ভিগেল লোচন নীরে॥
সে যে রসবতী করল প্রণতি
যশোদা রোহিণী পায়।
প্রিয় সখীগণ গোপত বসন,
সোপল ধনিষ্ঠা ঠায়॥

লইয়া বসন করল গোপন,
ধনিষ্ঠা যতন করি।
করিয়া আদর লৈয়া উপহার
রাণীর নিকটে ধরি ॥
বিবিধ বিধান দেখিয়া পক্কান্ন,
উলসিত তাহার চিত।
যশোদা রোহিণী বুঝল কাহিনী
দেখিয়া রাইএর রীত ॥
আসি দাসী গণ রাধার চরণ
ধোয়ায়ে শীতল নীরে।
অতি সুকোমল এথল কমল,
মোছল পাতল চীরে ॥
রোহিণী সহিতে রন্ধন করিতে
বসিলা রাজার ঝি।
সব সখীগণ যোগায় যোগান
শেখর যোগায় ঝি ॥২৪॥

যথা রাগ

সুগন্ধি ওদন বিবিধ ব্যঞ্জন
তুরিতে রন্ধন করি।
শাক পায়সাদি পিষ্টক অবধি
বেদির উপর ধরি ॥
সহস্র প্রকার ব্যঞ্জন আচার
রাই সমাপন করি।
গোঠেতে হইতে সখার সহিতে
ঘরেতে আইলা হরি ॥
রাজ রাণী কহে যাহ বাছা সবে,
সিনান করিয়া আসি।

কানুর সহিতে পরম পীরিতে,
ভোজন করিবে বসি ॥
কমল নয়ন, করিতে সিনান,
বসিলা বেদির পরি।
সারঙ্গ যতনে, সিনান বসনে,
যোগায় তুরিত করি ॥
রক্তক পত্রক যতেক সেবক,
কানুর সিনান তরে।
সুগন্ধি শীতল নির্ম্মল সলিল
ধরল বেদীর পরে ॥
আনি মধুকণ্ঠ উদ্বর্ত্তন ঝাঁট,
মর্দ্দন করয়ে অঙ্গে।
মদন মোহন করেন সিনান,
সব দাসগণ সঙ্গে ॥
সিনান করিয়া গা খানি মুছিয়া
পরাল পীতম ধাড়া।
কানুর ভোজন সোপান কারণ
শেখর পড়ল সাড়া ॥২৫॥
তথা ভোজনলীলা ॥
যথা রাগ
ভোজন মন্দির ভিতর বাহির
শুধিয়া শীতল করি।
পিড়ি সারি সারি সুবর্ণের ঝারি
সুগন্ধি সলিলে ভরি ॥
রাই সখীগণ, যতেক মিষ্টান্ন
ক্রম যে করিয়া রাখি।
সে সব বিলসী নন্দের ঘরণী
দেখিয়া হইলা সুখী ॥

কানাই বলাই মিলি দুটী ভাই
সখাগণ করি সঙ্গে।
ভোজনে বসিয়া পক্কান্ন দেখিয়া
বটুর বাঢ়ল রঙ্গে॥
রোহিণী নন্দন করেন ভোজন,
কানুর ডাইনে বসি।
বামেতে সুবল সমুখে মঙ্গল
সঘনে উঠয়ে হাসি।
রামের জননী দিছেন আপনি,
রাধিকা রান্ধিল যত।
সুগন্ধি ওদন বিবিধ ব্যঞ্জন
তাহা বা কহিব কত॥
বিধি অগোচর যত উপহার
দিছেন যশোদা মায়।
রাধার বদন দেখি অচেতন,
হইলা নাগর রায়॥
অরুচি দেখিয়া আকুল হইয়া
কহয়ে নন্দের রাণী।
রাধা রসবতী কর্পূর মালতী
তোমার লাগি আনি॥
তুমি না খাইলে রাই না আসিবে,
স্বরূপে কহিলাম তোরে।
বিশাখা ললিতা আর কুন্দ লতা
ধরিয়া কহিছে মোরে॥
মায়ের বচনে পাওল চেতনে
নাগর শেখর কান।
রাই সুখ দিয়া আকণ্ঠ পূরিয়া
করল ভোজন পান॥

সব সখাগণ, করিয়া ভোজন,
উঠল আপন সুখে।
আচমন করি যায় ঘরাঘরি
কর্পূর তাম্বূল মুখে॥
নন্দের নন্দন করি আচমন
পালঙ্কে ঢালেন গা।
চরণ সেবন করে দাসগণ,
শেখর করয়ে বা॥২৬॥

পঞ্চম দণ্ডে রাধিকার ভোজন।

যথা রাগ

রন্ধনে রমণী হইয়া মলিনী
বাহিরে আসিয়া বসি।
ঘামে টলমল সে অঙ্গ অতুল,
যেমন দিবসে শশী॥
আসি দাসীগণ করয়ে সিনান,
সুগন্ধি শীতল নীরে।
প্রিয় সখীগণ পরায়ে বসন
ছরম করল দূরে॥
রাধা দাসীগণ চতুর নিপুণ,
সজল বিরল ঘরে।
বসিতে আসন জলের ভাজন
সারি সারি করে ধরে॥
যশোদা আকুলি হইয়া বিকলি,
রাইরে করিল কোলে।
ও ফের বাছনি মো জাও নিছনি,
ভোজন করহ বোলে।
রাণীর বচনে চলিলা ভোজনে,
বসিলা আসন পরি।

রোহিণী আসিয়া দেন যোগাইয়া,
থালিয়ে বেলিয়ে ভরি ॥
রাই এর যে পণ জানিয়া তখন,
কুন্দলতা প্রিয়তমা।
পিয়া শেষ আনি ভুঞ্জায়ে রমণী
করিয়া চাতুরী সীমা ॥
সখীগণ সঙ্গে নানা রস রঙ্গে
ভোজন করল সুখে।
ভোজন সমাপি করি আচমন,
তাম্বুল দিলেন মুখে ॥
পালঙ্ক উপরি বসিলা সুন্দরী
বালিসে হেলিয়া গায়।
রাইর ইঙ্গিতে যে ছিল থালিতে
ভুঞ্জিল শেখর রায় ॥২৭॥

ততঃ ষষ্ঠ দণ্ডে ব্রজেশ্বরী উভয়োর্বেশাদিকরণং।

যথা রাগ

উলালি ঢুলালি সোহাগে আগুলি
সাজলী যশোদা রাণী।
চাঁচর চিকুর মাজল সুন্দর
বান্ধলি বিচিত্র বেণী ॥
কিনা সে রাণীর সাধা।
নবীন বসন ভূষণে মণ্ডিত
করলি সুন্দরী রাধা ॥ ধ্রু
উদয় অরুণ গরব গরালি
সিঁথার সিন্দুর খানি।
তিলক অলকে নলক ঝলকে
পলকে মোহয়ে মুনি ॥

কাজলে সাজল নয়ন যুগল
মাজল মোহন মুখ।
ভুরুর ভঙ্গিমা রঙ্গিমা হেরিতে
কামের কাঁপয়ে বুক ॥
নাসার উপর বিচিত্র বেশর
নিশ্বাসে সঘনে দোলে।
পরম যতনে পুরুষ রতনে
পরাণ সহিতে খেলে ॥
কান কান ফুল অতুল অমূল
ছটায় ঘটায় রবি।
বাউলি বিকল অসঙ্গে করল
রহল তাহাতে সেবি ॥
চিবুক চিকন কামের ভাজন,
তাহাতে কস্তুরি বিন্দু।
দশন বসন ভুবন মোহন,
বচন অমিয়া সিন্ধু ॥
চন্দনে চর্চ্চিত পরম পবিত্র
পীন পয়োধর জোর।
কসিত কাঁচুলি তাহাতে ঝাঁপলি
বান্ধলি অতুল ডোর ॥
প্রবালে প্রবল করল সরল
ভাল কাল পুঁতি জ্যোতি।
হেম হীরা মণি বিচিত্র বিশানি
তাহাতে দেওলি মোতি ॥
সে যে যশোমতী পীরিতি মূরতি
কামিনী করিয়া কোলে।
সে হেন ভূষণ করিয়া যতন
দেওলি তাহার গলে ॥

হিয়ায় হীরার হার মনোহর
তাহাতে পদক সাজে।
দেখি দিনমণি চতুর আপনি
কিরণ কুড়ায় লাজে॥
রামা কামশালা শঙ্খ শশিকলা
শোভয়ে সে ভুজ আগে।
রতন কঙ্কন রঙ্কণ ঝঙ্কন
অনঙ্গে চমক লাগে॥
তাড় গাঢ় সাজ, গড়ি কামরাজ
দেয়লি রাইয়ের ভুজে।
বিপক্ষ মদনি মুদ্রিকা খেচনি,
অঙ্গুলি উপরে সাজে॥
জলদ পটল গরব গরাসি
পরাণ নীলম বাস।
কিঙ্কিনী শবদে জবদ করল,
চটক চটকী ভায॥
জেহের পঞ্জনী করিয়া যতনি
শেখর পরায় পায়।
যশোদা রোহিনী সে রূপ রমণী,
সাজনি সকল গায় ॥২৮॥

যথা রাগ

যশোদা রোহিনী করিয়া যতনি
সাজলি সকল সখী।
সুন্দর কটক চটকে তাটক
নাগর কামের আঁখি॥
যশোদা অন্তর অমিয়া সাগর
রাধিকা মকরী তায়।

অগম অতল   মধুর শীতল
ডুবল সকল গায় ॥
আমার জীবন   তোমরা দুজন
দু খানি আঁখির তারা।
ব্রজরাজ মন   জানিবে এমন,
সে জন আমারি পারা ॥
এ ঘর করণ   তোমরা দু'জন,
শুনহ রাজার ঝি।
ধাতার মাথায়   পড়ল বজর,
আর না বলিব কি ॥
আর কিবা কহুঁ   তোমা হেন বহুঁ
নাহিক আমার ঘরে।
হিয়ায়ে আগুনি   উঠিছে দ্বিগুণি
কহিব কি আর তোরে ॥
দিনেক সোয়াথে   নাহিক রাখিতে
তাহাতে হইল ডর।
নিশ্বাসে ছিদ্‌দুশ,   চাহিয়া বুলয়ে,
সে বড় বিষম ঘর ॥
জটিলা কুপিলে   আসিতে না দিবে
সে আর আপদ দড়।
কুটিলা কুমতি   বিষের মুরতি,
সে ছুঁড়ি ধাউড়ী বড় ॥
দুর্ম্মদ আয়ান   তাহারা দুর্জন
না জানি কেমন চিত।
শেখর মিনতি   শুন যশোমতি
সবার একই রীত ॥২৯॥

যথা রাগ

ও মোর বাছুনি ধনী রমণীর শিরোমণি
ক্ষণেক বিশ্রাম কর সুখে।
না হয়ে উছর বেলা সখী সঙ্গে কর খেলা
কর্পূর তাম্বূল দেহ মুখে॥
রূপ গুণ কাজ তো পরাণ নিছনি মোর
শুতিয়া সপনে দেখি সদা।
তোমা হেন গুণনিধি আমারে না দিল বিধি
হৃদয়ে রহিয়া গেল সাধা॥
ধাতার মাথায়ে বাজ যেন হেন করে কাজ
আমারে ভাণ্ডিলা কিবা দোষে।
কানুর বিবাহ তরে হেন নারী নাহি পুরে
চাহিয়া না পাই কোন দেশে॥
যশোদা বিষাদ কথা শুনি বৃষভানু সুতা
বদনে বসন দিয়া হাসে।
পুলকে পূরল গা মুখে না নিঃস্বরে রা
ভাসিল রাণীর নেহ রসে॥
শেখর সরস করি কহে শুন ব্রজেশ্বরী
রাধিকা তোমার নভে জানি।
সখা সব পুরে বেণু খড়িকে ডাকিছে ধেনু,
সাজাহ রাখাল শিরোমণি ॥৩০॥

যথা রাগ

সুমুখী সঙ্কেত জানি তুরিতে চলিলা ধনি,
আসিয়া বসিলা বেশ ঘরে।
কানুরে আনিয়া তথি, বেশ করে যশোমতী
দুঃখে হিয়া দর দর করে॥
নন্দরাণী কাছে কাছে লাটুয়ার ছান্দে।
নব গুঞ্জা দিয়া বেড়া, টানিয়া বান্ধিল চূড়া
তাহে শোভে ময়ুরের চান্দে॥ ধ্রু

কিবা সে গ্রীবার শোভা, মদনের মনলোভা,
গোরোচনা তিলক শোভে ভালে।
হিয়া হারে মণি জ্বলে বনমালা গলে দোলে,
অমূল্য মুকুতা নানা তলে ॥
অঙ্গদ বলয়া করে শোভিয়াছে থরে থরে,
চন্দনে চিকন কাল তনু।
পরাইল পীত ধড়া তাহাতে ঘাগড় বেড়া,
চলইতে করে রুণু-ঝুণু ॥
রাতুল ধড়ার থোপ দুই দিকে নামিয়াছে,
বঙ্করাজ সনে করে মেলা।
খেনে খেনে উড়ে বায়, আসিয়া নাগয়ে পায়,
নূপুর সহিতে করে খেলা ॥
ডাকিনী যোগিনী ভয়ে, ধড়ে প্রাণ নাহি রহে,
বাদিয়া সাধিয়া আনি মায়।
অজর বজর তনু, হয়ে যেন রাম কানু,
এমনি বান্ধিয়া দিল গায় ॥
বাদিয়া সাধন করি বান্ধে রক্ষা মন্ত্র পড়ি,
রাম দামোদর দেখি হাসে।
দণ্ডবৎ করি মায় রাম দামোদর যায়,
যশোদা রোহিণী তার পাশে ॥
রহিয়া রহিয়া যায় ফিরিয়া ফিরিয়া চায়
জননী প্রবোধে বারে বারে ॥
শেখর শুনহ বোল কি লাগি করহ গোল,
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে ॥৩১॥

মাতৃ উন্মাদ—যথা

হিয়ায় আগুনি ভরা আঁখি বহে বসুধারা
দুঃখে বুক বিদরিতে চায়।

ঘর পর নাহি জানে   সে জনা চলিলা বনে
এ তাপ কেমনে সহে মায় ॥
আমার জীবন দুলালিয়া।
কি ধন নাহিক মোরা   বনে কেনে যাবে তোরা
রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ॥   (ধ্রু)
আগে পাছে নাহি মোরা   হাপুতির পুত তোরা
এ কার বুদ্ধি কেনা দিল তোরে।
দুধের ছাওয়াল হইয়া   বনে যাবে ধেনু লৈয়া,
কি দেখি রহিব আমি ঘরে ॥
ননি যিনি তনু খানি   অতি কোমলয়ে জানি,
সে ভয়ে সঘনে প্রাণ কাঁপে।
বাড়ল অনল পারা   বিষম রবির খরা
কেমনে সহিবে তার তাপে ॥
আর এক শুনি কথা   অসুর আছয়ে তথা
ছাওয়াল ধরিয়া ফিরে বনে।
সকল গোয়াল মিলি   আমারে কহিল কালি
সে কথা পড়িয়া গেল মনে ॥
কুশের অঙ্কুর বড়   সেলের সমান দড়
শুনিতে সিঞ্চিয়া পড়ে গায়।
শিরীষ কুসুম দল   জিনিয়া চরণ তল,
কেমনে ধাইয়া যাবে তায় ॥
রাণীর বিলাপ শুনি   হিয়া ব্যথা গুণমণি,
কুলবিধি মায়েরে বুঝায়।
বিষাদ না কর মনে,   ভয় কিছু নাহি বনে
ইহার সাথি এ শেখর রায় ॥৩২॥

মাতৃ সম্বোধন ॥

যথা রাগ

ধরিয়া মায়ের কর কহে রাম দামোদর
শুভ কাজে না ভাবহ দুঃখ।
আমার কুলের ধর্ম গোচারণ নিজ ধর্ম্ম,
করিতে পাই এ বড় সুখ ॥
হাবোলা গোয়াল জাতি শৃগাল দেখিত কতি
সে ভয় কহিল আসি তোরে।
ঘরের সমান বন চরাই সে ধেনুগণ
ঘরের সমান নাহি ডরে ॥
কেহ কোন কথা কহে সে সকল সাচা নহে
সপনেহ না শুনিবে কানে।
স্বরূপে কহিল কথা নিশ্চয় জানিহ মাতা
অসুর নাহিক আর বনে ॥
গোবর্দ্ধনে ধেনু মেলা করিয়া করিব খেলা
ধনিষ্ঠা যাইয়া সেই থানে।
তোমার ভোজন কথা আমারে কহিবে তথা
তবে সে করিব জলপানে ॥
শেখর শুনহ বোল কি লাগি করহ গোল
মায়েরে লইয়া যাও ঘরে।
যে জন চতুর হয় তাহারে বুঝাইলে নয়
বুঝিয়া সকল কাজ করে ॥৩৩॥

দূত্যং চাতুর্য্যং

নন্দের ঘরণী শুনহ কাহিনী
ত্বরিতে চলহ ঘরে।
রাই বিলম্ব হইলে জটিলা
বিষম জানি সে করে ॥

সাজিয়া কাছিয়া রাধারে লইয়া
যাউক তোমার লোকে।
জটিলা তোমার দেখিয়া বেভার
ভরসা বান্ধয়ে বুকে॥
কুটিলা কুমতি সদাই কুরীতি,
ছিদ্দ্র শ চাহিয়া বুলে।
বড় সে ধাউড়ি কথার বাউড়ি
কোণেতে বসিয়া তোলে॥
শুনিয়া বচন চলিলা ভবন,
কানুরে বিদায় দিয়া।
শেখর হাসিয়া নাগরে ধায়িয়া
রাইরে চলিলা হৈয়া॥৩৪॥

দিবা সপ্তদণ্ডে গোষ্ঠে গমনম্।

যথা রাগ

জননি বিদায় করি গোঠেরে চলিলা হরি
কহয়ে শুনহ আরে ভাই।
না যাইব কোন মাঠে চল সবে গিরি তটে
হাকারিয়া দেহ সব গাই॥
গোবিন্দ কুণ্ডের জল মনোহর সুশীতল
তৃণ সব আছে সুকোমল।
তাহে ধেনু নিয়োজিয়া খেলিব বুলিব ধাইয়া
দেখিবে কেমন সুশীতল॥
শুনিয়া বলাই সুখে শিঙ্গা দিল চাঁদ মুখে,
ধবলি সাঙলি বলি ডাকে।
পিশাঙ্গ মানিক শুনি বলি ডাকে গুণমণি,
ধেনু সব চালাইয়া হাঁকে॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বৎস পাছে ধায়
ঘাগর নূপুর করে ধ্বনি।

তরুণ তর্ণক মত তারা ভেল উনমত,
ধায়ল সে সব শব্দ শুনি ॥
উভ কর্ণ উভ পুচ্ছ ঘূর্ণিত নয়নে বৎস
ধাইয়া পশিল গোবর্দ্ধনে।
রাম দামোদর সঙ্গে ধায় শিশু সেই রঙ্গে
ধেনু ফিরাইল জনে জনে ॥
রাম কহে আরে ভাই এই খানে চরুক গাই
আইস ভাই সবে করি খেলা।
তৃণে নিয়োজিয়া ধেনু খেলা খেলে রাম কানু
সকল রাখাল হৈয়া মেলা।
কানু বোলে আরে ভাই খেলা খেল এই ঠাঁই
আসি আমি কানন দেখিয়া ॥
থাকিবে ভাইয়ার কাছে কেহ কোথা যাও পাছে
গিলিবেক অসুরে ধরিয়া ॥
শিশু পশু নিয়োজিয়া সুবল মঙ্গল লৈয়া
বাহির হইলা নট রায়।
কুসুম সরসী কুলে বসিলা কদম্ব মূলে
সময়ে শেখর রস গায় ॥৩৫॥
যদুরে পাঠাইয়া বনে যশোদা বিষাদ মনে
আসিয়া রাইরে করি কোরে।
দুঃখে আউলাইছে গা মুখে না নিঃস্বরে রা
বসন ভিজিয়া গেল লোরে ॥
গদ গদ স্বরে রাণী কহয়ে বিষাদ বাণী
ধরিয়া রাইর দুটি করে।
ধাতার মাথায় বাজ যেন হেন করে কাজ
সে ঘরে বিবাহ দিল তোরে ॥
কি আর কহিব সাধ সকলের পড়িল বাজ
দিনেক রাখিতে নারি তোমা।

এমতি কুমতি লোক জিয়ন্তে পড়য়ে পোক
তিলেক নাহি করে ক্ষমা ॥
বিবিধ মোদক আনি রাইর আঁচলে রাণী
দিল কত যতন করিয়া।
হিকুটি ফুলিয়া কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে
ধারা বহে মুখ বুক বাইয়া ॥
রাণীর করুনা শুনে পাষাণ গলয়ে জানি
সখী সব হিয়ায়ে ব্যথিত।
শেখর সময় জানি সম্বরিয়া নন্দরাণী
কহে রাই চলহ তুরিত ॥৩৬॥

যথা রাগ

কুন্দলতা সনে কথা কহে নন্দরাণী।
রাধারে লইয়া বাছা চলহ আপনি ॥
যতন করিয়া বধূ সোঁপিবে তাহারে।
কহিবে সকল কথা বিনয় বেভারে ॥
জটিলা তোমারে সদা করে পরতীত।
বুঝিয়া করিবে সদা যে হয় উচিত ॥
রাধিকা যে মত নিতি আইসে যায়।
ললিতা বিশাখা লইয়া করিবে উপায় ॥
রাণীর দেখিয়া রীত চতুর শেখর।
সঙ্কেত করিয়া রাইকে করয়ে সতর ॥৩৭॥

যথা রাগ

কানন গমন করল যব কান। ধনী সঞে সঙ্কেত মুরলী নিশান ॥
কলাবতী কৌশল কহনে না যায়। প্রণমতি রসবতী যশোমতী পায় ॥
অনুমতী মাগই অনুনয় করই। ব্রজপতি দম্পতি অনিমিষে হেরই ॥
গদগদ শবদে রাণী না কুরয়ে বাণী। গরগর অন্তর ঝরু ধনী পানি ॥
তুহু ধনী গুণমণি করলি পয়ান। আন্ধল ভৈগেলি হামারি নয়ান ॥

আকুলে অনুসরি আওলি দূর। কাতরে কমলিনী কহই মধুর॥
কাকুতি করি ধনী রাণী বাহুড়াই। কহ কবি শেখর ধরী চতুরাই॥৩৮॥

অনুরাগ।

সখী সাথে যায় পথে রাই বিনোদিনী।
বিষাদে বিকল হিয়া কহয়ে কাহিনী॥
এ নারী জনমে হায় কত কৈল পাপ।
সেই ফলে সদাই পাইয়ে মনস্তাপ॥
ননদিনী কুবাদিনী প্রতি বোলে ভাজে।
শাশুড়ি সঘন মোরে আঁখির ঠারে তাজে॥
স্বামী সোহাগে কভু না ডাকিল মোরে।
নিঃশ্বাস ছাড়িতে নারি দেবরের ডরে॥
পাড়ার সে পোড়ালোক দেখিয়া ডরাই।
আপনা বলিয়া ডাকে হেন কেউ নাই॥
পরাধীন হইয়া প্রেম কৈনু সুজনে।
জানিয়া শুনিয়া ঝাঁপ দিয়াছি আগুনে॥
কহ কবি শেখর রাই না করিহ ডর।
গোপতে ভুঞ্জিবে সুখ কি জানিবে পর॥৩৯॥

গ্রামহি যাবট জৈছন পাবক
তৈছন সব জন রীত।
পর চরচা বিনে আনহু নাহি জানে
না বুঝি কৈছন চরিত॥
সখি! ইহ কুলে ইহ ব্যবহার।
কুটিল কুমতি জন পিশুন পরায়ণ,
গলে ধরু নিন্দুক হার॥ ধ্রু
নিজ নিজ যশ গুণ ঘোষয়ে পুনঃ পুনঃ,
কেহো কাহো হিত নাহি মানে।
হামারি করম ফলে বিহি বান্ধি হাতে গলে
সোঁপলি তাকর থানে॥

জনমে জনমে কত পাপ কৈনু শত শত
সে সব ভেল আগুসারি।
জনমিয়া ইহ পুরি মানুষ আকার ধরি
জীবন বধই হামারি॥
নারী জনম করি কিয়ে বিধি সিরজিল,
তছু পর কুলবতী বাদ।
তারে রূপ যৌবন এক না হয়ে উন,
আর তাহে প্রেমক সাধ॥
পায়ে পায়ে কণ্টক শেলহ সঙ্কট
কৈছে নিভয়ে নাহি জান।
ঐছন কো হয়ে আপন জানিয়া মোহে
দুই দিকে রাখুক সমান॥
কহিলে জানিতু যব এত দুঃখ পায়ব,
তব কাহে করব নেহ।
রায় শেখর বাণী ভবনে চলহ ধনী,
কাহে এত করহ সন্দেহ॥৪০॥

অষ্টম দণ্ডে রাধিকায়াঃ নিজভবনে গমনং।

ধনী কুন্দলতা বিশাখা ললিতা,
রাইরে আপন ঘরে।
রাধিকা রতন করিয়া যতন,
সোঁপিল বুড়ির করে॥
বিবিধ ভূষণ বিচিত্র বসন
দেখিয়া বধূর অঙ্গে।
সাদরে আদর সরিয়া সভার
বসয়ে আপন সঙ্গে॥
শুন কুন্দলতা কহি সব কথা
যশোদা আমার ঝি।

এ ঘর সে ঘর সকল তাহার,
নিশ্চয় করিয়াছি ॥
না দেখি নয়নে না শুনি শ্রবণে,
বসিলে উঠিতে নারি।
শরীর অচল সদাই বিকল,
না জানি কখন মরি ॥
দেবতা আশিষে থাকুক হরিষে,
কোলের কোঙর লঞা।
গোধন পালন করুণ সঘন,
জনম আইয়াতি হঞা ॥
শুনিয়া উত্তর চতুর শেখর
বিনয়ে কহয়ে বাণী।
তোমার চরণ চরিত চলল,
সঘন জপয়ে রাণী ॥৪১॥

শ্রীরাধিকা রাগ বিভঙ্গ—যথা।

চতুর রঙ্গিণী রাধা সখীগণ সঙ্গে।
যুকতি করিয়া করে বুড়ি সনে রঙ্গে ॥
অবনত বদনে বসিলা তার কাছে।
বধূরে বিরস দেখি বুড়ি ঘন পুছে ॥
আজি কেন তোমারে এমন পারা দেখি।
বদন অরুণ আর ছলছল আঁখি ॥
কেবা কি বলিল তোরে কেনে বা এমন।
আমার শপতি লাগে কহিবা এখন ॥
শাশুড়ি সরস দেখি কহে বিনোদিনী।
আপনার করম ফল ভুঞ্জয়ে আপনি ॥
কে মোর আপন বটে কাহারে কহিব।
যে যত কহে তাহা সকলি সহিব ॥

সহজে চক্ষুর বালি হইয়াছি সভার।
এমনি পাড়ার লোক করয়ে খাখার॥
আপন মাথার কেশ না জানি বান্ধিতে।
তাহাতে পরের ঘরে যাইব রান্ধিতে॥
বড়ারি বহুবারি আমি বড়ারি ঝিয়ারি।
কুলবধূ হৈয়া ইহা করিতে না পারি॥
শেখর সরস করি রাইরে বুঝায়।
এ বোল বলিতে ধনী তোরে না জুয়ায়॥৪২॥

তথা জরতী

জটিলা ভুলিল রাইর বোলে।
বোধয়ে বধূরে করিয়া কোলে॥
কি বোল বলিলে রাজার ঝি।
যশোদা শুনিলে বলিবে কি॥
কত-না আদর করয়ে মোরে।
বিবিধ ভূষণে ভূষিল তোরে॥
তোমারে বাছনি বলিব কি।
জানিবে যশোদা আমার ঝি॥
কি ধন নাহিক তাহার ঘরে।
কতেক রান্ধনী রাখিতে পারে॥
তাহার আমার একই ঘর।
তারে কি জানয়ে আমার পর॥
গণক গণিয়া কহিল তারে।
রাধিকা রান্ধিব তোমার ঘরে॥
তোমার তনয় ভুঞ্জিব তায়।
আয়ু যশ বল হইব গায়॥
তাহে বিহি যদি এমন হৈল।
মোর ভাগ্য ফলে এ সব ভেল॥

আপন ঘরের করিতে কাজ।
তাহাতে আমার কিসের লাজ ॥
ইহাতে কে জন কহিবে কথা।
মাথার উপর হইয়াছে মাথা ॥
ও মোর বাছনি তোলহ মুখ।
আয়ান শুনিলে পাইবে দুঃখ ॥
আসিবে যাইবে রাণীর কাছে।
শেখর সঙ্গতি কি ডর আছে ॥৪৩॥

মল্লার।

বুঝায়া বধূরে কহয়ে সতরে,
দেব পূজিবার তরে।
খেনেক শয়ন কর সব জন,
অলস করহ দূরে ॥
পূজন সাজন কর জনে জন,
তাহাতে দেবতা পূজি।
কর্পূর চন্দন বিবিধ পক্কান্ন,
পাঁচ ফুলে ভর সাজি ॥
দেবতা ভবনে থাকিবে যতনে
লইয়া আপন সখী।
পূজন লাগিয়া যতন করিয়া
বটুরে আনিবা ডাকি ॥
জটিলা বচনে সব সখীগণে,
শয়ন করল আসি।
শেখর সে বেলি বোলে ভালি ভালি
রাইরে বাখানে আসি ॥

নবম দণ্ডে কৃষ্ণ উদ্দেশ।

যথা রাগ

রাধিকা রূপসী লইয়া তুলসী
কহয়ে মধুর কথা।

কানন গমন করহ এখন
নাগর শেখর যথা ॥
সময় বুঝিয়া সরস হইয়া,
মিলিবে নাগর কান।
চতুর নিকটে কহিবে কপটে,
রাখিবে আপন মান ॥
তুলসি উলসি মনেতে হরষি
চললি রাই বোলে।
করিয়া যতন পুরুষ রতন
মিললি সরসী কূলে ॥
দেখিয়া তুলসী নাগর উলসী
যতনে কানাইয়া কাছে।
আনন্দ পাইয়া সরস হইয়া
সম্বাদ সকল পুছে ॥
এ ধনী চতুর না কর চাতুরী
আমার শপতি তোরে।
রাধার কুশল, কহিয়া সকল,
শীতল করহ মোরে ॥
সে যে বিনোদিনী দিবস রজনী,
অন্তরে খেলয়ে মোর।
শুতিয়ে স্বপনে দেখিয়ে সে জনে,
শপতি করিয়ে তোর ॥
তুলসী চতুরা কহয়ে মথুরা,
কাতর দেখিয়া কান।
তুলিয়া তাহারে বলিলা সত্বরে
রাখিয়া আপন মান ॥
বিরা বৃন্দা আসি রাইরে সরসি
সাজলি আপন মনে।

করি সমাপন আসিতে ভবন,
তুলসি মিলিলা বনে ॥
হাস পরিহাসে রাইর আবাসে
আইলা সকল সখী।
শেখর সহিতে বারতা শুনিতে
সজল রাধার আঁখি ॥৪৫॥

ধানশী।

তুলসী বচনে সব সখীগণে,
দেব পূজিবার তরে।
বিধি অগোচর নানা উপহার,
পূজন ভাজন ভরে ॥
চিনি ফেনি কলা মথনী রসালা
পিয়ড়ি কদম্বা তিলা।
পুরি পুয়া গুঞ্জা পেড়া সর ভাজা,
রাধিকা করিয়া ছিলা ॥
অমৃত কেলিকা আদি সে লড্ডুকা
এ সুপ মগধ ঝুরি।
দেবতা পূজনে করিল যতনে
শাকরা মিঠরি খিরি ॥
অগৌর চন্দন ভরিয়া ভাজন,
সুগন্ধি ফুলের মালা।
অতুল অমূল কর্পূর তাম্বুল
সাজল সকল ডালা ॥
সঙ্গিণী রঙ্গিণী রূপ তরঙ্গিণী
বসিয়া মন্দির মাঝে।
মদন মোহন মোহিতে যতন
করিলা রাইক সাজে ॥

সভারে সত্বর করিল শেখর
দেখিয়া উছল বেলা।
জটিলা চরণ, করিয়া বন্দন,
চলিলা সকল বালা ॥৪৬॥

দশ দণ্ডে দিবা অভিসার।

যথা কামোদ।

তপনক তাপে তপত ভেল মহীতল
বালুকা দহন সমানে।
চঢ়ল মনোরথে ভামিনী চলু পথে
তাপ তপন নাহি মানে ॥
হরি হরি প্রেমক গতি অনিবার।
নবীন যৌবন ধনী চরণ কমল জিনি
তবহুঁ চললি অভিসার ॥ ধ্রু
কুল গুণ গৌরব সতী যশ সৌরভ
তৃণ করি না মানয়ে রাধে।
মন মাহা মদন মহো দধি উছলল
ডুবল কুল মরিয়াদে ॥
কত শত বিঘিনি জিতল অনুরাগিণী
সাধন মনোমথ তন্ত্র।
গুরুজন নয়ন পাপগণ করিতে
পাঠ করয়ে মণিমন্ত্র ॥
কেলি কলাবতী কুসুম সরসীকুলে,
কৌশলে করল পয়ান।
যত ছিল মনোরথ সব ভেল অনুরথ,
ইহ কবি শেখর গান ॥৪৭॥

ততো ভাবোন্মাদ যথা—

যথা রাগ

হেম যূথি দেখি তথি তমালের গায়।
তাহা দেখি তরল আঁখি বক্র করি চায় ॥

অরুণ মুখী ডাকি সখী বোলে দেখি কি।
কানু কোলে বসি খেলে কেমন রাজার ঝি ॥
মোরে দেখি পাটা বুকী না করিল ডর।
পর পুরুষে রস বরিষে ছাড়িতে নারে ভর ॥
পরের বোলে যেজন ভুলে কি বলিব তারে।
চড়িয়া গাছে, ভ্রুকুটি নাচে জীউ হারাবার তরে ॥
শেখর রুষি, কহে হাসি ধনী আগোয়ান।
তমাল কোলে লতা দোলে আনে বোলে আন ॥৪৮॥

দশ দণ্ডে মিলনোৎকণ্ঠা।

ভাটিয়ারী

কাননে কাতর কুলবতী রাই। চকিত নয়নে দশদিগ চাই ॥
কোকিল কলরবে বিকল পরাণ। গুণি গুণি ভাবিনী ভেলি নিদান ॥
উঘসি উঘসি খলি খলি পড়ু লোর। গদগদ কণ্ঠ শবদ ঘন ঘোর ॥
ঐছল আয়লি তপনক গেহ। পূজা উপহার তহিঁ রাখলি কেহ ॥
তহিঁ পরণাম করি বৈঠলি মন্দ। সখীগণ কৌতুকে করু কত ছন্দ ॥
উতপত তেজই দীর্ঘ নিশ্বাস। ক্ষেণে রোদন করু খেনে করু হাস ॥
কহে কবি শেখর শুন সুকুমারী। কাহে লাগি কাতর আসব মুরারি ॥
তথা ত্রয়োদশদণ্ডে কৃষ্ণোৎকণ্ঠা। [৪৯॥

সুহই

কুসুমিত কাননে কাতর কান।
কামিনী লাগি করত অনুমান ॥
কি কহব কহ মোরে সুবল সঙ্গতি।
কলাবতী কাহে অবধি করু অতি ॥
দারুণ গুরুজন কিয়ে করু বাধা।
কিয়ে লাগি মানিনী ভৈগেলি রাধা ॥
তপনক তাপে ছলই না পার।
গুরুয়া নিতম্বিনী উচকুচ ভার ॥

স্বজন সহিতে কিয়ে বায়ল নেহ।
ইথে জানি সে ধনী না তেজিলা গেহ॥
বিপদ সম্পদ কিয়ে বুঝই না পারি।
কৈছন বঞ্চয়ে সো সুকুমারি॥
বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত।
শেখর সহ ধনী মিলব একান্ত॥৫০।

ভাটিয়ারী

বিরা বৃন্দা তথি বোধি রসবতী,
গিরি কন্দরে যায়।
মাধব মাধবী লতায়ে বসিয়া,
দূরেতে দেখিতে পায়॥
হেরি বিরা বৃন্দা সুবল সানন্দা
মঙ্গল বিলাস হাসে।
মদন মোহন পাইয়া চেতন,
সুখের সায়রে ভাসে॥
তাহারে লইয়া আদর করিয়া
বসায় আপন কাছে।
রাইর কুশল কহত সকল,
সজল নয়নে পুছে॥
বিরা কহে কান কর অবধান
কি পুছ তাহার তরে।
রাইর স্বজন করিয়া ভর্ৎসন,
রুষিয়া রাখিল ঘরে॥
শুনিতে কাহিনী কি হৈল না জানি,
বিষাদে নাগর ভোর।
বিরার বদন নিরখি সঘন
নয়নে ভরল লোর॥

সে বলি শেখর আসিয়া সত্বর
কহয়ে নাগর রাজে।
রমণী মোহন না তোলে বদন
বাঢ়ল অধিক লাজে ॥৫১॥

ততো সুন্দর শান্তি যথা—

বৃন্দা কহে কান কর অবধান,
নাগরি সরসী কূলে।
দেবতা পূজনে আনিলু যতনে
দেখহ বকুল মূলে ॥
হেন দেখ আর কুরঙ্গ তোমার,
পায়ল রঙ্গিণী সঙ্গ।
তাণ্ডবী দেখিয়া তাণ্ডব ছুটল,
উঠল মদন রঙ্গ ॥
চকোর আসিয়া চকোরী মিলল
সারিকা মিলল শুক।
নাগরী আসিয়া নাগরী মিলল,
ঘুচাহ মনের দুঃখ ॥
বিরা বৃন্দা তথি করিয়া যুগতি
সুবল মঙ্গল লঞা।
কদলী কানন করল গমন,
মাধব ইঙ্গিত পাঞা ॥
কারণ কহিয়া তাহারে রাখিয়া
কানন দেবতি যায়।
মাধব আসিয়া মাধবী মিলিলা
সঙ্গতি শেখর রায় ॥৫২॥

চতুর্দশ দণ্ডে মিলনং যথা—

সারঙ্গ

দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ধন্দ।
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ্র ॥

চিত্র পুত্তলী জনু রহুঁ দুহুঁ দেহ।
না জানিয়ে প্রেমকি কেমন তাছু নেহ॥
এ সখি! দেখ দেখি দুহুঁক বিচার।
ঠামহি কোই কাহু লখই না পার॥
ধনী কহে কাননময় দেখি শ্যাম।
সো কিয়ে গুণের মধু পরিণাম॥
চমকি চমকি উঠি নাগর কান।
প্রতি তরু তলে দেখে রাই সমান॥
দুহুঁ দোহাঁ যবহুঁ নিচয় করি জান।
দুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল প্রেমক বাণ॥
দুহুঁ দোহাঁ মিলল বাহু পসারি।
দুহুঁ সুখে মাতল সব কুলনারী॥
দুহুঁ লেই বৈঠল বকুলক ছায়।
অগুরু চন্দন কেহো দেই দুহুঁ গায়॥
দুহুঁ পাদ পঙ্কজে কোই দেই নীর।
কেহ বীজন সেই পাতল চীর॥
কেহ আসি ধোয়াওল দুহুঁ মুখ চন্দ।
লাজে মদন হেরি রহ লহুঁ ধন্ধ॥
মধু মতি মধু লই করল পয়ান।
কনক বেলি ভরি দুহুঁ করু পান॥
দুহুঁ অঙ্গে বিকশিত বিবিধ বিকার।
মাতল মনমথ লাজ কি আর॥
দুহুঁ মেলি বৈঠলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
দুহুঁ গুণ গাওত মধুকর পুঞ্জে॥
রাধা মাধব করি এক ঠায়।
দুহুঁ রূপ নিরখয়ে শেখর রায়॥৫৩॥

পঞ্চদশ দণ্ডে হিন্দোল লীলা। যথা—

জয়জয়ন্তী

কানন দেবতী বৃন্দা সখী তথি
রাইর সরসী কূলে।
বিচিত্র ঝুলনা করল রচনা
সুখদ বকুল মূলে॥
ঝুলনা উপরি নাগর নাগরী
আসিয়া বসিল রঙ্গে।
ঝুলার ঝুলনা সকল ললনা
মদ গদ ভরি অঙ্গে॥
ঝুলনা ঝমকে রাধিকা চমকে
তা দেখি নাগর ডরে।
হাঁসিয়া হাঁসিয়া বাহু পসারিয়া
ধনীরে করল কোরে॥
রসবতী লৈয়া কোরে আগোরিয়া
ঝুলয়ে রসিক রায়।
সহচরী গণ ঝুলয়ে দ্বিগুণ
সুস্বরে পঞ্চম গায়॥
ঝুলনা ধরিয়া মধুর করিয়া
কহয়ে শেখর রায়।
দেবতা পূজিতে চলহ তুরিতে
দিবস বহিয়া যায়॥৫৪॥

তত্র ভ্রমণং। যথা—

সুহই

ঝুলনা হইতে নামিলা তুরিতে,
গগনে নিরখি বেলা।
ফুল তুলিবারে চলিলা সত্বরে
সকল আহিরী বালা॥

ভরি ফল ফুলে শাখা সব লোলে,
আসিয়া পরশে মূলে।
সখি সব মেলি করিয়া ধামালি,
তোলয়ে বিবিধ ফুলে॥
সকল কানন মণির বন্ধন,
পরাগে পূরিত বাট।
করি মধু পান অলি করে গান,
ময়ূর ময়ূরী নাট॥
সুগন্ধি করবি তোলয়ে গরবী,
অশোক কিংশুক জবা।
এ থল কমল তোলল সকল
দিনমণি জিনি আভা॥
জাতী যূথী তথি তোলল যুবতী
মল্লীকা মালতী চাঁপা।
পুন্নাগ কেশর তোলল নাগর,
গঢ়ল বিনোদ ঝাঁপা॥
রসের নাগর গুণের সাগর,
কুসুম রচনা করে।
হাঁসিয়া হাঁসিয়া আইলা লইয়া
রাইরে দিবার তরে॥
ভুজ যুগ তুলি রাই সুবদনী
তোলয়ে লবঙ্গ ফুল।
রসিক শেখর হইলা কাতর,
দেখিয়া ভুজের মূল॥
ফুল ঝাঁপা লৈয়া আকুতি করিয়া
রাইর নিকটে আসি।
ধনীর অঞ্চলে দিলেন বিভোলে
ফুলের সহিতে বাঁশী॥

পাইয়া মুরলী রাধিকা সে বেলি,
রাখলি বিশাখা পাশে।
বিশাখা যতনে করিল গোপনে
শেখর দেখিয়া হাঁসে ॥৫৫॥

দিবা ষোড়শ দণ্ডে বংশীহরণং।

সখীগণ মেলি লইয়া মুরলী
চললি দেবের ঘরে।
নাগর শেখর পড়িলা ফাঁপর
নাহিক মুরলী করে॥
লাজে লাজাওলি না দেখি মুরলী
রাইর বদন চায়।
রাধিকা চতুরী করিয়া চাতুরী
সখীর নিকটে যায়॥
মদন মোহন পাইয়া চেতন
সুথির করিল চিত।
মুরলী হরণ রাইর কারণ
গগনে বুঝিল রীত॥
রাই রসবতী সখীর সঙ্গতি,
মুরলী করিল চুরি।
রঙ্গ বাড়াইতে শেখর সহিতে
নাগরে কহিল ঠারি ॥৫৬॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া নাগর আসিয়া
ধরিল ধনীর করে।
সে সব আটব দেখিতে সাটব
রাধিকা ডরলি ডরে॥
ভয়ে ভীত বালা, গেল সব কলা,
মুখে না নিঃস্বরে রা।

হিয়া দুলু দুলু চাহে ঢলু ঢলু,
এলাইল সকল গা ॥
হেরিয়া লক্ষণ নাগর তখন
ধনীরে ধরল চোর।
মাগয়ে মুরলী উকট কাঁচলি,
মদনে হইয়া ভোর ॥
ধনী কহে কান কর অবধান,
ললিতা লইল বাঁশী।
তোমারে চঞ্চল দেখিয়া সকল
রমণী করয়ে হাঁসি ॥
রাইর বচনে চলিলা তখনে
মদন মোহন রায়।
ললিতা জানিয়া কহয়ে ধরিয়া
মুরলী বিশাখা ঠায় ॥
ললিতা বচন শুনিয়া তখন
বিশাখা বিষাদে বোলে।
তোমার মুরলী দেখিনু এ বেলি
চম্পক লতার কোলে ॥
শুনিয়া বচন তরা সে তখন,
কহয়ে চম্পকলতা।
তুঙ্গ বিভা পাশে মুরলী রাখিয়া
ইন্দুলেখা গেল কোথা ॥
চিত্রা চমকিতা চলিলা তুরিতা
দেখিয়া এ সব রঙ্গ।
রঙ্গ দেবী পাশে বসিলা তরাসে
সুদেবী করিয়া সঙ্গ ॥
নাগর শেখর না পায় ঠাহর
সভারে ধরিয়া চালে।

সকল যুবতি করিয়া যুগতি,
বসিল মাধবী মূলে ॥
হাঁসি কুন্দলতা রুষি কহে কথা
শুনহ নাগর রাজ ।
তরল বাঁশের শুকান কাঠের
তাহাতে কাহার কাজ ॥
ফোরা কাঠ খানা কি তার ভিয়ানা
কহিতে না বাস লাজ ।
মাগহ আমারে দিব যে তোমারে,
যদি বা থাকয়ে কাজ ॥
ধনির বচন শুনিয়া তখন
কহয়ে শেখর রায় ।
শুনহ নাগর না হও কাতর
মুরলী ধনীর ঠায় ॥৫৭॥

পঠ মঞ্জরী ।

এ ধনী সুন্দরী কি কহব তোয় ।
দেহ মুরলী ধনী রাখহ মোয় ॥
যতদিন জীয়ব নাগর কান ।
ততদিন গায়ব তুয়া যশ নাম ॥
মুরল বিহনে মোর তনু ভেল ভার ।
শীতল মনমথ মুরলীক তার ॥
সো গুণময় বাঁশী কাহে লাগি গেল ?
হা হা বিহি মোরে এত দুঃখ দেল ॥
হেরইতে কানুক সহিনু তাপ ।
শশীমুখী হৃদয়ে উঠে ভয় কাঁপ ॥
ধাধসে ধনী ধরু নাগর পানি ।
ইঙ্গিতে শেখর বাঁশী দেয়ল আনি ॥৫৮॥

পাইয়া বাঁশী নাগর হাঁসি বসিল সভার পাশে।
সকল রাণী রঙ্গ সঙ্গিনী গাল মুচকি হাঁসে॥
বন দেবতী আসিয়া তথি কৈল অনুমান।
বদন শুখা দেখিয়া ভুখা দিল মধু পান॥
হঞা শীতল কামে বিকল কান কামিনীর মন।
মদন কলা পাইয়া বালা পাঞা বিরল বন॥
চতুর সখি দোঁহায় রাখি কেলিবিলাসের ঘরে।
ছলনা করি, আইলা সারি, ফুল গাথিবার তরে॥
ভর যুবতী পাইয়া তভি, নাগর কৈল কোলে।
মদন দুঃখি, শেখর সুখী তিতিল আঁখির জলে।৫৯॥

অথ রতি ক্রীড়া

ধানশী

নাগর নাগরী কেলী বিলাস। হেরইতে মনমথ লাগল তরাস॥
বিনোদিনী চুম্বয়ে নাহ বয়ান। মদন মহোদধি ভরি পাঁচ বাণ॥
উনমত মনমথ গেয়ো সব লাভ। নূপুর কিঙ্কিণী কঙ্কন বাজ॥
বিলসই মাধবী মাধব সাধে। অখণ্ড পীযূষ রসে না পড়ল বাদে॥
শ্রমজলে পূরল দোঁহাকার গায়। বীজন বীজই শেখর রায়॥৬০॥

জলক্রীড়া

যথা রাগ

তুহুঁ রসে বশী। সমাপল হাসী॥
রতি রণ রঙ্গে। শ্রম ভেল অঙ্গে॥
গাঁথিয়া ফুল মালা। মিলি ব্রজবালা॥
জল কেলি সাধে। চলু ধনী রাধে॥
উত্তরল তীরে। পহিরল চীরে॥
যুবতী সমাজে। শোভে যুবরাজে॥
সভে একতানে। করিল মধু পান॥
সরসী সলিলে। পসিলীক শীলে॥

করিণীক সঙ্গে। করিবর রঙ্গে॥
তুহুঁ তুহু মেলি। করু জল কেলি॥
সখীগণ নিপুণা। বেঢ়ল হঠিনা॥
কেহো দেই নীরে। কেহো লেই চীরে॥
কেহো দেই তালি। কেহো বোলে ভালি॥
কানু মুখ মোরি। জল দেই জোরী॥
কেহো কেহো হারি। কেহ দেই গারি॥
ভাজি ভাজি দূরে। চমকি নেহারে॥
কানু করে বেঢ়ি। ধরল কিশোরী॥
সলিল অগাধা। লেই চোরি রাধা॥
কানুক অঙ্গে। ভাসত সঙ্গে॥
পাতল চীরে। বেকত শরীরে॥
নিরখিতে কানে। হানে পাঁচ বাণে॥
ধনী করি বুকে। চুম্ব দেই মুখে॥
ধনী কুচ জোরা। হাসি দেই মোরা॥
হরি পুরি সাধা। আনলি রাধা॥
রাখলি তীরে। থোরই নীরে॥
পদুমিনি ঠারে। চললি বিহারে॥
কমলিনী ঠায়ে। মিললি শ্যামে॥
সখীগণ মেলি। করু কত কেলি॥
করি পরিহাসে। বিবিধ বিলাসে॥
সভে উঠে তীরে। পহিরলি চীরে॥
নাগর সঙ্গে। চলু সভে রঙ্গে॥
কিয়ে ভেল শোভা। শেখর মন লোভা॥৬১॥

সপ্তদশদণ্ডে সূর্য্য পূজা॥

সারঙ্গ

কুসুমিত কুঞ্জে কল্পতরু কানন,
মণিময় মণ্ডপ মাঝ।

আনি কলাবতী সব জন সঙ্গতি,
করি লেই পুজন সাজ ॥
কুঙ্কুম চন্দন, কেশর অনুপম
চম্পক মালতী মালা।
বহুবিধ বন ফল নীর সুশীতল,
বহু উপহার রসালা ॥
ভানু ভবনে ধরি রাখল সারি সারি
দধি ঘৃত রতন প্রদীপে।
সহচরী মেলি, কেলি কলাবতি,
বৈঠল দেব সমীপে ॥
নিজ রসে ভাসি, হাসি ধনী বোলই
শুনহ কানন দেবী।
দেব পূজন বিধি, যে জন জানয়ে,
তাহাকে আনয় সেবি ॥
রাইক চিতরীত জানি শেখর,
যাই মিলল বটু পাশে।
বচন বিশেষ, সেই মধুমঙ্গল,
আওলি দেব আওয়াসে ॥৬২॥

যথা রাগ

গলে পাটা ভালে ফোটা কেশাকশি করে।
ছোট কাছা, মোটা কোঁচা, কটি আটি পরে ॥
লঞা পুথি, হঞা যতি আনিয়া দেবের ঘরে।
পূজার সাজে, দেখি দ্বিজে, মন সল্ সল্ করে ॥
নিরখি লাড়ু, হরখি বড়ু, বোলে বার বার।
আই সভে পূজহ দেবে রহিতে নারি আর ॥
হেরি বটু, করি চাটু, সুখে সুধা মুখি।
নাগর পানে, চায় সঘনে, বটু কটু দেখি ॥

করি যতন, ধরি আসন, বটু বসাইলা।
রাইর সঙ্গে, রস রঙ্গে, মোদক দেখাইলা॥
অথির জানি বিনোদিনী মোদক দিলেক করে।
আসন বসন, ভূষণ দিয়া বটুরে বরণ করে॥
ছন্দ ধরি, রঙ্গ করি, কহে কুন্দলতা।
ভানু কোলে, কানু খেলে, এ সে ভাল কথা॥
নষ্ট লোকে, স্পষ্ট কথা, কহিল বুড়ির কানে।
রুষ্ট হঞা, তুষ্ট মাগি, আইল পূজার স্থানে॥
সভে মেলি, করে কেলি, বসি দেবের ঘরে।
দেখিয়া বুড়ি, শেখর সারি, সভায় সত্বর করে॥৬৩॥

শ্রীরাগ

আয়ান চতুর বড়, সদা মাথা ঠাড়।
মায়ের সনে, আইল বনে, করিতে কথা দড়॥
হরিষ বিষাদে মনে, ভাল মন্দ নাহি গণে।
রাইর রীতি বুঝিতে তথি, বসিলা মণ্ডপ কোণে॥
বুড়ি আড়ে জানি, ভয়ে ভীত ভেল ধনি।
গায়ের বসন খসয়ে সঘন, না বহিরয় বাণী॥
বিপদ্ অতি ভারি, কহে সকল নারী।
গোপত কথা বেকত হইল, এবে কিবা করি॥
রাধিকা কাতর ডরে, মনে সে বিচার করে।
এ-মত মতি দেখিলে পতি না-জানি কি করে॥
বটু বোলে শ্যাম, এ-কি অনুপাম।
আয়ান ভেড়ে পালাক দৌড়ে, ঐছে করহ কাম॥
কানু ভানু হইয়া, ফুলের ভিতর বৈয়ে।
যখন যেমন তখন তেমন কহে কথা রৈয়ে॥
শুন রাধা সতী কেনে কর স্তুতি।
বুড়ির পাপে জালিব তাপে, মারিব তোমার পতি॥

কোলের কুমার তার গাই ভঞ্জিসা আর।
ঝি জামাতা, আনি হেথা, করিব ছারখার॥
বটু চাটু করে বসি দেবের করযোড়ে।
বেদ পড়ে দেব মানাবার তরে॥
দেব দিনমণি তোরে আমি ভাল জানি।
স্তুতি পাঠে গলা ফাটে শুন মোর বাণী॥
রাধা সদা তোর, ভয়ে ভেল ভোর।
দয়া করি রাখ নারী এই মিনতি মোর॥
কুন্দলতা ধনী, সদা বিনয়া খনি।
রাধার তরে হিয়া ঝুরে, সেবে গুণমণি॥
ধনী যিনি হৈয়া, গলে বসন দিঞা।
দেব নিকটে নিষ্কপটে রহে দাঁড়াইঞা॥
শেখর মাগে বর শুন দিবাকর।
সে না বুড়ি মরুক পুড়ি, রাখ রাধার ঘর॥৬৪॥

বড়ারি

কর যুড়ি কহে ধনি, শুন দেব দিনমণি,
জনম সেবন কৈনু তোর।
ধন জন পরিবার সব হব ছারখার,
এই সে কপালে ছিল মোর॥
দিনমণি কর অবধান।
পতি যদি মরি যাবে তবে মোর কিবা হবে
কোন কাজে রাখিব পরান॥ ধ্রু
দেবর ননদ মোরা বাসে যেন আঁখির তারা,
শাশুড়ি সোহাগ করে সদা।
এ সব মরিয়া যাবে, আমারে দেখিতে হবে
এ তাপে কেমনে জীবে রাধা॥
বিষাদে বিষণ্ণ মন ডাকে সতী নারায়ণ
বটু চাটু করে তাঁর পাশে।

রাধার বদন দেখি, বিকল হইল সখী
বিকট কপট দেব হাসে ॥
ধীর বিনয় শুনি কহে দেব দিনমণি,
প্রসন্ন হইনু তোর তরে।
ধনে জনে পূর্ণা হৈয়া থাক সতী পতি লৈয়া
আপদ নহিব তোর ঘরে ॥
দেব দয়াময় দেখি আনন্দ হইল সখী
ধনী বৈস আসন ভিড়িয়া।
নাগর মোহিনী ধনী পূজে দেব দিনমণি,
বটু দেই স্থমন্ত্র পড়িয়া ॥
ধূপ-দীপ-গন্ধ-মালা দিয়া দেব পূজে বালা,
আর কত শত উপহার।
বটু সুখে মন্ত্র পড়ে, সঘনে হুঁঙ্কার ছাড়ে
দেখি বুড়ি হইল চমৎকার ॥
নানা উপহারে ধনী পূজা কৈল দিনমণি,
অবশেষে মাগে এক বর।
যদি হৈলে অনুকূল পড়ুক মাথার ফুল
তবে সে ঘুচয়ে মন ডর ॥
হাঁসি দেব মাথা নাড়ে ঝর ঝর ফুল পড়ে
হুলা-হুলি দেয় নারীগণে।
দেখিয়া দেবের মুখ, বাঢ়ল সভার সুখ,
আশিষ মাগয়ে জনে জনে ॥
সব শিরে দিয়া হাত বটু করে আশীর্ব্বাদ,
জনম আইয়তি হৈয়া থাক।
এই দেব নিরঞ্জন পুরল সভার মন,
নৈবেদ্য প্রসাদ কিছু চাখ ॥
বসনে বান্ধিল সব, না রাখিল এক লব,
লইয়া চলিল আনবনে।

হিয়ায় সামাইল ডর, কাঁপে বুড়ি থর থর,
আয়ান আসান পাইল মনে ॥
পুত্রেরে ঠারিয়া বুড়ি পালাইলা গুড়িগুড়ি,
পথ-বিপথ নাহি মানে।
উলটি পালটি চায়, বসন না রহে গায়,
আয়ান আশঙ্কা পাইল মনে ॥
দোঁহে ঘর আসি বৈসে, রাইকে সে প্রশংসে
মাথায় আঘাত সদা মারে।
নিষেধ করিল মায়, এ কথা না কহ কায়
ঘরে আইলে মানাইয় সবারে ॥
সভারে শেখর কয় আর কিছু নাহি ভয়,
মোর বোলে কর পরতিত।
বিলাস মন্দিরে চল কৌতুকে পাশাক খেল
সভাই সুস্থির কর চিত।৬৫॥

দিবা অষ্টাদশ দণ্ডে পাশক খেলা।

ভানু ভবনে করি বহুবিধ রঙ্গ।
নাগর-নাগরী যায় সখীগণ সঙ্গ ॥
মরকতমণি ঘরে সুখদ আসনে।
পাশায় আসক হৈয়া বসিলা যতনে ॥
রাই কানু বেড়িয়া বসিলা সখীগণে।
অতুল রহস্য হাট পাতিল মদনে ॥
নাগর কহয়ে রাই শুনহ বচন।
যদি বা খেলিবে পাশা আগে কর পণ ॥
এই সে খেলার রীত সুধাহ সভারে।
তুমি আমি নাহি ইহা বিদিত সংসারে ॥
ধনী বোলে কর পণ মুরলী তোমার।
আমার হৈল পণ গজমতি হার ॥

কানু বোলে কিবা পণ করিলা বিনোদিনী।
খেলার এমন পণ কোথাও না শুনি॥
পাশক খেলার পণ শুন রসবতী।
শতেক চুম্বন দান ইহার উচিতি॥
মো যদি হারিয়ে পণ আগে দিব তোরে।
তুমি সে হারিলে দিবে এই যে বিচারে॥
পণ শুনিয়া রাধা কহয়ে বারে বার।
যে খেলিবে খেল মুই না খেলিব আর॥
কুন্দলতা কহে ধনী না খেলিবে কেনে।
উত্তম হইয়া পণ খেল দুই জনে॥
ললিতা কহয়ে কানু কর অবধান।
হারিলে চুম্বিবে তুমি ভৃঙ্গীর বয়ান॥
রাধিকা হারিলে দিবে গজমতী হার।
নহে বা আমরা তাহা করিব বিচার॥
ললিতার কথায় হাসিয়া রসবতী।
খেলার বিনোদ পাশা নাগর সঙ্গতি॥
পাটির উপরে সারি পাতিল বিশাখা।
ধরিল পাশার পাটি সুন্দরী রাধিকা॥
কহে কবি শেখর শুন সখীগণ।
জয় পরাজয় দেখ হইয়া মহাজন॥৬৬॥

সারঙ্গ

কর যুড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটি।
পড়িল সরস দান চালাইলা গুটি॥
সাটোপ করিয়া পাটি ফেলিল নাগর।
পড়িল নীরস দান পড়িল ফাঁপর॥
রাই উঠাইয়া পাটি ফেলে আরবার।
জিনিনু জিনিনু বলে বার বার॥

রুষিয়া ফেলিল পাটি রসিক সুজান।
যে দান ফেলিতে চাহে না পড়ে সে দান॥
সুপটে না পড়ে পাটি না চলয়ে সারি।
বিশাখা হাসিয়া বোলে নাগরের হারি॥
কল-বল-ছল করি পাটি লঞা করে।
হঠে শঠে ফেলে দান জিনিবার তরে॥
তবহুঁ পড়িল দান কুপট্ট তাহার।
ধনি কহে আগে ধর্ম্ম করিতে বিচার॥
হাঁসিয়া নাগর বলে খেল আরবার।
ধনী কহে মুখে লাজ নাহিক তোমার॥
কুন্দলতা কহে কানু কর অবধান।
ভৃঙ্গীর অধর রস কর তুমি পান॥
ললিতা বিশাখা কহে শুন কুন্দলতা।
প্রিয় জনে এত কেন করহ বিতথা॥
খেলিল বিনোদ খেলা সঙ্গে সখীগণ।
শেখর লইয়া যায় বিলাস ভবন॥৬৭॥

উনবিংশতি দণ্ডে বনভোজনং।

সারঙ্গ

গোবর্দ্ধন গিরিবর তার তলে মণিঘর,
সুখদ শীতল মনোহর।
কল্প তরুর বন শোভয়াছে বিলক্ষণ
সমীপে রাধার সরোবর॥
প্রফুল্ল কমলতায়, ভ্রমর-ভ্রমরী গায়
চক্রবাক করে ক্রীড়ারণ।
মদন ধনুক করে সদাই তাহাতে ফিরে
যতনে রাখয়ে সেই বন॥
অবসর জানি খেলা, বৃন্দার হইল মেলা,
ফল তুলি আনল সত্বর।

উত্তম সংস্কার করি, সোনার থালিতে ভরি,
সারি সারি পীড়া থরে থর ॥
করি মনে অনুমান রচিলা ভোজন স্থান
আগে আসন বসিবার তরে।
সুগন্ধি শীতল জল করি অতি সুনির্ম্মল,
ঝারি ভরি যতনেতে ধরে ॥
আর যত উপহার করি সব সম্ভার
বৃন্দা সানন্দ হইয়া মনে।
সখী সব নানা রঙ্গে নাগর নাগরী সঙ্গে,
প্রবেশিলা বিলাস ভবনে ॥
দেখিয়া বৃন্দার রীত সভে ভেল আনন্দিত
রসরাজ বসিলা ভোজনে।
মুখানি পাখালি নীরে মোছল পাতল চীরে
বনদেবী করয়ে সেবনে ॥
একে একে উপহার ভুঞ্জে কানু বার বার
রাধিকা দেখিয়া ভেল সুখী।
অবশেষ পিয়ে জল তবে ভুঞ্জে বনফল,
যতন করিয়ে সুধামুখী ॥
শেখর সত্বর হৈয়া আইল ডাবর লৈয়া
আচমন করিবার আশে।
বিলাস মন্দির মাঝে রচিল পালঙ্ক সেজে
তাম্বুল সম্পুট তার পাশে ॥৬৮॥

সারঙ্গ

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
বহুবিধ ভোজনে ভেল আনন্দ ॥
আচমন কর তহি নাগর রাজ।
রস ভরে বৈঠল মন্দির মাঝ ॥

সুখদ সেজোপরি বৈঠলি কান।
ধনী অবশেষে করু ভোজন পান॥
সহচরীগণ মেলি ভুঞ্জলী রাধে।
আচমন করি চলু শয়নক সাধে॥
রসবতী বৈঠলি রসময় পাশ।
দুহুঁ হেরি সখীগণ করু পরিহাস॥
ব্রজ রমণীগণ চতুর সুজান।
কর্পূর তাম্বূল দেই পুরল বয়ান॥
দুহুঁ অঙ্গে বেকত মদন বিকার।
সহচরী গণ হেরি ভেলি বাহার॥
দুহুঁ মেলি সুতলি অলসল গায়।
দুহুঁ পদ সেবই শেখর রায়॥৬৯॥

বিংশতি দণ্ডে রাধাকৃষ্ণয়োর্নিদ্রালীলা।
একবিংশতি দণ্ড পর্য্যন্তম্॥

সারঙ্গ

কুসুমিত কুঞ্জে। অলিকুল গুঞ্জে।
মলয় সমীরে। বহে ধীরে ধীরে॥
রসবতী সঙ্গে। রসময় রঙ্গে॥
ধনী করি বুকে। সুওলি সুখে॥
ধরি কুচ কলসে। ঘুমলি অলসে॥
কিশোরী কিশোর। নিদে ভেল ভোর॥
রহসি আবেশে। দিন ভেল শেষে॥
কানন দেবী কোকিল সেবি॥
করাওলি গানে। জাগলি কাননে॥
ধনী উঠি বৈঠে। কচালই দিঠে॥
লেই জল ঝারি। শেখর ঠারি॥
দুহুঁ মুখ চাঁন্দে। ধোয়াই সুছান্দে॥
পাক কর্পূরে। দুহুঁ মুখ পুরে॥৭০॥

তথা দ্বাবিংশতি দণ্ডে রতীচ্ছুকচাতুর্য্যম্।

যথা রাগ

কুসুমিত কানন কুঞ্জ কুটীরে।
তহিঁ রস বিলসই কান মধুরে॥
ধনী কর ধরি তব বোলত কান।
সুন্দর দেহ মোরে সুরতি দান॥
আজনম মানস পূরহ মোর।
অধর সুধারস পিবহুঁ তোর॥
তুয়া কুচ কলসে পরশ ভেল সাধ।
ন করহ সুন্দরী ইহ সুখ বাদ।
সো বিহি মোহে রাখব যতদিন॥
হাম ভেল কেবল তোহারী অধীন॥
ইথে যদি হাম কবহুঁ করি আন।
তথি লাগি মধ্যত রহল পাঁচ বাণ॥
অনুনয় করই কহই বহু কত।
ধনী করলেই ধয়লি নিজ মাথ॥
হাসি কহত তহিঁ রসবতী নারী।
শেখর কহে তুয়া যাঙ বলিহারী॥৭১॥

ত্রয়োবিংশতি দণ্ডে চাতুর্য্যা মিত্র উদাস্তম্।

সারঙ্গ

মঝু কর ছোড়হ নাগর কান।
কো জানে কৈছন সুরতিক দান॥
হাম অবলা তাহে মতি অতি হীনা।
হাম কাঁহা পায়ব দান কঠিনা॥
সুরতিক মরুতি কবহুঁ না দেখি।
সখীগণে পুছব ইহ করি শেখি॥
যব হাম মিলব শুন বর কান।
তব তোহে দেয়ব সুরতিক দান॥

কবহুঁ না শুনল সুরতিক নাম।
আজু তুঁহুঁ মোহে কহলি অনুপাম॥
কাহে মিনতি করু রাজ কুমার।
সুরতি কি আছয়ে সাথ হামার॥
কহে কবি শেখর শুনহ মুরারী।
সুরতি না জানয়ে ভানু কুমারী॥৭২॥

চতুর্বিংশতি দণ্ডে মোদনং।

সারঙ্গ

হাসি হঠিল হরি ধনী করি কোর।
পীবই অধর সুধারস থোর॥
চুম্বন বেরী বদন পালটাই।
বসন দেই ঘন ঘন লেপটাই॥
কুচযুগ কঞ্চুক মকাইতে কাম।
ধনী ভুজে জোঁতি রহই সাবধান॥
তবে নিবি বন্ধে সুখড় দেই হাথ।
কাকুতি করি ধনী দিব্য দেই মাথ॥
নাগরী বোধয়ে নাগর কান।
শেখর সে বেলি ভেলি সাবধান॥৭২॥
ততো পঞ্চবিংশতি দণ্ডে মাদনং।
এ ধনী হঠিনা কঠিনা তুয়া চিত।
ইহ সব না হয় নাগরী রীত॥
কর যুড়ি সুন্দরী মাগে পরিহার।
মদন বেদন দুঃখ সহই না পার॥
একবেরী রাখহ মুঝে, দেহ জীউ দান।
আজনম তুয়া গুন করবহু গান॥
হঠ ছোড়ি বাহু বেঢ়ি দেহ ধনী কোর।
তুয়া পায়ে সোঁপনু ইহ তনু মোর॥

ইঙ্গিতে অনুমতি দেয়লি রাই।
কুটিল দৃগঞ্চলে মদন জাগাই॥
নাগর-নাগরী রস অবগায়।
দূরে রহু দেখই শেখর রায় ॥৭৪॥

ততঃ ষড়্‌বিংশতি দণ্ডে সংক্ষিপ্তবিলাসঃ।

হরযি ভরসি হরি ধনী ধরি বুকে।
রসময় চুম্বই রসময়ী মুখে॥
কমলিনী কুচযুগ কমঠ কঠোরে।
কানু কঠিন করি ধরলই জোরে॥
অধরে দশনচিহ্ন দেই বারে বার।
চমকি উঠই বামা দেই চিৎকার॥
কুচ পর দেয়লী নখর আঁকিরে।
বসন-ভূষণ সব গেলহুঁ দূরে॥
প্রতি অঙ্গে চুম্বই না কিছু বিচার।
মদন মোহন লুটে মদন ভাণ্ডার॥
সুরত তরঙ্গিণী রঙ্গিণী রাই।
শ্যাম মতঙ্গ তাহি অবগাই॥
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ পুরে।
অবসর শেখর হেরই দূরে ॥৭৫॥

এড় এড় মাধব তোহে পরিহার।
সঘনে তলপে জীউ সহই না পার॥
হাম অবলা নারী শুনহ মাধাই।
স্বামী পরবশ রস কবহুঁ না পাই॥
তাহে অতি বিপরীত ভেলহি নিঠুর।
তিরি বধে পাতকে ভয় নাহি তোর॥
অধরে দশন চিহ্ন কাহে দেহ দারুণা।
মোর জীউ নিকশই তোরি নাহি করুণা॥

গদ গদ শবদে কহই ধনী বোলী।
মুচকি হাসি হরি সমাধই কেলি ॥
শ্রমজলে পূরল দুহুঁ কেরি গা।
শেখর যাই করু শীতল বা ॥৭৬॥

সপ্তবিংশতি দণ্ডে কুঞ্জ শয্যোত্থানং বিলাস লক্ষণং গোপনঞ্চ।

সারঙ্গ

বিলাস সম্বরি নাগর-নাগরী
বসিলা কুসুম সেজে।
শ্রমেতে আকুল খসল দুকূল
তনিক নাহিক তেজে ॥
বিলাস মন্দিরে গবাক্ষের দ্বারে
রহিয়া সকল সখী।
মনের উল্লাসে দেখিয়া বিলাসে
শীতল হইল আঁখি ॥
দেখিয়া অবসরে সখীগণ সত্বরে,
পশিলা বিলাস ঘরে।
দোহারে লইয়া যতন করিয়া
ছরম করল দূরে ॥
সুশীলা সুন্দরী নীরে পূরি ঝারি,
দেয়ল দোঁহার করে।
উঠিয়া দুজন পাখালি বদন,
বেগুতে বসন পরে ॥
পালঙ্ক হইতে বসিলা নামতে
সুখদ আননোপরি।
বিলাস লক্ষণ করল যতন
শেখর যতন করি ॥৭৭॥

মঞ্জরী রতন আনল চন্দন,
লেপল দোঁহার গায়।
সুচিত্রা যুবতী করিয়া আকুতি
নানা চিত্র করে তায় ॥
যূথি-মতি-হার গাঁথিয়া দোহার,
পরাইল তিলোত্তমা।
বিনোদ সন্ধানে সাজাইয়া দুইজনে
হরিষ সকল রামা ॥
সকরী পনস অতি সে সুরস
আনল লবঙ্গ লতা।
দোঁহারে ভোজন করায়ে তখন
সুন্দরী মদন মদা ॥
বিলাসা অলস ছুটল সকল,
সুরস ভোজন করি।
আচমন করি নাগর-নাগরী
তাম্বূলে বদন পুরি ॥
সখীগণ সঙ্গে নানা রস রঙ্গে
নাগর-নাগরী রহে।
দিন অবসান করি অনুমান,
শেখর সভারে কহে ॥৭৮॥

ততো বিচ্ছেদানুরাগঃ।

ভাটিয়ারী

দিন অবসান জানিয়া পরাণ,
কি জানি কেমন করে।
দোঁহার বদন নিরখি দুজন,
বচন নাহিক সরে ॥
রসিক রসঙ্কিনী, বিচ্ছেদে বিকলিনী,
ছুটল মুখের হাস।

লোর ঝর ঝর বোল ঘর ঘর,
খসিয়া পড়য়ে বাস।
হিয়ায় জলল বাঢ়ল অনল,
দহই দোঁহার দেহা ॥
করিতে মেলানি, কি হৈল না জানি,
জাগল দারুণ লেহা ॥
বিষাদে বিষণ্ণ হইয়া দুজন,
মেদিনী ভেদয়ে পায়।
সখিগণ তথি করিয়া যুকতি
কহয়ে দোঁহার ঠায় ॥
সুন্দর-সুন্দরী বিলম্ব না করি
সত্বরে চলহ ঘরে।
অবধি হইলে কি জানি কি বোলে,
সে আর হইল ভরে ॥
শুনিয়া বচন তরাসে তখন
মন্দির বাহিরে আসি।
দুঃখিত হিয়ায় হইল বিদায়
বাঢ়ল বেদন রাশি ॥
চতুর নাগর করিয়া চাতুরী
মিলিলা সখার সঙ্গে।
লইয়া মণ্ডলি বসিলা দুলালি,
শেখর চলিলা রঙ্গে ॥৭৯॥
তথা গৃহাগমনং।

পুরবী

নিজালয়ে সখীমেলা চলে সুধামুখী।
নেহানলে হিয়া জলে ছল-ছল আঁখি ॥
অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন বুকে সদা ভরা।
বোল-চাল, বলিতে নারে হইল বাউলি পারা ॥

ধনীর ধরম, দেখিয়া মরম, কহিল সকল সখী।
গোপত কথা বেকত কর হেন তোমার দেখি ॥
শীতল বুকে, থাক সুখে, তাপ তুলিছ কেনে।
প্রিয়ায় লইয়া, হিয়ায় থুইয়া, খেলিবি রাতি দিনে ॥
সখীর বাণী, শুনিয়া ধনী, আশ বান্ধিল চিতে।
শেখর লইয়া, ঘরেতে গিয়া, বসিলা বুড়ির ভিতে ॥৮০॥

ততো গৃহ প্রবেশং, আর্য্যাভয়ং, স্নেহঞ্চ ॥

সতী কুলবতী সে সব যুবতী,
রাধারে আনিয়া ঘরে।
পরম যতনে মধুর বচনে,
সোঁপিলা জটিলা করে ॥
হরিষ বদনে জটিলা তখনে
সভারে করল মান।
আদর বাদরে বিনয় বিভারে,
দেওল কর্পূর পান ॥
দুবাহু তুলিয়া দেবতা ডাকিয়া,
দেবতা আশিষ করে।
প্রণমি জটিলা সভাই চলিলা
আপন আপন ঘরে ॥
দেব দেখি টেড়ি ভয়ে ভীত বুড়ি,
মনেতে বিচার করে।
দেব যার বশ তাহে অপযশ,
না বুঝি দেওলু তারে ॥
পরের বচনে, হৈয়া অচেতনে,
করিনু দারুণ কাজ।
দেখিনু নয়নে, শুনিনু শ্রবণে,
পড়িত মাথায় বাজ।

ভাল বটে বিটি করিয়া আখটী
মানাইল নারায়ণ।
তাহাতে আমার রহল সংসার,
পুত্র-পরিবার ধন ॥
বধূর মরম ছরম জানিয়া
বুড়িটী কাতরে বোলে।
ও মোর দুলালি, আঁখির পুত্তলী,
সিনাহ শীতল জলে ॥
এতেক বচন শুনিয়া তখন
মনেতে হইল রঙ্গ।
বালা করি ছলা বিরলে বসিলা,
শেখর করিয়া সঙ্গ ॥৮১॥

ততো অষ্টাবিংশতি দণ্ডে পুনঃ পকান্ন রচনা লাবণ্যামৃত স্নানঞ্চ।

শাশুড়ী সরসে হরষ হইয়া,
ভবনে বসিয়া বালা।
সুরস পক্কান্ন করল তখন,
পূরল সোনার থালা ॥
ঢাকিয়া বসনে রাখিয়া গোপনে
সিনান করিতে যায়।
দাসী গণ সঙ্গে নানা রস রঙ্গে
সিনানে সোয়াথ পায় ॥
বেশের মন্দিরে পশিলা সত্বরে
করিল মোহন বেশ।
উঠিয়া অট্টালি চৌদিকে নেহারি,
দিবস হইল শেষ ॥
তুলসী ডাকিয়া গোপত করিয়া
দেওল লড্ডুক থালা।

অগুরু চন্দন আর গুয়া পান,
সুগন্ধি ফুলের মালা ॥
শেখর সরসি কহয়ে তুলসী
ধরিয়া তাহার হাত।
ধনিষ্ঠা মিলিয়া আসিহ চলিয়া
বুঝিয়া সঙ্কেত বাত ॥৮২॥

উনত্রিংশতি দণ্ডে কৃষ্ণপ্রিয়ানামুৎকণ্ঠা।

গৌরী রাগ

হরিণ নয়না চকিত নেহারিণী,
ছেনে ছেনে উনমত ভেলা।
স্বজন সোহাগন তনু মন জীবন
সতিনী করিয়া তাহে দিলা ॥
ছেনে ছেনে উঠত ছেনে ছেনে বৈঠত,
উতপত তেজত শ্বাসা।
ছেনে ছেনে চমকই ছেনে ছেনে ঝমকই,
গদগদ বোলত ভাষা ॥
কুলগুণ গৌরব সতী যশ সৌরভ,
পদপায়ে ঠেললু তায়।
দারুণ সো প্রেম, যেহ নাহি মানত,
পলকে পলকে তলপায় ॥
অরুণিত আনন লোরে ভরু লোচন
প্রিয়া পথ হেরত রাই।
শিশু পশু সঙ্গত করি হরি আয়ত
গোকুল ধূলি উছলাই ॥
কহে কবি শেখর ধনী পুন হেরহ,
ওই বর নাগর রাজ।
তুয়া মন মানস এতিখনে পূরল,
মিলব পন্থকি মাঝ ॥৮৩॥

ত্রিংশ দণ্ডে উন্মাদ শান্তিঃ।

সুহই

দূরেতে আয়ত নাগর রায়। যুবতি উমতি উনত চায় ॥
বিরস বদন সুরস ভেল। হিয়ার আগুনি তখনি গেল ॥
হাসত বেকত বচন মিঠ। সজল ছুটল তরল দিঠ ॥
মুরলী পুরলী শুনিতে পাই। অতুল আনন্দ আকুল রাই ॥
রাই দেখিবারে সখীনি যাই। উঠলি মিললি রাই ॥
বসন আসনে বসিলা সবে সবারে শেখর সেবই তবে ॥৮৪॥

ততঃ সপ্তবিংশতি দণ্ডাবধি ত্রিংশদণ্ড পর্য্যন্তং উত্তরগোষ্ঠ লীলা।

গৌরী

জানি দিন অবসান, চলিলা চতুর কান
প্রবেশিলা কদলী কাননে।
সুবল মঙ্গল সঙ্গে যায় নানা রস রঙ্গে
কদলী লইয়া জনে জনে ॥
মিলিলা সবার সাথে কদলী দেয়লি হাতে,
খায় সবে হরষিত হইয়া।
পরিয়া বনের ফুল গায় মাথে রাঙ্গা ধূল,
দিল গাভী তুরিতে হাঁকিয়া ॥
ধেনু সব ঘর মুখে চলিলা পরম সুখে
উভকর্ণ উৎপুচ্ছ করি।
নাচিয়া নাচিয়া যায় শিশুগণ পাছে ধায়,
ধূলায় গগন গেল ভরি ॥
শিঙ্গ দিয়া চাঁদ মুখে বলাই ধবলী ডাকে,
মদভরে ভরম সঘন।
অথির চরণ গতি ঘূর্ণিত নয়ন ভাঁতি
গদ গদ না ফুরে বচন ॥

কঙলি করিয়া কান্দে   চলে মত্ত করী ছন্দে
ঘন ডাকে কানাই বলিয়া।
বেণু সানে বেণু হাকে,   সবার মাঝারে থাকে,
বনে পাছে রহিবে ভুলিয়া॥
শিঙা বেণু একতান   করিয়া দেয়ল সান,
শুনুক ব্রজের সব লোকে।
মাতা পিতা হরষিত   কুলবতী পুলকিত,
পুছল সবার দুঃখ শোকে॥
যাবট গ্রামের কাছে   সবে নিজ ধেনু বাছে,
বিদায় হইলা জনে জনে।
শেখর সত্বর করি   কহে শুন সুন্দরী,
নাগর মিলহ এই ক্ষণে॥৮৫॥

ততঃ সন্ধ্যায়াঃ উভয়োঃ প্রেমোন্মাদঃ।

গৌরী

রাধিকা চকোরী হাসি   শ্যামচান্দে মিলে আসি
পিয়ে সুধা হরষিত মনে।
দুহেঁ দোহাঁ দুহুঁ দেখি,   পালটিতে নারে আঁখি,
হানল মদন শর বাণে॥
অবশ হইল গা,   চলিতে না পারে পা,
পুলকে পুরল দুহুঁ তনু।
সুবল সময় জানি   হাত সানি বোধি ধনী
লইয়া চলিলা রাই কানু॥
খড়িকে রাখিয়া গাই   রাম কৃষ্ণ ঘর যাই,
প্রণমিলা জননী চরণে।
যশোদা চুম্বন করে   দেখিয়া নয়নে লোরে
আশিষ করয়ে দুই জনে॥
রাই যাই বসি ঘরে   পাঠাইলা তুলসীরে,
মরমে কহিয়া তার কাণে।

সখীগণ লইয়া রাধা পুরিল মনের সাধা
সে সব দেখিতে নারে আনে ॥
তুলসি উলসি হইয়া যায় উপহার লইয়া
সত্বরে পশিল রাজ ঘরে।
গোপতে লইয়া থালা ধনিষ্ঠারে দিয়া বালা
কহিল রাইএর সমাচারে ॥
জানিয়া রাধার মর্ম, শেখর করয়ে কর্ম
বিছায় বিছানা ভাঁতি ভাতি।
সখীগণ লইয়া সাথে রসিনী রসিলা তাতে
তুলসীরে করিয়া অবধি ॥৮৬॥

ততঃ আরাত্রিকং দ্বিতীয় স্নানঞ্চ।

গৌরী

যশোমতী আরতী করত বিধানে।
গুরুকুল মঙ্গল করু তথি গানে ॥
সুখ ভরে দ্বিজগণে করু বহু দানে।
দাস গণে তৈখনে করল সোপানে ॥
বেদীপর কেহ ধরু শীতল নীরে।
কেহ লই আওল পাতল চীরে ॥
কেহ লই দুই ভাই বেদীতে বসাই।
বসন ভূষণ সব যতনে খসাই ॥
দুহুঁ মেলি পহিরলি পাতল চীরে।
গোধূলী ধোওলি শীতল নীরে ॥
কেহু দেই দুহুঁ অঙ্গে উবটন গন্ধে।
সুঘড় সেবক সব দুঃখ দেই বন্ধে ॥
সুগন্ধি সলিলে পুনঃ করলি সিনানে।
দুহুঁ অঙ্গে মোছলি সেবক সুজনে ॥
নীল পীত বসন পহিরলি দুহুঁ রঙ্গে।
সুগন্ধি চন্দন কেহো লেপলি অঙ্গে ॥

কহে কবি শেখর করি অনুমানে।
এতিখনে দুহুঁ জনে করলি সিনান ॥৮৭॥

ততো রাত্রৌ প্রথমাদণ্ডাবধি চতুর্থদণ্ড পর্য্যন্তম্।

ইমন

সময় জানিয়া তুরিত করিয়া
আসিয়া ধনিষ্ঠা নারী।
যশোদা মন্দিরে পিঁড়ার উপরে
সুখদ আনন করি॥
সুগন্ধি সলিল করিয়া শীতল,
পুরিয়া আনল ঝারি।
রাইর পক্কান্ন আনিয়া তখন
রাখল পৃথক্ করি॥
এ সুপ মুগধ মরিচ সুখদ
যে কিছু আছিল ঘরে।
যশোদা বচনে, আনল তখনে,
কানুর ভোজন তরে॥
সিনান করিয়া বলাই হাসিয়া,
চলিলা আপন ঘরে।
কানুর বচন না মানে তখন
বারুণী পানের তরে॥
আসিয়া তখনে সুখদ আসনে
বসিলা যাদব রায়।
মায়ের পীরিতে লাগিলা ভুঞ্জিতে
তুলসী করয়ে বায়॥
জননী বিনয়, শুনহ তনয়,
আর না বলিব কি।
তোমার কারণ এ সব পক্কান্ন
পাঠায় রাজার ঝি॥

অরুচি তেজিয়া ভোজন করিয়া
ঘুচাহ সবার দুঃখ।
তোমার ভোজন শুনিয়া তখন
রাধিকা পায়ব সুখ॥
মায়ের বচনে নন্দের নন্দনে
ভুঞ্জল পরম সুখে।
উঠি আচমন, করিয়া তখন,
তাম্বুল দেওল মুখে॥
কানুর বদন নেহারে সঘন,
ধনিষ্ঠা চাতুরী বালা।
ইঙ্গিত বুঝিয়া চতুর নাগর,
দেয়ল চম্পক মালা॥
সঙ্কেত বুঝিয়া ধনিষ্ঠা আনিয়া,
দেয়ল তুলসী করে।
অবশেষ লৈয়া থালিতে ভরিয়া
দেয়ল রাইর তরে॥
লইয়া তুলসী চলিলা উলসী
ত্বরিতে আইলা ঘরে।
থালা-মালা-তথি তুলসী যুবতী,
সোঁপল রাধার করে॥
সঙ্গে কাহিনী সকল তরুণী,
বুঝল মালাটী দেখি।
তাম্বুল বীটিকা দেয়লি রাধিকা
তোষলে সকল সখী॥
নানা বাদ্য গান করি সখীগণ
গমন করিলা ঘরে।
সময় বুঝিয়া থালা-মালা লৈয়া
শেখর গোপন করে॥৮৮॥

কামোদ

জলপান করি কান   মুখে দিয়া গুয়া-পান
খিড়িকে চলিল গো-দোহনে।
গাভীগণ স্তনভরে   ঘন হাম্বা রব করে
কানু পথ নিরখে সঘনে ॥
আইলা গোকুল চাঁদ,   করে করিশিনি ছাঁদ,
আর গোপ আসি তার সঙ্গে।
ছাড়ি দিল বৎস সব   গোঠে উঠে হাম্বা রব,
শুনিতে বাঢ়ল মহারঙ্গে ॥
দেখিয়া কানুর মুখ   গাভীর বাঢ়ল সুখ
বৎস পিবে হরষিত মনে।
পিসঙ্গী মানিক স্তনী   তাহে দোহে গুনমণি,
আর গাভী দোহে গোপগণে ॥
দোহন করিয়া সারা,   সঙ্গে লৈয়া দুগ্ধ ভারা
বসিলা মায়ের কাছে যাই।
অট্টালিতে হৈয়া খাড়া   শেখর বুঝিলা সাড়া
দোহন হইল সব গাই ॥৮৯॥

ততো রাজসভাগমনম্।

ধানশী

শিরোপরি লাল জরি বান্ধে যুবরাজ।
শ্রুতি মূলে কুণ্ডল মনোহর সাজ ॥
নাসিকায়ে নথিনী মোতিললকায়।
সূক্ষ্ম সুতহুঁ পুন দেওল গায় ॥
মণিময় হার শোভে কণ্ঠক মাঝ।
উরু পর রতনক পদক বিরাজ ॥
কোমরে কাঠারি পটুকা করু বন্দ।
ভালহি শোভিত চন্দন চাঁন্দ ॥

হলধর কর ধরি চল দরবার।
আগে পাছে যায় কাছে দাস পরিবার॥
দুহুঁ মেলি বৈঠলি ব্রজরাজ পাশে।
সভাজন রঞ্জই সরস সম্ভাষে॥
করু কবি শেখর সময় বিচার।
সবা লই বৈঠলি রাজ কুমার॥৯০॥

ততো গান-বাদ্যাদি শ্রবণম্।

মঙ্গল

গুণি গণে করে গান লইয়া বিবিধ তান
বাদ্য-পদ্য অতি মনোহর।
নাচয়ে নর্ত্তন অতি জিনিয়া খঞ্জন গতি
দেখি সবে হরিষ অন্তর॥
গান-বাদ্য নৃত্য রসে সবাই আনন্দে ভাসে,
পুনঃ পুনঃ করে আস্বাদন।
দিয়া রাজা বহু ধন তুষিলেন গুণিগণ
পাছে ধন দিল বহু জন॥
পেট মোটা ঠেটা ভাট গান-বাদ্য রাখি নাট,
রায় বার পড়ে তড়াবড়ি।
আনিয়া ভাটের ঠাট যুড়িল বিনোদ নাট
দুহুঁ মেলি করে হুড়াহুড়ি॥
হাসি হাসি রাম কানু কৌতুক দেখিতে পুন,
তার মাঝে ফেলি দিল ধন।
ভাঁড়ে ভাটে কাড়াকাড়ি পাড়াপাড়ি চড়াচড়ি
দেখিয়া হাসয়ে সভাজন॥
দেখিল বাঢ়ল রাতি রক্ষক আসিয়া তথি,
কহিল রাজার কানে কানে।
মাতা পাঠাইল মোরে নিতে রাম দামোদরে
তুরিতে করহ সমাধানে॥

নন্দ সে সন্ধান শুনি   ভাঁড় ভাটে ডাকি আনি
ধন দিয়া ঘুচাইল দুঃখ।
প্রজাগণে আশ্বাসিয়া   রাম দামোদর লৈয়া
ঘরে যায় করি মহা সুখ॥
দেখি-শুনি নৃত্য-গীত   আনন্দে মগন চিত
সভাজন নিজ ঘরে যায়।
আসি রাম দামোদর   বসিলা আসন পর
সময়ে শেখর রস গায়॥৯১॥

ততো ভোজনম্।

যথা রাগ

সেবয়ে সেবকগণ   আনন্দে আকুল মন
নেহ সুখে পাসরে আপনা।
রাম দামোদর বিনে   আর কিছু নাহি জানে
সেবা সুখে সদাই মগনা॥
অস্ত-ব্যস্ত অলঙ্কার   ঘুচায়ল দোঁহাকার,
ভোজন বসন পরাইয়া।
চরণ পাখালি নীরে   মোছল পাতল চীরে
ভোজন ভবনে যায় লৈয়া॥
পত্রক পবিত্র করি   পাতে পীঁড়া সারি সারি,
পুরি ঝারি সুশীতল নীরে।
রাম দামোদর আসি   পীঁড়ার উপরে বসি
বাপেরে বোলয়ে বারে বারে॥
নন্দ মহানন্দ পাইয়া   ভোজনে বসিলা যাইয়া
রাম দামোদর দুই পাশে।
দুধ-ভাত পুরি বেলা   যশোদা আনিয়া দিলা,
আর কত সুমধুর রসে॥
ক্ষীর পুরি ভরি থালা   সভারে আনিয়া দিলা
ভোজন করয়ে মহা সুখে।

দোঁহার ভোজন দেখি মাতার শীতল আঁখি
ঘুচিল মনের সব দুখ ॥
মা বাপের প্রেমবশে ভুঞ্জিল সকল রসে
ঘন ঘন উঠিবারে চায়।
আলসে অবশ তনু হইলেন রামকানু
দেখিয়া দুঃখিত ভেল মায় ॥
আসিয়া সেবক গণে করাইয়া আচমনে
শয়ন ভবনে লৈয়া যায়।
হলধর নিদ ভরে চলিলা আপন ঘরে
কানাইরে শয়নে পাঠায় ॥
নন্দের নন্দন কান মুখে দিয়া গুয়া-পান,
বসিলা সুখদ সেজোপরি।
পালঙ্কে ঢালয়ে গা সেবকে সেবয়ে পা,
নিদ্রায় নয়ন গেল ভরি ॥
নিন্দে ভেল অচেতন জানিয়া সেবক গণ,
খিড়িকে সড়কী কেলি যায়।
শেখর সময় জানি কহে শুন বিনোদিনী
ভোজনের করিয়ে উপায় ॥৯২॥

রাত্রৌ পঞ্চমদণ্ডে কৃষ্ণপ্রিয়াণাং ভোজনম্।

ধানশী

জটিলা আইলা রাইর ঠাঁই।
করহ ভোজন শুনহ মাই ॥
আয়ান ভোজন করিয়া গেল।
দুর্ম্মদ কুটিলা শয়ন কৈল ॥
আঁধল নয়ন না সুজে মোরে।
বসিতে না পারি নিন্দের ভরে ॥
আপনি বাছনি করহ সাতি।
দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল রাতি ॥

তিলেক সোয়াথ নাহিক তোর।
নয়ন পুতলি তুমি সে মোর॥
শপতি করোঁ মুঞি ঝিয়ের মাথ।
এখন করণ তোমারি হাত॥
দেবর দুর্মদ করিবে মো।
আমার আশিষে হইবে পো॥
কুটিলা কপালী কুন্দলী করে।
কালী সে যাইবে পরের ঘরে॥
সে তাপে তাপিত না হবে তারে।
সকল কুবোল খেমিবে মোরে॥
তোমার বাপের ভরসা করি।
এ তিন ভুবনে কাহু না ডরি॥
তোমার মাতার কি কব কথা।
আমারে জানয়ে আপন ধাতা॥
কুশলে থাকুক তাহার স্থত।
দেবতা দানব না লাগু ভুত॥
জটিল যতেক যতন করে।
কহয়ে শেখর দেবের ডরে॥৯৩॥

যথা রাগ

হেদে আর কথা শুনহ ঝি।
কহিতে কহিতে ভুলিয়াছি॥
আগুনি লাগুক আমার মনে।
রহিতে নারিয়ে কহিয়ে মেনে॥
তনয় আয়ান গেয়ান দড়।
তোমার মায়েরে ডরায় বড়॥
দেবতা সমান মানয়ে তায়।
কহিতে সিক্কিড়া পড়িছে গায়॥

তপের ফলেতে দেবতা বশ।
তেঞিঃ সে ভুবনে ঘোষয়ে যশ॥
জরতি কহিয়া পীরিতি বাত।
হাসিয়া ধরিল বধূর হাত॥
উঠিলা রাধিকা চলিলা রঙ্গে।
রন্ধন ভবনে পশিলা রঙ্গে॥
কহিলা জটিলা শুনহ ঝি।
আমি তোমারে আনিয়া দি॥
ক্ষীর-পুরি-ভাত দুধের বেলা।
যতনে জটিলা বধূরে দিলা॥
কাকুতি করিয়া কহয়ে রাই।
আপনে শয়ন করহ যাই॥
আপন সদনে যাইব লইয়া।
করিব ভোজন সোয়াথ পাইয়া॥
শুনিয়া জটিলা পাইল সুখ।
হাসিয়া চুম্বিল বধূর মুখ॥
ভালই কহিলা ও মোর মা।
আমার কেমন করিছে গা॥
জটিলা যাইয়া শয়ন করে।
রাধিকা আইলা আপন ঘরে॥
আনিয়া বাসন গোপন করি।
মন্দির কোণে রাখল ধরি॥
শেখর ধোয়ায় সখড়া হাত।
কহিতে আকুতি আনুলায়ে গাত॥৯৪॥

সুহই

রতন মঞ্জরী যতন করি।
রতন আসন পাতল সারি॥

সুগন্ধি সলিলে পুরিয়া ঝারি।
আসন নিকটে রাখল ধরি॥
লবঙ্গ মঞ্জরী লাড়ুর থালা।
আনিয়া রাখল দুধের বেলা॥
দধি কদলক আচার যত।
ক্রমশ করিয়া রাখল কত॥
আসিয়া আসনে বসিলা রাধা।
দেখিতে মনের পুরল সাধা॥
পিয়া অবশেষ পরশ পাই।
অমিয়া পাথারে সাঁতারে রাই॥
পুলকে পুরল রাইর তনু।
পিয়ার পরশ পাইল জনু॥
অধর অথির ভাবের ভরে।
ভরমে ভুলিল ভুঞ্জিতে নারে॥
তরল নয়নে ভরল লোর।
যুগল অঙ্গুলে ভুঞ্জয়ে থোর॥
না করে ভোজন না চলে কর।
মঞ্জরী মরমে উপজে ডর॥
মদন মঞ্জরী মদনে মাতা।
মধুর মধুর কহই কথা॥
এমনে কেমনে যাবে কদিন।
এতেকে না দেখি ভাবের চিন॥
সত্বরে সাদরে ভুঞ্জই রাই।
সবারে সঙ্কেতে যাইতে চাই॥
রঙ্গণ মঞ্জরী রতির সাথে।
কহত আগুল ললিতা পথে॥
বিশাখা বিষাদে আসিছে ধাইঞা।
সতিনী গণের শবদ পাইঞা॥

ইহাতে কেমনে করব কাজ।
রাধিকা রহলি ঘরের মাঝ॥
আমার সবার না সরে সাথি।
ছুটল অবধি উঠল রাতি॥
কহত কামিনী কপট কলা।
তরাসে তপন ভুঞ্জল বালা॥
আঁচাইয়া আঁচলে মুছল মুখ।
ভুঞ্জিল তাম্বূল পায়ল সুখ॥
সুখদ পালঙ্কে সুতলি রাই।
শেখর শেষে ভুঞ্জলি যাই॥৯৫॥
ততঃ ষষ্ঠদণ্ডে নিভৃত তল্প রচনা।

বড়ারী

যমুনা পুলিন, চম্পক কানন,
বিলাস মন্দির মাঝ।
বৃন্দা বিধুমুখি বিনোদ বিছানা
করল তাহাতে সাজ॥
প্রফুল্ল কমলা, দল সুকোমল,
তুলির তুলনা করি।
পালঙ্ক উপরি পাতল সুন্দরী
চৌদিকে ফুলের ঝুরি॥
বিচিত্র বসনে ঝাঁপলি তখনে
বাঁধলি পাটের জাদে।
পালঙ্ক দু'পাশে ফুলের বালিসে
দেয়লি মনের সাধে॥
মন্দির ভিতর সুগন্ধি ফুলের,
চাঁন্দোয়া বান্ধল তথি।
রচনা রচিয়া হরিষ হইয়া
জ্বালল রসের বাতি॥

কর্পূর-তাম্বূল জল সুশীতল,
রাখল ভাজনে ভরি।
অগুরু চন্দন দোঁহার কারণ,
পূরল রাখল ঘুরি॥
কানন শোভন না যায় কহন
মদন কোটাল তায়।
ফুল শর করে ফিরয়ে সহরে
কোকিল পঞ্চম গায়॥
সুগন্ধি শীতল বহই অনিল
পরাগে পূরল বাট।
মধু করি পান অলি করে গান,
ময়ূরী করয়ে নাট॥
বৃন্দা বিছানা করিয়া রচনা
জাগিয়া রহলি তায়।
শেখর তখন করিয়া ভোজন
রাইর নিকটে যায়॥৯৬॥

ততঃ সপ্তমদণ্ডে সখ্যাগমনং।

কামোদ

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ।
ত্বরা করি, কাজ সারি পরে আভরণ॥
সভে সুখি নিশি দেখি ঘোর আন্ধিয়ার।
নেহ রসে সভে ভাসে, না করে বিচার॥
গুরু-জন দুরু-জন নিন্দে অচেতন।
পাড়ায় বুঝই সাড়া নাহি কোন জন॥
চাতুরী আভিরী নারী সভাই সিয়ান।
সময় বুঝিয়া সভে করিলা পয়ান॥
রাধার মন্দিরে সভে আইলা সত্বরে।
শেখর আদর করি বসায় সভারে॥৯৭॥

তথা অষ্টমদণ্ডে বেশাভিসারঃ।

ধানশী

সখীগণ আগমন, দেখি হরষিত মন
উঠিয়া বসিল শেয মাঝ।
নয়ান কচালি করে মুখানি পাখালি নীরে,
রজনী সমান করু সাজ ॥
গুণবতী জানত সকল উদ্দেশ।
মদন মোহন মন মোহন কারণ
ধরু তঁহি অনুপম বেশ ॥ ধ্রু
কুঞ্চিত কেশের বেণী কাল জাদে বাঁধনী
মৃগমদ লেপলি অঙ্গে।
নীল ভূষণ ধনী মণ্ডিত ভেল তনি
নীল বসন পরু অঙ্গে ॥
নীল কমল হাতে চঢ়লি মনোরথে,
সারথি সাহস রাজে।
মনমথ বাজি সাজি তাহে যোড়ল
তোড়ল কুল-ভয় লাজে ॥
যুবতী ঘটালেই বৈঠলি রসবতী
খেনে খেনে চিত উচাটে।
তব কবি শেখর ভেলহি বাহির,
হেরইতে নাগরক বাটে ॥৯৮॥

ততো নবমদণ্ডে সরণি সন্ধানম্।

গুজ্জরি

সহচরী অনুসরী করি অনুমান।
দেহলী লাগি বুঝে বচন সন্ধান ॥
জাগলি না দেখলি একলি লোক।
সুখ সঞে শুতল নাহি দুঃখ-শোক ॥

কটক-কণ্ঠক সব ভেল দূর।
সবে একে জাগয়ে মনমথ শূর॥
নাগর নিচল ভেল নিরজন বাট।
দুরুজন নখ নহি লাগল কি নাট॥
আসি শেখর কহে পন্থ বিচার।
অভিসর সুন্দরী ভয় নাহি আর॥৯৯॥

ততো দশমদণ্ডে কৃষ্ণপ্রিয়াণাং অভিসারঃ।

কাজর রুচিহর রজনী বিশালা।
তছুপর অভিসার করু নব বালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোরা।
নিশবদ পদগতি চলতহি থোরা॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথারা।
গুরুয়া নিতম্বিনী যৌবন ভারা॥
কমলিনী মাজা কানি উচ কুচ জোরা।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোরা॥
রঙ্গিণী সঙ্গিণী নব নব জোরা।
নব অনুরাগিণী নব রসে ভোরা॥
অঙ্গক আভরণ বাসরে ভারা।
নূপুর কিঙ্কিনী তেজলী হারা॥
লীলা কমল উপেখলি রামা।
মন্থর গতি চলু ধরি সখী শ্যামা॥
যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর আভরণ ভেলি বহন্তা॥১০০॥

ধানশী

চলিতে না পারে যৌবন ভরে।
ধাধসে ধরলি সখীর করে॥

নবীন কামিনী কনকলতা।
এ তিন ভুবনে তুলনা কোথা॥
সত্বরে সরণি শধলি রাই।
নিভৃত নিকুঞ্জে পশলি যাই॥
কনক চাঁপার কুঞ্জের মাঝ।
বৃন্দা করলি বিবিধ সাজ॥
বিনোদ বিছানা বিনোদ বন।
দেখিতে শীতল হইল মন॥
রাধিকা বসিলা ফুলের মূলে।
বিশাখা তুলিয়া দেয়লি চূলে॥
খলিত ভূষণ পরিলা বালা।
ললিতা দেয়ল গাঁথিয়া মালা॥
গাও কোকিল মধুর গীত।
তরল কর ধনীর চিত॥
উনমত মদনে মাতল মন।
বেড়িয়া বসিল সখীর গণ॥
পরাণ পিয়ারে না দেখি বনে।
আনল উঝাল উঠিছে মনে॥
কহয়ে শেখর শুনহ রাই।
নাগর বারতা বুঝিতে যাই॥১০১॥

ততো রাত্রৌ একাদশদণ্ডে শ্রীকৃষ্ণাভিসারঃ।

শ্রীরাগ

জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর।
সেজ তেজি উঠল নওল কিশোর॥
সঘনে গগনে হেরু নখতর পাঁতি।
অবধি না পাওল ছুটল রাতি॥
জলধর রুচিহর শ্যামর কাঁতি।
যুবতী মোহিতে বেশ ধরু কত ভাঁতি॥

ধনী অনুরাগিনী জানিসে সুজান।
ঘোর আঁধিয়ার তব করল পয়ান॥
পর নারী পীরিতিক ঐছন রীত।
চলল নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥
কুসুমিত কানন কালিন্দী তীর।
তাহা চলি আওল গোকুল বীর॥
শেখর পন্থ পর মিলল যাই।
আনল সুনাগর ভেটল রাই॥১০২॥

ততো দ্বাদশ দণ্ডে মিলনং।

কেদার

অপরূপ রাধা মাধব মেল।
দুহুঁ দোঁহা দরশনে উলসিত ভেল॥
আকুল অমিয়া সাগরে ডুবি গেলি।
কো কহুঁ দুহুঁ জন নিরুপম কেলি॥ ধ্রু
দুহুঁ দিঠি দুহুঁ মুখ অবধি নাহিক সুখ
পুলকে পুরল দুহুঁ তনু।
বেড়ল সখীর ঠাট যৈছন চাঁদের হাট
তার মাঝে সাজে রাধা কানু॥
দোঁহার রূপের ছাঁদে মদন পড়িয়া কান্দে
সুধাকর কিরণ লুকায়।
দোঁহার মুখের বাণী অমিয়া অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥
দোঁহার মাধুরী গুণে উলসিত সখীগণে,
নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া
বিশাখিকা দোঁহারে যোগায়॥
ললিতা ইঙ্গিত পাইয়া মালিনী আইলা ধাইয়া
বিনিসুতে গাঁথি ফুল-হার।

দেওল দোঁহার গলে হিয়ার উপরে দোলে
দেখি আঁখি শীতল সভার।
শেখর মধুর করি কহে কথা ধীরি ধীরি,
কানন শোভন দেখিবারে ॥
শুনিয়া চতুর কান মনে করি অনুমান,
উঠিলা ধনীর ধরি করে ॥১০৩॥

ততস্ত্রয়োদশদণ্ডে বন ভ্রমণং।

বিহাগড়া

বিনোদিনী বিনোদ বর নাগর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করল পয়ান ॥
দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোভিয়াছে ভাল।
দুহুঁ রূপে দশদিগ করিয়াছে আলো ॥
নবীন যৌবনী সভে চলে দুই পাশে।
বনের মাধুরী দেখি হাসপরিহাসে ॥
জাতী-যুথি-মল্লিকা-মালতী নাগেশ্বর।
চম্পক-বকুল দেখি বকুল মনোহর ॥
তমাল মাধবী বন অতি ঘোরতর।
অশোক কিংশুক বন দেখিতে সুন্দর ॥
বৃন্দাবনে ফুল-ফলে আছয়ে ভরিয়া।
মাধব-মাধবী ভ্রমে সগণে লইয়া ॥
ফুলবন মাধুরী দেখিয়া কত ক্ষণে।
ফলবন দেখিবারে করিলা গমনে ॥
আম-জাম-বিল্ব-পিলু-গুবাক-নারিকেল।
বাদাম-ছোহার-লিম্বু-কপিত্থ সকল ॥
কমলা-পিয়াল আর পনস-খর্জ্জুর।
দ্রাক্ষা-দাড়িম্ব আম্রতিক সুমধুর ॥
তালফুল কাসা আদি যতেক কানন।
অতি রসে মাতি সবে করল ভ্রমণ ॥

যন্ত্র শালাতে গেলা নাগরী-নাগর।
সেবেলে বিবিধ যন্ত্রে আনিল শেখর ॥১০৪॥

ততশ্চতুর্থদণ্ডে সংগীত রাসঃ।

বিহাগড়া

নীরজ নয়নী নেওলি বীন, সকল গুনক অতি প্রবীণ।
মধুর মধুর বাজয়ে তান মদন-মোহন-মোহিনী।
ঝঙ্কৃত ঝঙ্কৃত ঝনন ঝঙ্ক, চলত অঙ্গুলে লোলত অঙ্গ।
কুটিল নয়নে করত ভাঙ, অঙ্গ ভঙ্গ শোহনী ॥
ললিতা তব ধরল তাল, মোহিত মনমোহন লাল।
কহতহি অতি ভালি ভাল রাধা গুনশালিনী ॥
তরুণীগণ একহু ভেলি সকল যন্ত্র করল কেলি।
মুরলী খুরলী দেওত কান জমকি রাগ মালিনী ॥
মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর, অলিকুল তাহে দেওত পুর।
মুরলী ধ্বনি ঘন-গরজনী, নাচত ময়ূর মাতিয়া ॥
বৃন্দাবন সুখদ ধাম, তহি বিহরই রাই-শ্যাম।
তরুণীগণ বিমল বদন গাওত কহহুঁ ভাঁতিয়া ॥
ফুলি আনল বহই ধীর, ফুলি চলই যমুনা নীর।
ফুলি কানন ফুলি মদন ফুলি বরণী শোহনী ॥
ললিতা তব কহত বাত, কানু নাচত কামিনী সাথ।
অঙ্গ ভঙ্গ সরস কহত শেখর তুহিনী ॥১০৫॥

ততঃ পঞ্চমদণ্ডে নৃত্যরাসঃ।

বিহাগড়া

নাচত নাগর কান। রাধা রসবতী হেরি বয়ান ॥
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল। গাওত অদ্ভুত দেওত তাল ॥
চৌদিকে বেঢ়ল নটনী সমাজ। মাঝে শোহত নটবর রাজ ॥
নট-নটিনীগণ একহি সঙ্গ। চলত চিত্র গতি অঙ্গ বিভঙ্গ ॥
করে কর জোরি ভোরি নাচে বালা। মদনে গাঁথল জনু চাঁন্দ কি মালা ॥

পদতল তাল করলি আরম্ভ।

হাসি কমল মুখী কহে শুন কান। ইহপর পদগতি করহ সুঠান ॥
মাতি মদন মদে মদনগোপাল। বিকট তালপর নাচত ভাল ॥
রিঝি দেয়লি নিজ মোতিম মাল। সুখভরে শেখর কহে ভালি ভাল [১০

ততঃ ষোড়শদণ্ডে বিচিত্রা রতিঃ।

বড়ারি

মদনে বেদন পাইয়া মদন গোপাল।
ধরল ধনীর করে নাহিক সম্ভাল ॥
উচকুচ কলসে লালস ভৈ গেল।
সঘনে জঘন কাঁপে উনমত ভেল ॥
সখীগণ তৈখন করল অনুমান।
চলল চম্পক বন, লেই রাই কান ॥
প্রফুল্ল কানন তাহে মণিময় ঘর।
সুখদ সেজের মাঝে বসিলা নাগর ॥
সখী পাশে বসি হাসে রাই সুধামুখী।
নাগর কাতর দেখি হাসে সব সখী ॥
স্বেদ-জলে ভরল সকল কলেবরে।
শেখর ঘুচায় শ্রম নানা উপচারে ॥১০৭॥

ততঃ সপ্তদশদণ্ডে সখী শিক্ষা।

ধানশী

এ ধনী পদমিনী শুন মঝু বাত।
ঐছন মিলবি নায়ক সাথ ॥
যতনে বসন অঙ্গে রাখবি গোই।
রহবি লাজাই জনু বাত না হোই ॥
অবনত বয়ানে রহবি ক্ষিতি হেরি।
খেনে আধ-নয়নে চাহবি বেরি বেরি ॥
খেনে কুচযুগ চীর করিব উদাস।
খেনে খেনে ছোড়বি দীর্ঘ নিশ্বাস ॥

খেনে খেনে নিবিবন্ধ বান্ধবি ঝাড়ি।
নিরখি লুবধ জনু হোয়ত মুরারী॥
জবহু যতন তোহে করবহু নাহ।
নিরস না বোলবি বচন বিরবাহ॥
সুরস পিয়াসে পিয়া ধরবহু হাত।
অনুমতি না দেয়বি ঢুলায়বি মাথ॥
কোরে করব যব রসিক সুজান।
হারি হার মাঙ্গবি পালটি বয়ান॥
যব তোহে অনুমতি চাহব কান।
লহুঁ লহ বোলবি অমিয়া সমান॥
চুম্বন বেরি করবি মুখ বঙ্কা।
সুরতি সময় জনু পায়বি শঙ্কা॥
কহে কবি শেখর চলু সুকুমারী।
তুয়া লাগি আকুল ভেল মুরারী॥১০৮॥

অষ্টাদশদণ্ডে আলিকলা।

যথা রাগ

সখীগণ তৈখনে বোধিয়া কুল কামিনী
লেয়ত পিয়া কর পাশ।
বিপিনে হরিণী জনু ব্যাধই বান্ধল
ঐছন তেজত শ্বাস॥
করে ঠেলি ঠেলি কলি অলি-কুল আনলি,
ঠমকি ঠমকি রহি যায়।
পদ নখে ধরণী বিদারই কামিনী,
চমকি চমকি ঘন চায়॥
কটি কিঙ্কিনী ধনী দৃঢ় করি বান্ধই
পুন পুন নূপুর সাজায়।
তহি ছলে ভুজমূল বসন উদাসল
পিয়া হিয়া মদন জাগায়॥

আড় নয়ন করি হরি মুখ হেরই
বচন রচই অতি গীঠ।
নাহক বচন শ্রবণে নাহি শুনই,
লাগি রহল অলি পীঠ॥
অনবেলি হরিণী নব নব রঙ্গিণী,
ভঙ্গিণী করু কত ছন্দ।
কহে কবি শেখর শুন বর নাগর
নব রস পানক বন্দ॥১০৭॥

তত ঊনবিংশতিদণ্ডে নায়ক শিক্ষা।

এ হরি! এ হরি! শুনহ কল।
কামিনী মানায়বি করিয়া ছল॥
যখন যে মুখে দাঁড়য়ে রাই।
করবি মিনতি সেখানে যাই॥
বিনয় বেভারে অনবি পাশ।
মধুর বচনে দেয়বি হাস॥
যে বেলে সরস দেখবি তায়।
সে বেলে পরশ করবি গায়॥
তাহাতে তাহার দেখিবি সুখ।
তবে সে চুম্বন করবি মুখ॥
সে সব সকল সহবি যবে।
পীন পয়োধর ধরবি তবে॥
বয়ান চুম্বনে ঘুচাবি লাজ।
লইয়া বসাবে উরুর মাঝ॥
নীবি খসায়বি ভুজের বলে।
হাস-পরিহাসে করবি কোলে॥
মদন আসন পরশ করি।
রহবি বালার বয়ান হেরি॥

যদি বা যুবতী মুরছা যায়।
দেয়লি চন্দন করিয়া বায়॥
অলপ অলপে সাধবি সাধ।
নবীন আলাপে না করি বাদ॥
শেখর নাগরে শিখায় হিত।
রসিক জনার এই সে রীত॥১১০॥

ততো বিংশতিদণ্ডে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগঃ।

বিহাগড়া

হরি করে হরিণী সোঁপী সব রঙ্গিণী
চললহি আনহু ঠামে।
অবসরে ধনী কর ধরি নব নাগর
মিনতি করয়ে অনুপামে॥
দেখ সখি! হরিণী নয়নী ধনী রামা।
কানুক পরশনে সরস সম্ভাষণে
মিটল লাজ কি ধামা॥ ধ্রু
সুখদ সেজ-পর রাই লেই নাগর
বৈঠলি নব রতি সাথে।
প্রতি অঙ্গ চুম্বনে রস অনুমোদনে
থর-থরি কাঁপই রাধে॥
মদন সিংহাসনে করলি আরোহণে
মোহন রসিক সুজানে।
ভয় গড় তোড়ল অলপে সমাধল,
রাখল সকল সমানে॥
কহ কবি শেখর গুরুয়া ভোকপর
করু জনু থোর আহারে।
ঐ ছন দুহু মন তলপই পুন পুন,
উপজল অধিক বিকারে॥১১১॥

তত একবিংশতিদণ্ডে সংকীর্ণ সম্ভোগঃ।

কেদার

পুনঃ হরি নাগরী চুম্বই বেরি বেরি,
অধর সুধা করু পান।
মদন মহোদধি উছলি চলু দুহু মন,
ডুবলি নাগর কান॥
উচকুচ কলস পরশ করি নাগর
ভাসই যৌবন বানে।
নব রতি সুখে, দুঃখ ধনী মানই
নাহ মিনতি নাহি মানে॥
কপট রোই ধনী পিয়া কর বারই
করে কুচ রহলি চাপাই।
বিথারল কেশ বেশ নীবি বন্ধন
উরু মুড়ি অঙ্গ ঝাঁপাই॥
বিকট কপট দিব করি নব নাগর
নাগরী কোরে বসাই।
ঘন কুচ মর্দ্দনে দৃঢ় পরিরম্ভণে
কপটে মুরুছ ধনী রাই॥
সুরতি সমর রসে কানু মন মাতল,
কমলিনী কাতর বালা।
অঙ্গ সব শিথিল স্বেদ জলে ভিগল,
মরদিত চম্পক মালা॥
ধনী হেরি নাগর পড়লহি ফাঁপর,
ছোড়ল কেলি বিলাসা।
কহ কবি শেখর কানু ভেল কাতর
করু তহি চীর বাতাসা॥১১২॥

দ্বাবিংশতি দণ্ডে সম্পূর্ণ সম্ভোগঃ।

কেদার

সুখময় বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ী রাধা তহি অনুপাম॥
দুহুঁ মেলি কেলি বিলাস করু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ ভরু॥
দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত বিলাসে বিভোর।
বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া কোর॥
দুহুঁ কেলি পণ্ডিত রূপে-গুণে সম।
বিলাস বিক্রম রসে কেহ নহে কম॥
সুরতি মুরুতি দোঁহে করু পরকাশ।
রতিপতি হৃদয়ে লাগল তরাস॥
অদ্ভুত রতি-রণ দূরে রহু লাজ।
নূপুর কিঙ্কিনী রুনু-ঝুনু বাজ॥
অখণ্ড বিলাস রসে নাহি ভেল বাদ।
দুহুঁ মেলি পূরল আজনম সাধ॥
এক-তনু এক-মন একই পরাণ।
দুহুঁ অঙ্গ এক ভেল বিহি নিরমাণ॥
শ্রমজলে পূরল দুহুঁ কেরি গায়।
দুহুঁ রতি সায়রে ওর নাহি পায়॥
দুহুঁ দোঁহা চুম্বই সমাধল কেলি।
দুহুঁ কর সেবনে শেখর গেলি॥১৩॥

ততস্ত্রয়োবিংশতি দণ্ডে বিপরীত শৃঙ্গারঃ।

বিহাগড়া

কামিনী বৈঠলি কানুক সঙ্গ।
ক্ষেণে ক্ষেণে উপজই নব নব রঙ্গ॥

নায়রী চুম্বই নাহ বয়ান।
সো সুখ সায়রে ভাসল কান॥
ধনী মনমথে উনমত ভেলা।
নাগর উপর পয়োধর দেলা॥
কামিনী করু তহি পুরুক আচারা।
জীউ লেই ভাগই লাজ বেচারা॥
উলটন লোটন উরুপর চরণা।
নিকসল স্বেদজল গৌরী তনু ভরণা॥
নাসায় গজমোতি শ্বাস হিলোরি।
জলদ উপরে দোলে বিনোদ বিজুরী॥
রতি অতি বিপরীত বিলসয়ে কামিনী।
মন সিধি সাধই জাগই যামিনী॥
দুহুঁ মন মানস পূরণ ভেলি।
হরষি সরোজ মুখী সমাধল কেলি॥
বিলাসে অলস ভেল দুহুঁ কেরি গায়।
শ্রম দূর করতঁহি শেখর রায়॥১১৪॥

ততশ্চতুর্বিংশতি দণ্ডে রসোল্লাসঃ।

গান্ধার

কানু কহে কামিনী কর অবধান।
তুহুঁ রতি রণবীর অব হাম জান॥
তুয়াঠাম ঠমকে চমকে ভেল কাম।
ভাজি রহল দূরে গুণি পরিণাম॥
তুঁহু ধনী করলহি যৈছন কেলি।
হামহুঁ না জানয়ে ঐছন মেলি॥
অবহাম গুরু করি মানলু তোয়।
অদ্ভুত রতি-রণ শিখায়লি মোয়॥
অধরে দশন চিহ্ন দেয়ল হঠিনী।
হৃদয়ে বিদারল তুয়া কুচ কঠিনী॥

নখরে বিদারল সব তনু মোর।
তিলেক করুণা ধনী না রহু তোর॥
কহ কবি শেখর শুন বর কান।
আজনম গুরু গুণ করবি ধেয়ান ॥১১৫॥

ততঃ পঞ্চবিংশতি দণ্ডে স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।

মল্লার

আপরূপ রাধামাধব নেহা।
রসবতী বেশ, বনাইতে রসময়
অবশ ভৈগেও দেহা॥
পুনহু সম্ভারি নারী লেই সাজাই,
ঘন ঘন করু কম্প।
কুচ যুগ পরশে অবশ তনু মন,
লোরে নয়ন রহু ঝম্প॥
কত অনুবন্ধ করত নব নাগর
নাগরী কোরে বসাই।
চরণ কমল পর নূপুর পরাইতে
গীম গজমোতি খসাই॥
ভরমে ভরল তনু চমকি রহল জনু
বিনোদিনী বদন নেহারী।
যুবতী যতন করি সাজলি সহচরী,
শেখর কহে বলিহারি ॥১১৬॥

ততঃ যষ্ঠবিংশতিদণ্ডে মদন-মদালসঃ।

বেলাবলী

অলসে অবশ ভেল রসবতী রাই।
মদন মদালসে শুতলি যাই॥
কানু শয়ন করু কামিনী কোর।
চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর॥

তুহুঁ শিরে তুহুঁ ভুজে বয়ানে বয়ান।
উরু উরু লপটল নয়ানে নয়ান॥
ঘুমলি রহলি তঁহি কিশোরী কিশোর।
কেশের প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর॥
সখী-পুঞ্জ নিজ-কুঞ্জ করল গমন।
নিভৃত নিকেতনে করল শয়ন॥
স্বেদ বিন্দু চুয়ত তুহুঁ কেরি গায়।
করু কবি শেখর চামর বায়॥১১৭॥
ততঃ সপ্তবিংশতিদণ্ডে শুকোৎকণ্ঠা।

ভৈরবী

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণে ঘন ঘন উঠত তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বোলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষা ডালে বসি ডাকে কপোত-কপোতি।
তারাগণ সহিতে লুকাল তারাপতি॥
কুমুদিনী বদন চুম্বই মধুকর।
পদুমিনী নিকটহি চললি সত্বর॥
সারি কহে রাই জাগ চল যাব ঘর।
জাগল সকল লোক সেহ ভেল ডর॥
শেখর সেবেলি কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু পারা রহলি শুতিয়া॥১১৮॥

তত অষ্টাবিংশতি দণ্ডে সখী উৎকণ্ঠা।

আলি কুল জাগল অলিকুল গানে।
চমকি চাহই দিগ্ চকিত নয়ানে॥
চঞ্চল চিত অতি চললি নিকুঞ্জে।
সুখদ শেজে শুতি রহু রস পুঞ্জে॥

বিগলিত কুন্তল বিগলিত বাসে।
হেরি হেরি সহচরী করু পরিহাসে॥
জাগ জাগ সুন্দরী সুন্দর কান।
দশদিশ নিরমল ভেলি বিহান॥
সহচরী ভয় করি সভে ঘরে গেল।
গুরুজন এতিখন বাহির ভেল॥
হাম সব আছহুঁ তুয়া মুখ চাই।
রহই না পারিয়ে অব ঘর যাই॥
জাগল দুহুঁ জন রহলি বিভোর।
নয়ন না মেলই তনু তনু জোর॥
সখী গণ তৈখন করু অনুমান।
কপট কোটি শত করত ভিয়ান॥
দুহুঁ মেলি উঠলি অতি ভয় পাই।
হাসি হাসি শেখর দ্বার খসাই॥১১৭॥

তত ঊনত্রিংশতি দণ্ডে মদন শয্যোত্থানং।

ভৈরবী

রজনী শেষ পর নাগর-নাগর,
উঠি বৈঠলি শেজমাই।
হেরি সখি সত্বর মন্দির ভিতর
হাসি হাসি পৈছলি তাই॥
সহচরী মেলি কেলি কল্পতরু
করতহি রস পরকাশে।
রজনীক রঙ্গ কহিতে নব নাগরী
পিয়া মুখ ঝাঁপলি বাসে॥
দুহুঁ মুখ নিরখি হরষি সব সুন্দরী
পুলকিনী রহলি নেহারি।
পীত বসন সেই নিজ তনু ঝাঁপই,
লাজে লাজায়লি গোরী॥

তব হরি গোরী কোরে আগোরলি
ডুবলি সুখসিন্ধু মাঝ।
ললিতা ললিত কহি তুহুঁ বেশ খণ্ডিত
সাজাওত অনুপম সাজ ॥
তুহুঁ রূপ কূপে মগন ভেল সব জন,
দিন রজনী নাহি জান।
অরুণ উদয় ভেল জটিলা শবদ পাইল,
করু কবি শেখর গান ॥১২০॥

ততস্ত্রিংশতিদণ্ডে কখ্খটী বিতর্কঃ।

ললিত

নিশাচর ঘর গেল অরুণ উদয় ভেল
তার পতি কাঁতি মলিন।
কুমুদ মুদিত ভেল পদুম প্রকাশল
পরবশ পড়ল কঠিন ॥
দেখিয়া দোঁহা নীত বৃন্দার বিকল চিত,
আদেশিলা কোকিলা-কোকিলী।
তারা সব গান করে ভ্রমর ঝঙ্কার পুরে
কেকা-কেকি করয়ে বিকলি ॥
কক্খটি উঠায় তান, কি করহ রাধাশ্যাম
শেজ ত্যজি করহ পয়ান।
রাইয়ে না দেখি ঘরে জটিলা লগুড় করে
বনে আসি করয়ে সন্ধান ॥
কক্খটী কপট কথা শুনি বৃষভানু সুতা
তরাসে তরল ভেল মন।
রাধা-কানু সখী সাথে চলিলা গোপত পথে
তুরিতে তেজল সেই বন ॥
দেখয়ে হরিণী যেন, উছন তরুণী গণ
চকিত নয়নে ঘন চায়।

নাগর-নাগরী পাশে দাঁড়ায়ে শেখর হাঁসে
ভয় নাই সবারে বুঝায় ॥১২১॥

ততঃ প্রভাত সময়ে গৃহে গমনং।

ললিত

তুহুঁ রূপ লাবনি মনমথ মোহিনী
নিরখি নয়ন ভুলি যায়।
রজনী জনিত রতি বিশেষ আলাপনে
অলস রহল তুহুঁ গায়॥
বিথারল কুন্তল তাহে কুসুম দল
লোলত আনহি ভাঁতি।
তুহুঁ দোঁহা হেরি মুখ হৃদয়ে বাঢ়ল সুখ
বোলত ভুলত পাঁতি॥
নিজ নিজ মন্দির নাগরী-নাগর
চলইতে করু অনুবন্ধ।
বিচ্ছেদ বিষানলে তুহুঁ তনু জারল
লোচনে লাগল ধন্ধ॥
ভিতক চিত পুতলি সম তুহুঁ তনু রহলি
বিহনি বিদায়ক বেলা।
প্রেম-পয়োনিধি উছলি উছলি পড়ু
চেতন অচেতন ভেলা॥
তুহুঁ কর চিত রীত হেরি সহচরী
ঘন ঘন গগনহুঁ চায়।
রজনী পোহায়ল নগরহুঁ জাগল,
সে ডরে অধিক ডরায়॥
শেখর বুঝিয়া তব করি কত অনুভব
তুহুঁ সঙ্গ ভঙ্গ করায়।
নিজ নিজ মন্দিরে সভে যাই শুতলি
গুরুজন ভেদ না পায়॥১২২॥

বিভাষ

বিচ্ছেদে বিকল ভেল দুহুঁক পরাণ।
গর-গর অন্তর ঝরয়ে নয়ান॥
দুহুঁ মনে মনসিজ জাগি রহুঁ।
বিরহণ না হোয়ে কেহুঁ কাহুঁ॥
নিশবদে সুতল নিন্দ নাহি ভায়।
বিয়োগ বিয়াধি বিথারল গায়॥
দুহুঁক দুলহ নেহ দুহুঁ ভালে জান।
দুহুঁ কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ॥
রায় শেখর জানে ইহ রস-রঙ্গ।
পরবশ প্রেম সতত নহে ভঙ্গ॥১২৩॥

ইতি শ্রীদণ্ডাত্মিকা শ্রীরায় শেখর ঠাকুরের
শতত্রয়োবিংশতি পদ সমাপ্ত।



পরিশিষ্ট

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশ পদ।

যে সময়ের যে পদ পাঠ করা আবশ্যক তাহা উদ্ধৃত হইল।

রসালস নিদ্রা। ভৈরবী ১ নম্বরের প্রথম।

শুতিয়াছে গোরাচাঁন্দ শয়ন মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক শেজ অতি মনোহরে॥
অলসে অবশ তনু গোরা নট রায়।
কি কহব অঙ্গ-শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত রস দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥

অতি মনোহর শেজ বিচিত্র বালিশে।
বাসুদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে॥

দিবায়াং—বিভাস। ২ নম্বরের পর।

প্রভাতে জাগল গৌরাঙ্গ চাঁদ।
হেরই সকলে বয়ান ছাঁদ॥
ঘুমে ঢুলু ঢুলু নয়ান রাতা।
অলসে ঈষৎ মুদিত পাতা॥
অঙ্গুলি মুড়িয়া মুড়য়ে তনু।
যৈছন অতনু কনক ধনু॥
দেখিতে আওল ভকত গণে।
বিহানে মিলল হরিষ মনে॥
মুখ পাখালিয়া গৌর হরি।
বৈসে নিজগণ চৌদিকে ঘেরি॥
নদীয়া নগরে হেন বিলাস।
যদুনাথ দেখে গদাই পাশ॥

রসোদ্গার—বিভাস। ১৩ নম্বরের পরে।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ বিধু।
পূরব প্রেম-রস কহই মধু॥
ভাব ভরে গদগদ আধ-আধ বাণী।
অমিয়ার সার যেন পড়ে খানি-খানি॥
পুলকে পুরল তনু পিরীতি রসে।
ঝাঁপয়ে বসন বিবশে পুন খসে॥
আনন্দ জলে ডুবে নয়ন রাতা।
রাধামোহন দাসের শরণ দাতা॥

বাৎসল্য রসোচিত জাগরণং—বিভাস। ১৭ নম্বরের পর।

ও মোর জীবন, সরবস ধন,
সোনার নিমাই চাঁদ।

আধ তিল খন ও চাঁদ বদন,
না দেখি পরাণ কাঁদ ॥
অরুণ কিরণ হৈল পরসন্ন,
উঠিহু শয়ন সনে ।
বাহির হইয়া মুখ পাখালিয়া
মিলহু সঙ্গীয়া গণে ॥
গদগদ্ কথা কহি শচী মাতা
হাত বুলাইয়া গায় ।
শুনি গৌর হরি অলস সম্বরি
উঠিয়া দেখয়ে মায় ॥
পাখালি বদন, করিলা গমন,
সব সহচর সঙ্গে ।
জগন্নাথ দাস চির দিনে আশ,
দেখিতে ও রস রঙ্গে ॥

গোষ্ঠ গমনং—ভাটিয়ারী । ৩ নম্বরের পর ।

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বদনে ।
ধবলী-শাঙলি বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায় ।
শিঙ্গার শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায় ॥
নিতাই চাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান ।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরী দাস যার নাম ।
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অভিরাম ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গ রূপ প্রেমের আবেশ ।
শিরে চূড়া শিখি পাখা নটবর বেশ ॥
চরণে নূপুর বাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ।
বংশী বদনে কহে চল গোবর্দ্ধন ॥

সূর্য্য পূজার আয়োজন—কামোদ। ৪৫ নম্বরের পর।

গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহা নাহি যায়।
পূরব সোঙরি গোরা মুহু মুহু ধায়॥
নিরজনে কহে চল সুরধনী তীরে।
পশুপতি পূজিব বিপদ যাবে দূরে॥
ঐছন বচন সব রচনা করিতে।
সুরধনী চল সব ফুল-মালা লৈয়ে॥
কহে বিশ্বম্ভর গৌর যাঙ বলিহারী।
নিজ নিজ সঙ্গে চলে গোরা বনমালী॥

হিন্দোল লীলা—সারঙ্গ। ৫৩ নম্বরের পরে।

সুরধুনী তীরে আজু গৌর-কিশোর।
ঝুলন রঙ্গ রসে পহুঁ ভোর ভোর॥
বিবিধ কুসুমে সবে রাই হিন্দোল।
সব সহচর গণ আনন্দে বিভোর॥
ঝুলয়ে গৌর পুন গদাধর সঙ্গ।
তাহে কত উপজয়ে প্রেম তরঙ্গ॥
মুকুন্দ মাধব বাসুদেব মেলি।
গাওত পূরব রভস রস কেলি॥
নদীয়া নগরে কত ঐছে বিলাস।
রামানন্দ দাস করত সোই আশ॥

কাঞ্চন কমল, কান্তি কলেবর
বিহরই সুরধনী তীর।
তরুণ তরুণ তরু তরু হেরি তোড়ই
কুন্দ কুসুম করবীর॥
সমবয় সকল সখাগণ সঙ্গহি
সরস রভস রসে ভোর।
গজবর গমন, গঞ্জি গতি মন্থর
গোপতে গদাধর কোর॥

অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ ।
পূরুব প্রেম পরমানন্দে পূরিত
পুলক পটলময় অঙ্গ ॥ (ধ্রু)
নিরূপম নদীয়া নগর পুর নিতি নিতি
নব নব করত বিলাস ।
দীন দয়া করু দুখিত দুঃখ হরু
কহতহি গোবিন্দ দাস ॥

মধু পান—সারঙ্গ । ৫৮ নম্বরের পর ।

সহচর সঙ্গহি গৌর কিশোর ।
আজু মধুপান রভসে হয়ে ভোর ॥
কি কহিতে কি কহব কিছু নাহি থেহ ।
আন আন মত হেরি গৌর সুদেহ ॥
ঢুলু ঢুলু আলসে অরুণ নয়ান ।
গদগদ আধহুঁ কহই বয়ান ॥
ক্ষণে ক্ষণে রহই বিভোর ।
হেরি গদাধর করু নিজ কোর ॥
কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাষ ।
নদীয়া নগরে নিতি ঐছে বিলাস ॥

জলক্রীড়া—সারঙ্গ । ৬০ নম্বরের পর ।

জলকেলি গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল ।
সঙ্গে পরিষদ গোরা জলেতে নামিল ॥
কার অঙ্গে কেহ কেহ জল ফেলি মারে ।
গৌরাঙ্গ ফেলিয়া জল মারে গদাধরে ॥
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে ।
হুলাহুলি বোলাবুলি করে জনে জনে ॥
গৌরাঙ্গ চান্দের লীলা কহনে না যায় ।
মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষে গায় ॥

পাশক খেলা—সারঙ্গ। ৬৫ নম্বরের পর।

গৌরাঙ্গ চাঁদের মনে বিভাব হইল।
পাশা সারি লৈয়া বহু খেলা আরম্ভিল॥
প্রিয় গদাধর সঙ্গে খেলে পাশা সারি।
ফেলিতে লাগিলা পাশা হারি জিনি করি॥
দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে গৌরাঙ্গ নাগর॥
দুই জনে মগন হইলা পাশা রসে।
জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে॥

উত্তর গোষ্ঠ—গৌরী। ৮৪ নম্বরের পর।

জয় শচী নন্দন ভুবন আনন্দ।
আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্বীপে উয়ল নব রস কন্দ। ধ্রু
গো খুর ধূলি দিশই উহ অম্বর, শুনি বর বেণু নিশান।
অপরূপ শ্যাম মধুর মধুরা ধার, মৃদু মৃদু মুরলীক গান॥
এত কহি ভাবে বিবশ গৌর তনু পুন কহ গদগদ বাত।
শ্যাম সু-নাগর, বন সঞে আওত, সমবয় সহচর সাথ॥
মঝু মন নয়ন, জুড়ায়ল কলেবর, সকল ভেল ইহ দেহ।
রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ, মূরতি মন্ত সেই নেহ॥

রাজসভাগমনং—মঙ্গল। ৮৯ নম্বরের পর।

সহজে কাঞ্চন গোরা চাঁদ। হেরইতে জগজন লোচন ফাঁদ॥
তাহে কত ভাব পরকাশ। কে বুঝয়ে কি রস বিলাস॥
কি কহব পহুঁক চরিত। রোদইতে উদয় পিরীত॥
পুলকই প্রেম অঙ্কুর। প্রতি অঙ্গে প্রেম ভরপুর॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন। সঘনে প্রেম বরিষণ॥
পুলক বলিত সব তনু। কেশর কদম্ব ফুল জনু॥
করুণায় কান্দে সব দেশ। জ্ঞান দান না পায় উদ্দেশ॥

অভিসার—মায়ুর। ৯৬ নম্বরের পর।

কাঁচা কাঞ্চন, কান্তি কলেবর, চাহনি কুটিল সুধীর।
অতি সূক্ষ্ম বসনহি, আবৃত সব তনু, যায়ত সুরধনী তীর॥

নারীক যৈছন, বাম চরণ আগু, ঐছন করত সঞ্চার।
কৈছন ভাব কি রীতি, অছু অন্তর, কছু নাহি বুঝই পার॥
চকিত বিলোচনে, চাহই দশদিশ, অলখিত দ্বিজ মুখ হাস।
সো পহুঁ চরণ শরণ কিয়ে পায়ব, ইহ রাধামোহন দাস॥

রাস বিলাস—কেদার। ১০৪ নম্বরের পর।

সহচর সঙ্গে গৌর নটরাজ। বিহরয়ে নিরুপম কীর্ত্তন সমাজ॥
সুরধনী তীরে পুলিন মনোহর। গৌরচন্দ্র ধরি গদাধর কর॥
কত শত যন্ত্র সুমেলি করি। বাওয়ে মৃদঙ্গ করতাল ধরি॥
গাওত সুমধুর রাগ রসাল। হেরি হরষিত কোই কহে ভাল ভাল
গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি। রায় শেখর কহে যাঙ বলিহারী॥

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা—বিহাগড়া। ১১৫ নং পরে।

দেখ সখি! গৌর নওল কিশোর।
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা সুরবর নায়িকা
ভাবে বুঝি ভেল ভোর॥ (ধ্রু)

কহত গদগদ শুনহ বিদগধ,
প্রাণ-বল্লভ মোর।
কেশ বেশ কর, সিঁথিতে সিন্দূর
ভালে তিলক উজোর॥
পীন পয়োধরে নখরে বিদরে,
পুরহ মৃগমদ সার।
কর্ণে কুণ্ডল কোমল কুবলয়
গলহি মোতিম হার॥
এতহুঁ কহি পুনঃ, কাঁপয়ে ঘন ঘন,
নয়নে আনন্দ লোর।
এ রাধা মোহন দাস চিতহিঁ
কিছু না পাওল ওর॥

মদন মদালস—ভৈরবী। ১১৬ নম্বরের পর।

শেষ রজনী মাহ, শুতল শচীসুত ততহিঁ ভাবে ভেল ভোর।
স্বপন জাগর কিয়ে, ছুহুঁ নাহি সমুঝই, নয়নই আনন্দ লোর॥
অনুমানে বুঝহ রঙ্গ।
যৈছন গোকুল নায়ক, কোরহি নায়রী শয়ন বিভঙ্গ॥ (ধ্রু)
বাম চরণ ভুজ পুনঃ পুনঃ আগোরই যাতহিঁ দক্ষিণ পাশ।
তৈছন বচন, কহত পুনঃ আঁখি মুদি, বসন রসালস হাস॥
যাকর ভাবহি, প্রকট নন্দসুত, গৌর বরণ পরকাশ।
সতত নবদ্বীপে, সোই বিহারই, কহ রাধা মোহন দাস॥

জাগরণ প্রকার—ললিত। ১১৭ নম্বরের পর।

নিশি অবশেষে জাগে শচী নন্দন
শুনইতে অলিপিক রব।
সহজহি নিজ ভাবে গর গর অন্তর
তহি উহ দ্বিতীয় বিভাব॥
বেকত গৌর অনুভাব।
পূরব রজনি শেষে, জাগি ছুহুঁ যৈছন,
তৈছন উপজল ভাব॥ (ধ্রু)
নয়নে অমল জল, অমিয়া বচন খল,
পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদ, শঙ্কাদি পুন উয়ত
কো কহু ভাব তরঙ্গ॥
ঐছন অনুদিন বিহরে নদীয়া পুর
পূরব ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব, মঝু মনে হোয়ব,
কহ রাধা মোহন দাস॥

রায় শেখরের পদাবলীর পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

……০:★:০……

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

॥ শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ বিজয়েতাম্ ॥

প্রাচীন কবি শ্রীগোবিন্দদাস কৃত

একান্ন পদ



॥ নিশান্ত লীলা ॥

বিভাষ

নিশি অবশেষে, জাগি সব সখীগণ, বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতি রস আলসে, শুতি রহু দুঁহু জন, তুরিতুঁহি দেহ জাগাই ॥
তুরিতহিঁ করহ পয়ান।
রাই জাগাই, লেহ নিজ মন্দিরে, নিকটহিঁ হোয়ত বিহান ॥
শারী-শুক-পিক, সকল পক্ষিগণ, তুঁহু সব দেহ জাগাই।
জটিলা গমন, সবহুঁ মেলি ভাখই, শুনইতে চমকই রাই ॥
বৃন্দাদেবী বচনে, সকল পক্ষিগণ, মধুর মধুর করে ভাষ ॥
মন্দির নিকটহিঁ, ঝারি লই ঠারই, হেরত গোবিন্দ দাস ॥১॥

বিভাষ বা ললিত

সময় জানি সখী মিলল আই।
আনন্দে মগন ভেল দুহুঁ মুখ চাই ॥
দুহুঁ জন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিকে চাঁদ ঘেরি রহি গেল ॥
নীলগিরি বেঢ়ি কিয়ে কনকের মাল।
গৌরী মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল ॥
বানরী রব দেই কক্‌খটী নাদ।
গোবিন্দ দাস কহ শুনি পরমাদ ॥

রামকেলি

নিশি অবশেষে, কোকিল ঘন কুহু রত জাগল রসবতী রাই।
বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল তুরিতহিঁ শ্যাম জাগাই ॥
শুন বর নাগর কান !
তুরিতহিঁ বেশ, বনাহ যতন করি, যামিনী ভেল অবসান ॥

শারী-শুক-পিক, কপোত ঘন কুহরত, ময়ূর-ময়ূরী করু নাদ।
নাগরক লোক জাগি সব বৈঠব, তবহিঁ পড়ব পরমাদ॥
গুরুজন পরিজন, ননদিনী দুরজন, তুঁহু কিনা জানসি রীত।
গোবিন্দ দাস কহ, উঠি চল সুন্দরি, বিঘটন কানুক পিরীত॥৩॥

যথা রাগ

হরি নিজ আঁচরে, রাই মুখ মুছই, কুঙ্কুমে তনু মাজি।
অলকা তিলক দেই, সীঁথি বনায়ই চিকুরে কবরী পুন সাজি॥
মাধব সিন্দূর দেয়ল সীঁথে।
কতহুঁ যতন করি উরপর লেখই মৃগমদ চিত্রক পাঁতে॥
মণিময় মঞ্জীর চরণে পরায়ল উরপর দেয়ল হার।
তাম্বূল সাজি বদন ভরি দেয়ল নিছই তনু আপনার॥
নয়নহিঁ অঞ্জন করল সুরঞ্জন চিবুকহিঁ মৃগমদ বিন্দ।
চরণ কমল তলে যাবক লেখই, কি কহব দাস গোবিন্দ॥৪॥

বিভাষ

বেশ বনাই, বদন পুন হেরই পদে পড়ু বারহি বার।
ঢর ঢর লোর ঢরহি বহে লোচনে, নিজ তনু নহে আপনার॥
সুন্দরী কোরে আগোরল কান।
দেহ বিদায়, মন্দিরে হাম যায়ব, হিমকর করল পয়ান॥
কানুক চিত, থির করি সুন্দরী, কুঞ্জসে গমনহিঁ কেল।
বসনহিঁ ঝাঁপি অঙ্গমণি মঞ্জীর নিজ মন্দিরে চলি গেল॥
রতন শেজোপর বৈঠল সুন্দরী, সখীগণ ফুকরই চাই।
রজনি পোহায়ল, গুরুজন জাগল, গোবিন্দ দাস বলি যাই॥৫॥

যথা রাগ

গুরুজন জাগল ভৈগেল বিহান।
গৃহ নিজ কাজ সমাপনে যান॥
কোই সখী দধি মন্থন করু তাঁহি।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি॥

কোই সখী গুরুজন সেবন কেল।
কনক কুম্ভ লই কোই চলি গেল॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার॥
নিতি নিতি ঐছন করতহিঁ রীত।
গোবিন্দ দাস কহ অনুপ চরিত॥৬॥

রামকেলী

রামক নীল বসন কাহে পিঁধ।
অরুণ উদয় ভেল না ভাঙ্গল নিঁদ॥
ব্রজকুল চাঁদ নিছনি যাঙ তোর।
অঙ্গ বিভঙ্গ কতহুঁ তনু মোড়॥
কাও ভরল কিয়ে লোচন জোর।
কাঁহা লাগল হিয়ে কণ্টক আঁচড়॥
ঝামরু ভেল নীল উৎপল দে।
না জানি পাপ দিঠি দেয়ল কে॥
মঙ্গল সিনান করাব আজু গেহ।
তবহুঁ ভুঞ্জাব দধি ওদন এহ॥
এতহিঁ শুনল সব যশোমতী ভাষ।
আঁচরে বারি নিবারল হাস॥
গোবিন্দ দাস কহ ব্রজ অধিদেবি!
সোই নিরাপদ গৌরীক সেবী॥৭॥

॥ প্রাতর্লীলা ॥

রামকেলী

নিজ গৃহে শয়ন করত সব কান।
জননী জাগায়ত ভৈগেল বিহান॥
আলস তেজি উঠহ যদু রায়।
আগত ভানু রজনী চলি যায়॥

শয়ন উপেখি চলল বর কান।
নূপুরক নাদে জাগল পাঁচ বাণ॥
প্রাতহিঁ দোহন করত যদু চাঁদ।
তুরিতুহিঁ দেয়ল দেহন ছাঁদ॥
নিকটহিঁ গোঠ মিলত যব আয়।
গোবিন্দ দাস মুটকি লই ধায়॥৮॥

যথা রাগ

গোঠ মাঝহি করল পয়ান।
গো-ধন দোহন করতহিঁ কান॥
ঘনহিঁ হাম্বা রব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজে ধেনু সব ধাব॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ।
দোহান ধেনু করত কত ছন্দ॥
গোধন দোহন গরজে গভীর।
ঘন ঘন দোহন করু যদু বীর॥
গো-রস ধার চুয়ায়ত অঙ্গ।
তমালে বিথারল মোতিম তরঙ্গ॥
মুটকি মুটকি ভরি রাখত ধরি।
গোবিন্দ দাস পহুঁ করত নেহারি॥৯॥

বিভাষ

রজনী প্রভাতে, চলল বর রঙ্গিণী, নদী অবগাহন রঙ্গে।
সুবাসিত তৈল, হলদি আমলকী লই, প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে॥
গজবর গতি জিনি, গমন সুমন্থর, চাঁদ জিনিয়া মুখ-জ্যোতি।
কবরী বিরাজিত, মণিময় সুরচিত, গাঁথে উজোরল মোতি॥
নীল বসন মণি, বলয়া বিরাজিত, উচকুচ কঞ্চুক ভার।
শ্রবণ কটক, মণিময় হাটক, কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ কমল তল, অতুল রাতুল, রুণুঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস কহ, ও রূপ হেরইতে, ভুলল বিদগধ রাজে॥১০॥

কর্ণাট

রাধা বদন, চাঁদ হেরি ভুলল, শ্যামক নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্ধ বিনু, ধবলী দোহত, বাছুরী কোরে আগোর॥
শূনহি দোহত মুগধ মুরারি।
ঝাঁটহি অঙ্গুলি, করত গতাগতি, হেরি হসত ব্রজনারী॥
লাজহিঁ লাজ, হাসি দিঠি কুঞ্চিত, পুন লেই চান্দন ডোর।
ধবলীক ভরমে, ধবল পদ ছাঁদই, গোবিন্দ দাস হেরি ভোর॥১১॥

যথা রাগ

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে।
গোধন দোহন তেজল রে॥
চাঁদ চকোরে জনু পায়ল রে।
রাইক প্রেমজন ভাসল রে॥
মুরছি অবনি তলে পড়ল রে।
অরুণিত লোচন ঢর ঢর রে॥
করহিঁ কোরে আগোরল রে।
অঙ্গ পুলকে অতি পূরল রে॥
তুহুঁ মুখ সুন্দর শোহন রে।
গোবিন্দ দাস মনমোহন রে॥১২॥

যথা রাগ

দোঁহ তনু মিলল উপজল প্রেম।
মরকতে যৈছন বেঢ়ল হেম॥
কনক লতায়ে জনু তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দোঁহ তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ॥
দোঁহ অধরামৃত দোঁহ করু পান।
গোবিন্দ দাস কহ দোঁহ সে সুজান॥১৩॥

যথা রাগ

বিপিনহিঁ কেলি করত দুহুঁ মেলি।
জল মাহা পৈঠি করত জল কেলি ॥
নাহি উঠল দোঁহে মোছল অঙ্গ।
দোঁহ রূপ হেরইতে মূরছে অনঙ্গ ॥
অঙ্গে করল দোঁহে নব নব বেশ।
করবী বনায়ল বান্ধল কেশ ॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
গোবিন্দ দাস দুহুঁকে গুণগান ॥১৪॥

ভাটিয়ারী

যশোমতী যতনহিঁ, সখী সঞে কহতহিঁ, তুরিতে গমন কর তাঁই।
হামারি সন্দেশ, কহবি সব গুরুজনে, আনবি রসবতী রাই ॥
রতন থারি ভরিপূর।
বিবিধ মিঠাই, ক্ষীর দধি শাকর, বহু উপহার মধুর ॥
কর্পূর তাম্বূল, হার মনোহর, বাসিত চন্দন কটোর।
সহচরী থারি, চীর দেই ঝাঁপল, গোবিন্দ দাস মন ভোর ॥১৫॥

ধানশী

শিরোপরি থারি, যতনে ধরি সহচরী, রাইক মন্দির গেল।
যশোমতী বচন, কহল সব গুরুজনে, সো সব অনুমতি দেল ॥
সুন্দরী সখী সঞে করল পয়ান।
রঙ্গ পটাম্বরে, ঝাঁপল সব তনু, কাজরে উজোর নয়ন ॥
দশনক জ্যোতি, মোতিনহ সমতুল, হসইতে খসই মণিজানি।
কাঁচা কাঞ্চন, বরণ নহ সমতুল, বচন জিনিয়া পিক-বাণী ॥
পদতল থল, কমল সুকোমল, রুণুঝুনু মঞ্জীর বাজে।
গোবিন্দ দাস কহ, অপরূপ সুন্দরী, জিতল মনমথ রাজে ॥১৬॥

যথা রাগ

নিজ মন্দির তেজি, চলল বর রঙ্গিণী, নন্দ মহল গৃহমাহ।
ঝলকত অঙ্গহি, মণিগণ ভূষণ, বদন কিরণ তঁহি ছাহ ॥

যশোমতী নিরখি আনন্দ।
কত শত চাঁদ, চরণে পড়ি কাঁদই, মনমথে লাগল ধন্ধ ॥
সুবাসিত অন্ন, ব্যঞ্জন সুমধুর, পাক করল তঁহি গোই।
নিতি নিতি ঐছন, করত গতাগতি, লখই না পারই কোই ॥
চন্দন ঘোরি, কুঙ্কুম তঁহি ডারল, কর্পূর তাম্বূল মুখ বাস।
সুবাসিত করি, ঝারি ভরি রাখল, কহ তঁহি গোবিন্দ দাস ॥১৭॥

শ্রীরাগ

সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে যদু নন্দন, ভোজন করত দোনো ভাই।
রোহিণী দেবী, করত পরিবেশন, রসবতী দেওত বাঢ়াই ॥
কনক থারি ভরি পূর।
বিবিধ মিঠাই, ক্ষীর-দধি-শাকর, পিষ্টক বড়ই মধুর ॥
অন্ন ব্যঞ্জন, সুমধুর ভোজন, কি কহব আনন্দ ওর।
ভোজন সারি, শয়ন করু পালঙ্কে, সুখময় নন্দ কিশোর ॥
যো কছু শেষ, রহল থারি পর, ভোজন করলহ গৌরী।
গোবিন্দ দাস, ঝারি লই ঠারহিঁ, পবন ঢুলায়ত থোরি ॥১৮॥

॥ পূর্ব্বাহ্ণ লীলা ॥

ভুপালী

বিবিধ মিঠাই আঁচর ভরি দেল।
অলখিতে আওল অলক্ষিতে গেল ॥
নাগরক লোক লখই না পারি।
ঐছন গতাগতি করত সুকুমারী ॥
বেশ বনাই কানু বলবীর।
গোধন গোয়াল সঙ্গে কত ধাব।
বেণু-বিষাণ ঘন ঘন রাব ॥
সুবল সখা সঙ্গে করত বিলাস।
একমুখে কি কহিব গোবিন্দ দাস ॥১৯॥

করুণশ্রী

ব্রজ নিজ গণ, সঙ্গে কত ধাওত
আর কত কুলবতী নারী।

জয় জয় কার, করত নব ব্রজবধূ
কনক কুম্ভ ভরি বারি ॥
আনন্দ কো করু ওর।
রসবতী ঠারে অট্টালিকা উপরি
দুহুঁ দিঠি লুবধ চকোর ॥
নয়নে নয়নে কত, প্রেমরস উপজল,
দুহুঁ মন ভৈগেল ভোর।
প্রেম রতন ধন, দুহুঁ দোঁহে পিয়াওল
দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর ॥
চলইতে চরণে, অথির যদু-নন্দন,
শিথিল ভেল পীত বাস।
নিজ নিজ মন্দিরে, সবহুঁ পাঠাওল
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস ॥২০॥

সারঙ্গ

গোধন সঙ্গে, রঙ্গে যদু-নন্দন
বিহরত যমুনাক তীর।
দাম শ্রীদাম, সুদাম মহাবল,
গোপ গো, পাল সঙ্গে বলবীর ॥
বাজত ঘন ঘন বিষাণ বেণু।
হৈ হৈ রাব, হাম্বা-রব গরজন,
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু ॥
সময় বয় বেশ, কেশ পরিমণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উপরে।
মণিময় হার, গুঞ্জা নব মঞ্জুল,
হেরইতে জগজন-মন করু ভোর ॥
বলয়া নিশান, কটি-তটে কিঙ্কিনী
নূপুর রুণুঝুনু রুণুঝুনু বাজ।
গোবিন্দ দাস কহুঁ নিতি নিতি ঐছন
বিহরত বিপিনে বিদগধ রাজ ॥২১॥

ধানশী

আনহি ছল করি, সুবল করে ধরি,
গমন করল বন মাহি।
তরু তরু হেরি, কুসুম তঁহি তোড়ল
যতনহি হার বনাই॥
মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর।
সুন্দরি মনে করি, ভাবহি পথ হেরি,
আকুল মন নহে থির॥
নব নব পল্লবে, শেজ বিছায়ল
নব কিশলয় তঁহি রাখি।
কুসুম তোড়ি, চিত ভেল আকুল
হেরইতে থির ভেল আঁখি॥
তৈখনে মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল,
জর জর শ্যামরু অঙ্গ।
গোবিন্দ দাস পহুঁ সুবল কোরে রহুঁ
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ॥২২॥

বরাড়ী

নিজ মন্দিরে ধনী, বৈঠল বিরহিণী,
প্রিয় সহচরী মুখ চাই।
যাঁহা যদু-নন্দন, করত গোচারণ
তুরিতে গমন করু তাঁই॥
সজনি! ক্ষণেক বিলম্ব কর জানি।
সহচরী হাত, মাথে ধরি সুন্দরী,
বোলত মধুরিম বাণী॥
বংশী বট তটে, কদম্ব নিকটে,
খোঁজবি ধীর সমীর।
সঙ্কেত কেলি, নিকুঞ্জ কুসুম বন,
সুশীতল কুণ্ডক তীর॥

কালিন্দী পুলিন, বৃন্দাবন ঘন,
নিধুবন কেলি বিলাস।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ-বন গোবর্দ্ধন কানন
সঙ্গে চলু গোবিন্দ দাস ॥২৩॥

ধানশী

প্রিয় সখী গমন, করল প্রতি বনে বনে
প্রবেশল কুণ্ডক তীর।
সুশীতল বারি, কুঞ্জ অতি শোহন,
মলয় পবন বহে ধীর ॥

সুবল সখা করু কোর।
সহচরী পথ হেরি, অন্তর গর গর
ঢ়র ঢ়র নয়নকো লোর ॥
সচকিত নয়নে নেহারই সহচরী
আকুল শ্যামরু চন্দ।
রঙ্গ পট্টাম্বরে, মুখ রুচি মোছই,
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥
কর্পূর তাম্বূল বদনহিঁ পূরল
সচকিত ভেল পীত বাস।
সুন্দরী গমন করল যব নিকটহিঁ
কহতহিঁ গোবিন্দ দাস ॥২৪॥

করুণ

কানুক দরশন ভেল। সহচরী তুরিতহিঁ গেল ॥
কানুক গুণ শুনি ভোরি। বেশ বনায়লি গৌরী ॥
প্রিয় সহচরী করি সঙ্গ। বসন-ভূষণ পরি অঙ্গ ॥
নব নব নাগরী বালা। যৈছন চান্দকি মালা ॥
সতত কত কত তান। কত রস করতহিঁ গান ॥
রসিক রমণী রস ভাষ। শুনতহিঁ গোবিন্দ দাস ॥২৫॥

ধানশী

সখী গণ সঙ্গে, চলল বর রঙ্গিণী
ভানু আরাধন লাগি।
বহু উপহার, যতন করি দেয়ল
গুরুজনে অনুমতি মাগি ॥
সুগন্ধি চন্দন নেল।
চিনী কদলী সর, হার মনোহর,
সখীগণ হাতহিঁ দেল ॥
জয় জয় কার, হুলাহুলি ঘন ঘন,
শঙ্খ শবদ ঘন ঘোর।
কেলি করত কত কোকিল কুহরত
নৃত্যত ময়ূরক জোর ॥
কুণ্ডক তীরে মিলল বর নাগরী
নয়ন ইঙ্গিতে কত রস পরকাশ ॥২৬॥

॥ মধ্যাহ্ন লীলা ॥

গান্ধার

নব নব কুসুম, তোড়ি সব সখীগণ
সরস সমর করু তাই।
মরকত বদন নেহারি কুসুম শর
মোহত সব সখী মাই ॥
কো কহু মরমক কেলি।
নবল কিশোর নব নব নাগরী
ললিতাদি সখীগণ মেলি ॥
মণিময় ভূষণ, তনু অতি শোহন
রুণুঝুনু নূপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস কহ রমণী শিরোমণি
জিতল বিদগধ রাজে ॥২৭॥

করুণশ্রী

নব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ।
বিকসিত কুসুম মধুকর গুঞ্জ ॥
নব নব পল্লবে শোভিত ডাল।
শারী-শুক-পিক পাবয়ে রসাল ॥
তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল।
তঁহি পর বৈঠল কিশোরী-কিশোর ॥
ব্রজ-রমণী গণ দেওত ঝকোর।
গিরত জানি ধনী করলহিঁ কোর ॥
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দ দাস তঁহি দেখত রঙ্গ ॥২৮॥

শ্রীরাগ

আনছলে আনপথে, গমন করল দোঁহে
সখীগণ বৈঠল কুঞ্জে।
সরস রসাল নবীন সব মঞ্জরী
বিকসিত ফলফুল পুঞ্জে ॥
দুহুঁ জন মিলল ভেল।
রসময় রসিক, রমণ রস নাগর
বহুবিধ কৌতুক কেল ॥
মদন মহোদধি, নিমগন দুহুঁ জন
ভুজে ভুজে বন্ধন ছন্দ।
তরুণ তমালে কিয়ে কনক লতাবলী
নব জলধরে কিয়ে ঝাঁপল চন্দ ॥
দৃঢ় পরিরম্ভণে নিগমন দুহুঁ জন
স্বেদ বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি।
গোবিন্দ দাস পহুঁ রতি রণ পতিত
জলধরে যৈছন বিথারল মোতি ॥২৯॥

গান্ধার

শ্রমজলে ভিগল দুহুঁক শরীর।
তনু তনু লাগল পাতল চীর॥
পূরল মনোরথ, বৈঠল তাঁই।
বসন ঢুলায়ত বিনোদি রাই।
কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই॥
পল একে জাগি বৈঠল পীত বাস।
জল সেবন করু গোবিন্দ দাস॥৩০॥

গান্ধার

সখীগণ পুছন বারে বার।
কোন চোরায়ল মুরলী হামার॥
মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই।
কাঁহাপর ছোড়ি কাঁহা পুন চাই॥
অবতুঁহু কৈছল করবি উপায়।
সরবস ধন তুয়া কোন চোরায়॥
কাতর নয়নে নেহারই কান।
সখীগণ! মোহে মুরলী দেহ দান॥
কর গহি মুরলী কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
গোবিন্দ দাস কহ রমণী সমাজ॥৩১॥

বরাড়ী

সখীগণ মেলি দোঁহে করল পয়ান।
কৌতুক কেলি কুণ্ডে অবগান॥
জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুঁ জন সমর করত জল কেলি॥
বিথারল কুন্তল জর জর অঙ্গ।
গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥

ধানশী

নাহি উঠল তীরে, সবহুঁ সখী সঞে
নাগরী নাগর রায়।
বসন নিচোড়ি মোছই সব তনু
নব নব বেশ বনায়॥
বিনোদিনী বেশ করত বর কান।
চিকুর সম্ভারি, কবরি পুন বান্ধল
অলক তিলক নিরমাণ॥
সীঁথি বনাই উপর লেখই
মৃগমদ চিত্র নিশান।
রতি জয় রেখ চরণ যুগে লেখই
আর কত বেশ বনান॥
কতহুঁ যতন করি বসন পরায়ল
নূপুর দেওল রঙ্গে।
গোবিন্দ দাস কহ ও রূপ হেরইতে
মূরছত কতহুঁ অনঙ্গে॥৩৩॥

বরাড়ী

রতন থালি ভরি, চিনী কদলী সর
আনল রসবতী রাই।
শীতল কুঞ্জতল গন্ধ সুপরিমল
বৈঠল নাগর যাই॥
ভোজন করত ব্রজরায়।
সুবাসিত জল কর্পূর তাম্বূল
সখীগণ দেয়ত বাঢ়ায়॥
অগোর চন্দন শ্যাম অঙ্গে লেপন,
বীজই কুসুমক বায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহার করত দুহুঁ,
গোবিন্দ দাস বলি যায়॥৩৪॥

ভাটিয়ারী

তঁহি সুমগন, করল বর রঙ্গিণী
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।
তঁহি জয় শঙ্খ, হুলাহুলি ঘন ঘন
ভানু আরাধনা কেলি॥
দ্বিজবর বিদগধ রাজ।
সুবাসিত কুঙ্কুম, সুগন্ধি চন্দন
কর্পূর পূর করু সাজ॥
বহু উপভোগ, তাম্বুল আদি দেওল
চিনী কদলী ফুল হার।
সুশীতল নীর ক্ষীর দধি শাকর
সেবন বহু পরকার॥
কুসুম অঞ্জলি, দেয়ত সখী মেলি,
কো কহু আনন্দ ওর।
গিরিধরে কনক লতাবলী বেঢ়ল
গোবিন্দ দাস মন ভোর॥৩৫॥

পাহাড়িয়া

সখীগণ মেলি করল জয়কার।
শ্যামরু অঙ্গে দেওল ফুল-হার॥
নিজ মন্দিরে ধনী করল পয়ান।
বনমাহ গমন করল বর কান॥
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গৌরী।
মণিময় ভুষণ অঙ্গে উজোরি॥
শঙ্খ শবদ ঘন জয় জয় কার।
সুন্দর বদন কবরী কুচ ভার॥
হেরি মদন কত পরাভব পায়।
গোবিন্দ দাস দুহুঁক রস গায়॥৩৬॥

আশোয়ারী

নিজ মন্দির মাহ, বৈঠল রসবতী, গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ কুসুম জিনি, তনু অতি সুকোমল, ঢর ঢর ও-মুখচন্দ ॥
নিতি নিতি ঐছন রীত।
রসবতী রসিক, মনোহর নাগর, অপরূপ দুহুঁক চরিত ॥
বিবিধ মিঠাই, থারি ভরি পূরিত, ভোজন করতহিঁ গৌরী।
কর্পূর তাম্বূল, বদন ভরি পূরল, কুঙ্কুম চন্দন কেরি ॥
নিজ গৃহ কাজ, সমাপল সখীগণ, গুরুজন সেবন কেলি।
গোবিন্দ দাস, তুরিতহিঁ সাজল, বেলি অবসান ভৈ গেল ॥৩৭॥

॥ অপরাহ্ণ লীলা ॥

গৌরী নট

গোখুর ধূলা, উছলী ভরু অম্বর,
ঘনহুঁ হাম্বা রব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিষাণ নিশান সমাকুল,
সঙ্গে রঙ্গে সব সহচর ধাব ॥
বন সঞে গিরিধর লাল ঘর আওলে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী,
ব্রজ রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥
কুটিল অলকাকুল, গোরজ মণ্ডিত,
পরিহা মুকুট মনোহর ভাঁতি।
বিপিন বিহার ছরমে ঘরমাইত
ঝামর নীলোৎপল দল কাঁতি ॥
কিশলয় বলিত, ললিত মণি কুণ্ডল
গণ্ড মুকুরে উজিয়ার।
গোবিন্দ দাস পহুঁ নটবর শেখর
হেরইতে জগভরি মদন বিথার ॥৩৮॥

গৌরী

গোঠহি প্রবেশ করল সব ধেনুগণ,
সখা সব মন্দিরে গেল।
বৎসল বান্ধি ছান্ধি ধেনুগণ,
ঘন ঘন দোহন কেল॥
সুন্দর শ্যামরু অঙ্গ।
রঙ্গ পটাম্বর, হার মনোহর,
গোধূলি ধূসর অঙ্গ॥
নব নব পল্লব, গুচ্ছ সুমণ্ডিত,
চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ত দাম।
মকরাকৃতি মণি, কুণ্ডল দোলনি
হেরইতে চমকি পড়য়ে কত কাম॥
বনফুল মালা, বিরাজিত উরপর
কিঙ্কিণি রণরণি নূপুর পায়।
গোবিন্দ দাস পহুঁ জগমন মোহন
ব্রজ রমণীগণ হরষিত তায়॥৩৭॥

॥ সায়াহ্ন লীলা ॥

গৌরী

সাঁঝ সময় গৃহে আওল যদুপতি,
যশোমতি আনন্দ চিত।
প্রদীপ জ্বারি থারি পর ধর লহিঁ
আরতি করতহিঁ গাওত গীত॥
ঝলকত ও মুখ চন্দ।
ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেঢ়ল,
হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ॥
ঘণ্টা ঝাঁঝরী তাল মৃদঙ্গ
বাজায়ত সখীগণ জয় জয়-কার।

কুসুম বরিষত রমণীগণ হরষিত,
আনন্দ জগজন নগর রাজার ॥
শ্যামরু অঙ্গ মনোহর সুরচিত,
বনি বনমাল বিরাজ।
গোবিন্দ দাস কহ ও রূপ হেরইতে,
সংশয় জীবন, যৌবনে পড়ু বাজ ॥৪০॥

গৌরী

বদন নিছাই মোছি মুখ মণ্ডল
বোলত মধুরিম বাণী।
কেলি অবসানে, তুরিতে নাহি আওলি
তুয়া লাগি বিকল পরাণী ॥
নন্দন করে ধরি রাণী।
কতহুঁ যতন করি, যশোমতী সুন্দরী,
মন্দিরে বসায়ল আনি ॥
সুবাসিত তৈল, সুশীতল জল দেই,
মাজল যতনহিঁ অঙ্গ।
কুন্তল মাজি, সাজি পুনঃ বান্ধল,
চূড় শিখণ্ডক রঙ্গ ॥
মৃগমদ চন্দন, অঙ্গে সুলেপন,
যতনে পিন্ধায়ল বাস।
সুবাসিত কুসুম হার উরে লম্বিত
কি কহব গোবিন্দ দাস ॥৪১॥

ধানশী

কতহুঁ যতন করি রাই সুনাগরী
করলহিঁ বহু উপহার।
কনক থারি ভরি, চিনী কদলী সর
চন্দন মনোহর মাল ॥

প্রিয় সহচরী হাতে দেল।
তুরিতহিঁ নন্দ, মহল মহা মিলন,
যশোমতী আগে লই গেল॥
বিবিধ মিঠাই যতন করি লেয়ল
চিনী কদলী উপহার।
ক্ষীর-সর-নবনী ছানা-দধি-শাকর,
বহুবিধ রস পরকার॥
ভোজন করায়ল, বহু সুখ পায়ল,
কর্পূর তাম্বূল দেল।
যো কিছু অবশেষ রহল থারি পর,
গোবিন্দ দাস লই গেল॥৪২॥

সুহই

মন্দির বাহির, স্থল অতি সুন্দর
তঁহি সাজয়ে অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন, রঙ্গ পটাম্বর,
লম্বিত মুকুতা দাম॥
শোভা বনি অপরূপ।
গোপ গোয়াল সভাজন মণ্ডল,
বৈঠল ব্রজ কি ভূপ॥
কোই গাওত, কোই বাজাওত,
কোই নাচত ধরতহিঁ তাল।
কোই চমর লই বীজন করতহিঁ
উজোর দীপ রসাল॥
কনক সম্পুট পর কর্পূর তাম্বূল
ছত্র চন্দ্রাতপ সাজ।
গোবিন্দ দাস ভণ, অপরূপ শোহন
তঁহি উপনীত নাগর রাজ॥৪৩॥

সুহই

অপরূপ মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স বেশ অতি অনুপাম॥
সভাজন মাঝে বৈঠল দোন ভাই।
সভাজন চিত লেয়ল চোরাই॥
হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ।
চাঁদ বদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়ন যুগল নীল কমল সমান।
হেরইতে যুবতীক অথির পরাণ॥
তিলক বিরাজিত ভাঙ বিভঙ্গ।
ফুলধনু করে করি মূরছে অনঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দ দাস॥৪৪॥

॥ প্রদোষ লীলা ॥

করুণশ্রী

নিজ গৃহে শয়ন করল যদুরায়।
সবজন নিজ নিজ গৃহে চলি যায়॥
নন্দরাজ তব ভোজন কেল।
নিজ নিজ মন্দিরে সব চলি গেল॥
নগরক লোক সব নিশবদ ভেল।
চরাচর সব যো যাঁহা চলি গেল॥
ময়ুর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
গোবিন্দ দাস পহুঁ শুনি উনমাদ॥৪৫॥

ধানশী

কাননে কুসুম ভেল পরকাশ।
শারী-শুক-পিক মধুরিম ভাষ॥
গুঞ্জত ভ্রমর-ভ্রমরী উত রোল।
মধু লোভে মাতল আনন্দে ভোল॥

তাঁহি গমন করু বিদগধ রাজ।
রুণুঝুনু কিঙ্কিনী নূপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেজ বিছায়ল কিশলয় পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিকে নেহারত গোবিন্দ দাস॥৪৬॥

॥ নিশা লীলা ॥

ধানশী

গুরুজন পরিজন ঘুমায়ল জান।
সময় জানি ধনী করল পয়ান॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বর কান।
দারুণ মদন, পাওল সমাধান॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
চন্দ চকোর জনু মিলায়ল আন॥
তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ।
গোবিন্দ দাস নিগূঢ় রস গান॥৪৭॥

কেদার

সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ।
কত রস গাওত মদন তরঙ্গ॥
কোই বাজাওত যন্ত্র রসাল।
কোই কোই নাচত কোই ধরু তাল॥
নাগর-নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর।
হরখি হরখি পুনঃ পুনঃ করু কোর॥
বাঢ়ল প্রেম সবহুঁ সখী জানি।
কুসুম শেজ বিছায়ল আনি॥
নাগর-নাগরী বৈঠলি তায়।
সখীগণ আন ছলে আন থলে যায়॥

নিতি নিতি ঐছন রস পরকাশ।
চরণ সেবন করু গোবিন্দ দাস ॥৪৮॥

শ্রীরাগ

রাধা মাধব, দুহুঁ তনু মিলল,
উপজল আনন্দ কন্দ।
কনক লতায়ে তমাল জনু বেঢ়ল,
রাহু গরাসল চন্দ ॥
যৈছন কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলদ কোরে কিয়ে, তড়িৎ লতাবলী,
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি ॥
নীলমণি রতন কাঞ্চনে জনু বেঢ়ল,
ঝামর ভেল মুখজ্যোতি।
শ্রম ভরে স্বেদ, বিন্দু বিন্দু চূয়ত,
যৈছন জলদে বিথারল মোতি ॥
নারী-পুরুষ দুঁহু, লখই না পারিয়ে,
অপরূপ দুহুঁজন রঙ্গ।
গোবিন্দ দাস কহ নিতি নিতি ঐছন,
উপজয়ে রস পরসঙ্গ ॥৪৯॥

কামোদ

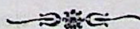
বাঢ়ল রতি রস বৈঠল দুহুঁ জন
মোছই আনন্দ চন্দ।
দুহুঁ জন বদনে তাম্বূল দুহুঁ দেয়ল
বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥
দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহু চাই।
আহা মরি মরি বলি, বদন পুনঃ চুম্বই
দোঁহে দোঁহ তনু নিরছাই ॥
নীল পীত বসন দুহুঁ তনু মোহন,
মণিময় আভরণ সাজ।

যৈছন রমণী, রসিক বর নাগরী
তৈছন বিদগধ রাজ ॥
কতহুঁ যতন করি বিহি নিরমায়ল
দুহুঁ তনু একই পরাণ।
বিকসিত কুসুম শোভিত নব পল্লব
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥৫০॥

ভূপালী

রতি রসে অবস, অলস অতি ঘূর্ণিত
শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে।
মধু লোভে ভ্রমর ভ্রমরীগণ ঝঙ্করু
বিকসিত ফল-মূল-পুঞ্জে ॥
বিনোদিনী মাধব কোর।
তমালে বেঢ়ল জনু কনক লতাবলী,
দুহুঁ রূপ অতি উজোর ॥
ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামরু কোরে ঘুমায়।
রতি রসে আলস, দুহুঁ তনু ঢর ঢর,
প্রিয়সখী চামর ঢুলায় ॥
সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুঁ জন পাস।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতল
সহচরী গোবিন্দ দাস ॥৫১॥

ইতি শ্রীগোবিন্দদাসকৃত অষ্টকালীয় একান্নপদ সম্পূর্ণ।





॥ গৌর চন্দ্রিকা ॥

গৌরী

জো নন্দ নন্দন, গোপীজন বল্লভ
শ্রীরাধা নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচী নন্দন নদীয়া পুরন্দর
সুরমণী মনো মোহন ধাম ॥
জয় নিজ কান্তা কান্তি কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাববিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী লোচন মঙ্গল
নদীয়া বধূগণ নয়ন আমোদ ॥
জয় জয় দাম সুদাম সুবলার্জুন,
প্রেম প্রবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর,
জয় জগমোহন গৌর অনুপ ॥
জয় অতি বল বলরাম প্রিয়ানুজ,
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন, গণ ভয় ভঞ্জন
গোবিন্দ দাস অনুবন্ধ ॥

* শ্রীশ্রী[illegible]ধর গৌরাঙ্গৌ বিজয়েতাম্ *

শ্রীহরিদাস শাস্ত্রী সম্পাদিত গ্রন্থাবলী—

হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ ঃ—

	প্রকাশিত গ্রন্থরত্ন	প্রকাশন সহায়তা
[illegible]	বেদান্ত দর্শন (ভাগবত ভাষ্য সানুবাদ)	২০.০০
২।	শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশী	০.৫০
৩।	শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা	৪.০০
৪।	শ্রীগৌরগোবিন্দার্চ্চন পদ্ধতি	৩.৫০
৫।	শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা	২.০০
৬।	শ্রীগোবিন্দলীলামৃত (মূল, টীকা, অনুবাদ সহ চতুর্থ সর্গান্ত)	৫.৫০
৭।	ঐশ্বর্য্য কাদম্বিনী (মূল, অনুবাদ)	১.৫০
৮।	সংকল্প কল্পদ্রুম সটীক, (সানুবাদ)	২.০০
৯।	চতুঃশ্লোকী ভাষ্য (মূল অনুবাদ)	৩.০০
১০।	শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত (মূল, অনুবাদ)	
১১।	শ্রীপ্রেম সম্পুট (মূল, টীকা, অনুবাদ)	৪.০০
১২।	ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয় (মূল, অনুবাদ)	৩.৭৫
১৩।	ব্রজরীতি চিন্তামণি (মূল, টীকা অনুবাদ)	৪.০০
১৪।	শ্রীগোবিন্দবৃন্দাবনম্	১.৫০
১৫।	শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশ	৫.০০
১৬।	হরিভক্তিতত্ত্বসার সংগ্রহ	১২.০০
১৭।	শ্র[illegible]স্তুতি ব্যাখ্যা	১৪.০০
১৮।	শ্রীহরেকৃষ্ণমহামন্ত্র	০.৪০
১৯।	ধর্মসংগ্রহ	৩.৭৫
২০।	শ্রীচৈতন্যসূক্তি সুধাকর	৪.০০
২১।	সনৎকুমার সংহিতা	২.৫০

প্রকাশিত গ্রন্থরত্ন	প্রকাশন সহায়তা
২২। শ্রীনামামৃত সমুদ্র	০.৬০
২৩। রাসপ্রবন্ধ(সানুবাদ)	৩.০০
২৪। দিনচন্দ্রিকা (সানুবাদ)	২.০০
২৫। স্বকীয়াত্বনিরাস পরকীয়াত্ব প্রতিপাদন	১৪.০০
২৬। সাধন দীপিকা	১০.০০
২৭। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত (মূল, টীকা, অনুবাদ সহ) (৫-১১ সর্গ)	২৫.০০
২৮। ,, ,, (১২-২৩ সর্গ)	৩০.০০
২৯। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্	৫.০০
৩০। শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ঃ	৬.০০
৩১। শ্রীব্রহ্মসংহিতা	২৭.০০
৩২। ভক্তিচন্দ্রিকা	১০.০০
৩৩। প্রমেয় রত্নাবলী	

বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত গ্রন্থ :—

৩৪। শ্রীসাধনামৃতচন্দ্রিকা (পয়ার)	৪.৫০
৩৫। ভগবদ্ভক্তিসার সমুচ্চয় (সানুবাদ)	৩.০০
৩৬। শ্রীরাধারসসুধানিধি (মূল,)	১.৭৫
৩৭। ভক্তি সর্বস্ব	৫.০০
৩৮। শ্রীরাধারসসুধানিধি (সানুবাদ)	৫.০০
৩৯। মনঃশিক্ষা	৩.৫০
৪০। ভক্তিচন্দ্রিকা	১২.০০
৪১। রায় শেখরের পদাবলী	১০.০০
৪২। শ্রীবলভদ্র মহামন্ত্র স্তোত্রম্	১.০০

প্রকাশনরত গ্রন্থরত্ন :—

১। বেদান্তস্যমন্তকঃ ২। দশশ্লোকী ভাষ্যম্, ৩। দুর্লভসার
৪। শ্রীভাগবত সন্দর্ভে তত্ত্বসন্দর্ভ (মূল, টীকা, সানুবাদ)